Contents

২য় বর্ষ

দ্বাদশ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

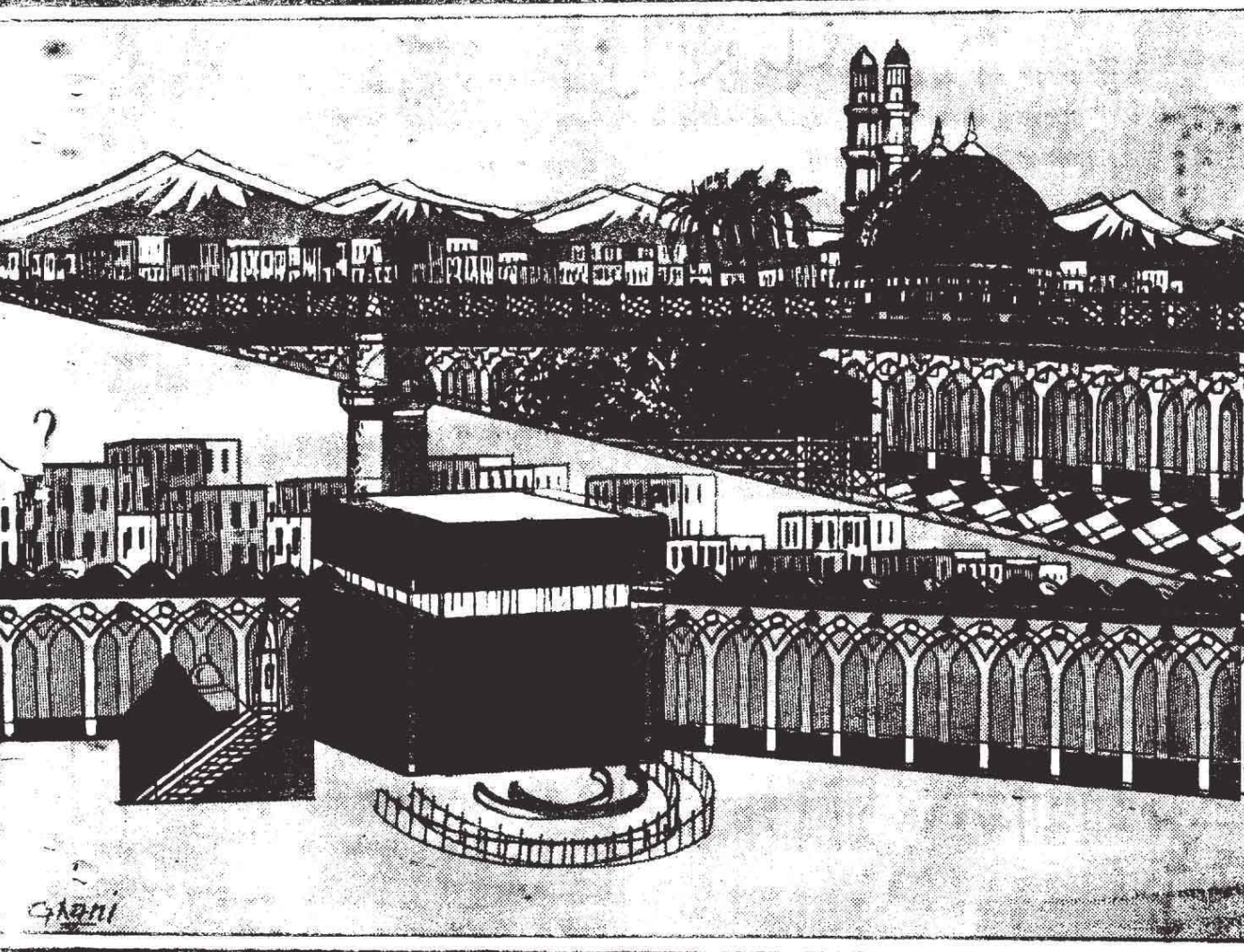

সম্পাদক

মোহাম্মদ মওলা বখ্‌শ নদভী

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬'৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদিছ

যিল্‌হিজ্‌জাহ—১৩৭০ হিঃ।

ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩৫৮ বাং।

বিষয়—সূচী

বিষয় :—	লেখক :—	পৃষ্ঠা :—
১। ছুরত-আল্‌ফাতিহার তফ্‌ছীর		... ৫০৩
২। শহীদ লিয়াকত আলী প্রয়াণে ...	মুর্শেদ মুর্শিদাবাদী	... ৫১২
৩। সিল্‌হেটের পীর হয়রত শাহ্‌জলাল ...	ডক্‌টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌	... ৫১৪
৪। সোভিয়েট রাশিার নব-নৈতিকতা ও নারী-স্বাধীনতা ...	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	... ৫১৬
৫। শাসন সংবিধানের ভূমিকা		... ৫২৪
৬। নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির প্রতি ঈমান (পূর্বানুবৃত্তি)	আল্‌-মোহাম্মদী	... ৫৩০
৮। সাময়িক প্রসঙ্গ		... ৫৩৯

www.ahlehadeethbd.org

Contents

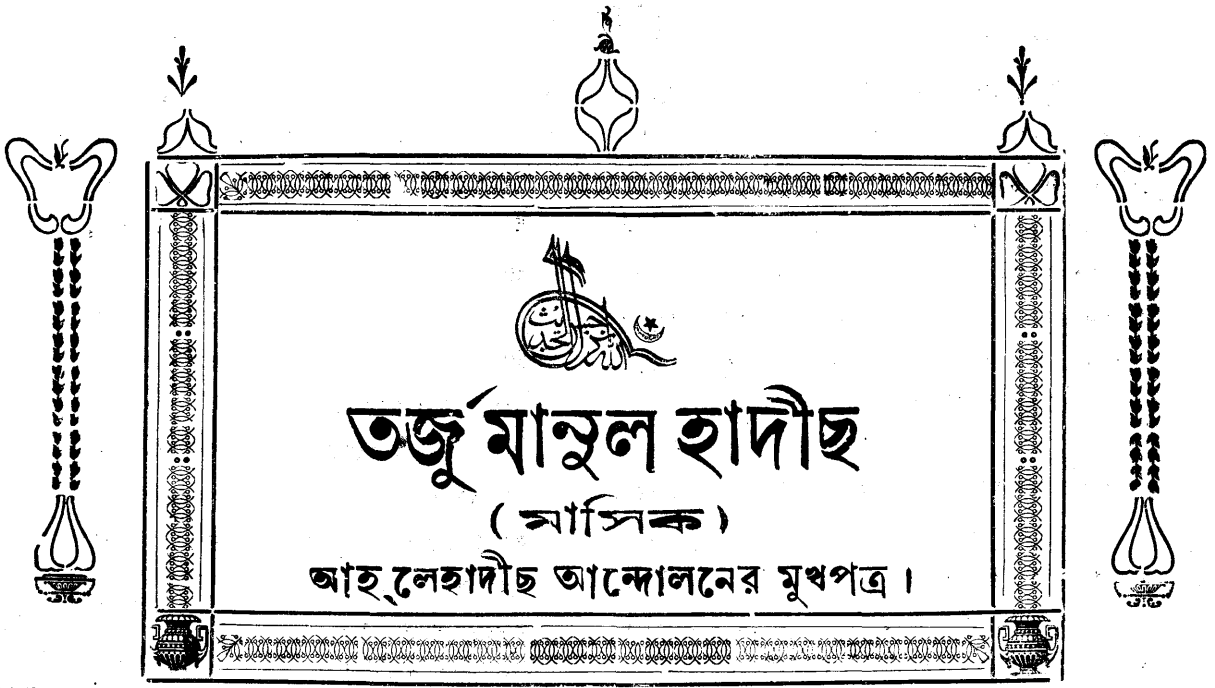

তর্জুমানুল হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

দ্বিতীয় বর্ষ | যিল্‌হিজ্‌জাহ—১৩৭০ হিঃ। ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩৫৮ বাং। | দ্বাদশ সংখ্যা

تفسیرالقرآن العظیم —

কোর্‌আন-মজীদের ভাষ্য

ছুরত-আল্‌ফাতিহার তফ্‌ছীর

فصل الخطاب فی تفسیر ام الکتاب

(১৮)

মধ্য-লোকের প্রতিফল-বিধান,

পার্থিবজীবন এবং পারলৌকিক জীবনের— মধ্যবর্তী যে যবনিকা দ্বারা উপরিউক্ত দ্বিবিধ জীবন পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত, আমরা তাহাকে 'মধ্য-লোক' বলিয়া অভিহিত করিব। কোর্‌আনের ভাষায় এই অন্তরবর্তী জগতের নাম 'বর্‌যখ' — برزخ! অন্তিম অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে কোর্‌আনে কথিত আছে যে,—যাহারা মরিতেছে তাহাদের পশ্চাতে পুনরুত্থান-দিবস পর্যন্ত— ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون - 'বর্‌যখ' রহিয়াছে— আল্‌মুমিনুন, ১০০ আয়ত। এই আয়তে মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্যবর্তী স্থান বা অন্তরালকে বর্‌যখ বলা হইয়াছে। সুপেয় ও লবণাক্ত দুইটী নদী যাহা যুক্ত ভাবে প্রবাহিত,— অথচ উহাদের মাঝখানে এমন একটী যবনিকা— যাহা প্রকাশ্যে দৃষ্টিগোচর না হইলেও উহা উভয়ের পানীকে মিশ্রিত হইতে বাধা দিতেছে,— ছুরত-আল্‌ফুর্কানে উক্ত অন্তরবর্তী যবনিকা 'বর্‌যখ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে—এবং তিনিই সেই পরম প্রভু, যিনি هوالذی مرج البحرین

www.ahlehadeethbd.org

هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج ' وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا — দুইটী নদীকে যুক্তভাবে প্রবাহিত করিয়াছেন, এই নদীটী সুপেয় [illegible] পিপাসা নিবৃত্তিকারী আর ওটী লবণাক্ত কটু। তিনি উভয়ের মাঝখানে বরযখ এবং বাধাদানকারী বাঁধ—নির্মাণ করিয়াছেন,— ৫৩ আয়ত। ছুরত-আর্‌রহ্‌মানের উনবিংশ এবং বিংশতি আয়তেও সংক্ষেপে ইহারই পুনরুক্তি আছে।

আভিধানিক ফিরোযাবাদী তাঁহার শব্দকোষে ‘বরযখের’ তাৎপর্য লিখিয়াছেন— দুই বস্তুর অন্তরবর্তী আড়াল এবং الحاجز بين الشيئين ومن وقت الموت الى القيامة ومن مات دخله — মৃত্যুর সময় হইতে কিয়ামত পর্যন্ত ‘বরযখ’। যে মরিল সে ‘বরযখে’ প্রবেশ করিল। *

ফল কথা, মূলতঃ দুই বস্তু, স্থান বা সময়ের অন্তরবর্তী স্থান ও সময় ‘বরযখ’ নামে প্রসিদ্ধ। সেমেটিক জাতি সমূহের আচার ও সংস্কার অনুসারে— উপরিউক্ত অন্তরবর্তী স্থান বা বরযখ ‘কবর’ রূপে অভিহিত, কিন্তু যে মৃত্তিকাস্তূপের নিম্নে মানুষের নশ্বর দেহ বা তাহার বিকৃত দেহাবশিষ্ট সমাহিত থাকে, শুধু তাহাই ‘কবর’ নয়, মাটির নিম্নভাগ হউক, সমুদ্রগর্ভ হউক, কোন হিংস্র প্রাণীর পাকস্থলী হউক মানবদেহ বা তাহার অংশ যে আকারে ও যে ভাবেই বিরাজ করুক, আসন্ন মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের অব্যবহিত কাল পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত মানবের সেই আবাস স্থান ‘কবর’ বলিয়াই অভিহিত হইবে। ছুরত আলহজ্জে কথিত হইয়াছে— وان الله يبعث من في القبور এবং যাহারা কবরে আছে, আল্লাহ তাহাদিগকে— পুনরুত্থিত করিবেন,— ৭ আয়ত। ইহা অনস্বীকার্য যে, যাহারা মৃত্তিকার নিম্নে সমাহিত রহিয়াছে, এই আয়তে কেবল তাহাদেরই পুনরুত্থানের সংবাদ প্রদত্ত হয়নাই, অপিচ সমুদয় মৃতের কথাই এই— আয়তে উল্লিখিত হইয়াছে, সে মৃতদেহ যে আকারে এবং যেখানেই থাকুকনা কেন! আর্য জাতির যে — শাখাগুলি পুনরুত্থানের প্রতি আস্থাসম্পন্ন নন, তাঁহারাও বরযখ বা মধ্য লোকে অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারেননাই, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মধ্যলোককে ‘পিতৃলোক’ নামে অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু কবরের পরিবর্তে তাঁহারা উহার অবস্থান— অন্তরীক্ষে নির্দেশিত করিয়াছেন। *

কোর্‌আনের শিক্ষা এই যে, **মালিকে— ইয়াওমিদ্দীন** অর্থাৎ আল্লাহ কিয়ামতের অবধারিত দিবসে চরম প্রতিফল দান করার অধিকারী বলিয়া পার্থিব জীবনের সাক্ষ্য মুহূর্তেই উক্ত বিচারের সুনিশ্চয়তা পরপারের যাত্রীদের জন্য প্রত্যক্ষীভূত — করিয়া তোলেন। ছুরত কাফে কথিত হইয়াছে— وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد — এবং আসন্ন মৃত্যুর চৈতন্যহীনতা বাস্তবতাকে সংগে লইয়া আসিয়া পড়িল, হে মানব, ইহা সেই বস্তু যাহা তুমি এড়াইয়া চলিতেছিলে,—১৯— আয়ত। এই আয়ত দ্বারা অবিসম্বাদিত রূপে প্রতিপন্ন হয় যে, যাহা প্রকৃত ও বাস্তব, অথচ শুধু ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে যাহার সন্ধান লাভ করা সম্ভবপর নয়, অন্তিম মুহূর্তে সেই বাস্তবের কিছুটা তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়ে। সকল দলের ভাষ্যকারগণ সমবেত ভাবে— উল্লিখিত আয়তের বর্ণিত তাৎপর্য মান্য করিয়া— লইয়াছেন। ইব্‌নে জরীর বলেন, ‘হক’ বা বাস্তব بالحق من امر الاخرة فتبينه للانسان حتى تثبته و عرفه — অর্থাৎ আসন্ন মৃত্যুর তন্দ্রা পরলোকের — কতক অবস্থা মানুষের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়, ফলে মানুষ উহা— বিশ্বাস করিতে এবং জানিয়া লইতে বাধ্য হয়; + ইব্‌নে কছীর বলেন, يقول عزوجل : وجاءت ايها الانسان سكرة الموت بالحق اى كشفت لك عن اليقين الذى আল্লাহ আদেশ করিতেছেন, হে মানুষ— আসন্ন মৃত্যুর চৈতন্যহীনতা সত্য সহকারে

---

* কামূছ (১) ৩৫৭ পৃঃ।

* বৃহদারণ্য উপনিষদ ও সত্যার্থ প্রকাশ, ৯ম ও ১১শ সমুল্লাশ।

+ ইব্‌নে জরীর, তফ্‌ছীর (২৬) ৯১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

সমুপস্থিত হইয়াছে, كنت تمترى فيه — অর্থাৎ যে বিষয়ে তুমি এক দিন দ্বিধাগ্রস্ত ছিলে,— ধাঁধার আবরণ উন্মোচন করিয়া আমি তোমাকে— তাহার প্রতি বিশ্বাসসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছি। * শওকানী বলেন, সত্যসহকারে সমুপস্থিত হওয়ার —

و معنى بالحق انه عند الموت يتضح له الحق و يظهر له صدق ما جاءت به الرسل من الاخبار بالبعث والوعد والوعيد —

তাৎপর্য এই যে, মৃত্যুর সময়ে সত্য প্রকাশ — হইয়া পড়ে এবং রছুলগণ পুনরুত্থান এবং পুরস্কার ও দণ্ডের যে সকল সংবাদ লইয়া আগমন করিয়াছেন সেগুলির বাস্তবতা— দেদীপ্যমান হইয়া উঠে। ✦ মুফ্‌তী আলুছী বলেন,

والمعنى احضرت سكرة الموت حقيقة الامر الذى نطقت به كتب الله تعالى و رسله عليهم السلام —

উল্লিখিত আয়তের অর্থ এই যে, আল্লাহর গ্রন্থসমূহে এবং তদীয় রছুলগণ কর্তৃক পরলোকের যে সকল সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, মৃত্যুর অচৈতন্যতা সেগুলির বাস্তবতা প্রত্যক্ষীভূত করিয়া তোলে। ✠ যমখ্‌শরী তাঁহার কশ্‌শাফে এবং আবু হাইয়ান উন্দুলুছী তফ্‌ছীর বহ্‌রেমুহীতে উল্লিখিত আয়তের অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ¶

এতগুলি মুফাছ্‌ছিরের উক্তি উধৃত করার কারণ এই যে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ স্বয়ং মুজ্‌তাহিদ, কেহ আহ্‌লেহাদীছ, কেহ হানাফী, কেহ মুতাযেলী, কেহ সাহিত্যিক রূপে আখ্যাত অথচ তাঁহারা সকলেই সমবেত ভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, মৃত্যুর — অব্যবহিত মুহূর্ত পূর্বেই পারলৌকিক জীবনের সূচনা হইয়া যায়, কিয়ামতের অবধারিত দিবস হইতে পারলৌকিক জীবনের এই অংশ বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র।

পারলৌকিক জীবনের রহস্য,

পারলৌকিক জীবনের সমুদয় ব্যাপার ইন্দ্রিয়াতীত বলিয়া রহস্যাবৃত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চেতনার অবসান আসন্ন হইয়া আসার সংগে সংগে রহস্যের সমুদয় কুজ্‌ঝটিকা অপসারিত হইতে থাকে এবং প্রত্যক্ষ— বিশ্বাসের সূর্য উদিত হয়। আল্লাহর গ্রন্থ এবং রছুলগণের (দঃ) শিক্ষা পারলৌকিক জীবনের প্রতি আস্থা স্থাপন করিবার একমাত্র পথ, এই আস্থাকে কোর্‌আনের পরিভাষায় 'ঈমান বিল্‌গয়েব' বলা হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তি এই ঈমান দ্বারা সমৃদ্ধ হইতে পারেনা আর উক্ত ঈমান প্রত্যক্ষ বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্তও নয়। কোর্‌আনে বিশ্বাসকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, আনুসংগিক প্রমাণ অথবা আংশিক নিদর্শন ও চিহ্নাদির সাহায্যে যে বিশ্বাস অর্জিত হয়, তাহা — 'ইল্‌মুলইয়াকীন' নামে কথিত আর অনুভব ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা যে নিশ্চিত বিশ্বাস লাভ করা যায়, তাহা 'আইনুল ইয়াকীন' বলিয়া অভিহিত। কোর্‌আনের ছুরত-আত্তকাছুরে উভয়বিধ বিশ্বাসের কথা বর্ণিত হইয়াছে : পার্থিব সম্পদ ও ধনজনের প্রাচুর্যে দিশাহারা হইয়া যে জড়বাদীর দল আত্মা ও পারলৌকিক জীবনকে অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে সতর্ক—

كلا سوف تعلمون ' ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين ' لترون الجحيم ' ثم لترونها عين اليقين —

করিয়া বলা হইতেছে— এখন নয়, কিন্তু শীঘ্রই তোমরা জানিতে পারিবে,— তোমরা যাহা ধারণা করিয়া রাখিয়াছ, কিছুতেই তাহা সত্য নয়, প্রকৃত সত্য যাহা, তাহা শীঘ্রই তোমরা জানিয়া লইবে। যদি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতে, তাহা হইলে নরক দর্শন করিতে, কিন্তু রছুলুল্লাহর (দঃ) বাণীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করিলেও মৃত্যুর আসন্ন মুহূর্তে তোমরা উহা বিশ্বাসের — দিব্যচক্ষে অবশ্যই অবলোকন করিবে।

কোর্‌আনের উপরিউক্ত নির্দেশ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ আল্লাহর প্রেরিত রছুলের (দঃ)

* ইব্‌নে কছীর, তফ্‌ছীর (৯) ২৯৮ পৃঃ।
✦ ফৎহুল কদীর (৫) ৭৩ পৃঃ।
✠ রূহুল বয়ান (৬) ৬৫২ পৃঃ।
¶ কশ্‌শাফ (২) ১৪০২ ও বহ্‌রেমুহীত (৮) ১২৪ পৃঃ।

পয়গামের প্রতি সঠিক ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলে সে তাহার স্বর্গ ও নরক পার্থিব জীবনেই— দর্শন করার সুযোগ লাভ করিতে পারে, কিন্তু 'ইল্‌মুল ইয়াকীন' বা দৃঢ়প্রতীতি অর্জন করার এই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অনেকের কাছে উপেক্ষিত বলিয়া তাহারা তাহাদের অদূরবর্তী বেহেশ্‌ত ও দুযখকে দেখিতে পায়না, অথচ যেদিবস মৃত্যু ঘনাইয়া আসিবে, এবং সেদিবসের আগমন এরূপ সুনিশ্চিত যে নাস্তিক আস্তিক নির্বিশেষে সকলেই সমভাবে সে দিবসের আগমন সম্বন্ধে দ্বিধাহীন, সেই নিশ্চিত ও অবধারিত দিবসে সন্দেহ ও অস্বীকৃতির জড়-যবনিকা চক্ষুর— সম্মুখ হইতে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হইয়া যাইবে আর যে জগত আজ অদৃশ্য হইয়া রহিয়াছে তাহার আংশিক রহস্য চাক্ষুষভাবে প্রত্যক্ষীভূত হইয়া পড়িবে। কর্মের সৌসাদৃশ্যিক প্রতিফল, পুরস্কার ও দণ্ড.— বেহেশ্‌ত ও দুযখের আংশিক দৃশ্য চক্ষুর সম্মুখে জীবন্ত হইয়া উঠিবে। সে সময়ে সন্দিগ্ধ মানব মূর্ত বিশ্বাসের দৃষ্টিতে অজ্ঞাত জগতের কতক বিষয় দেখিয়া ফেলিবে। এই সময় ثم لترونها عين اليقين - সম্বন্ধেই আল্লাহ নির্দেশ দিয়াছেন যে, অতঃপর তোমরা বিশ্বাসের দিব্যচক্ষুদ্বারা উহা অবলোকন করিবে,—আত্‌তাকাছুর : ৭ আয়ত।

রহস্যভেদের বর্ণিত পর্যায় মৃত্যুর পূর্ব ও পরবর্তী সময়ের সহিত সম্পর্কিত, ইহাই 'বরযখ' নামে কথিত, কিন্তু মহাপ্রলয়ের তাণ্ডব ঝঞ্ঝা যেদিন শুরু হইয়া যাইবে, সেদিন রহস্যের আবরণ সম্পূর্ণরূপেই খসিয়া পড়িবে। বিভিন্ন ভাষায় যবনিকা উত্তোলনের এই ব্যপার কোরআনে আলোচিত হইয়াছে—— একস্থানে বলা হইয়াছে—আজ আমরা তোমার আবরণ তোমার নিকট فكشفنا عنك غطاءك হইতে উন্মোচিত— فبصرك اليوم حديد - করিয়াছি, আজ তোমার দৃষ্টি অতিশয় প্রখর,— কাফ : ২২ আয়ত। ছুরত-আত্‌তারিকে কথিত হইয়াছে,— যেদিন সমুদয় يوم تبلى السرائر গোপন তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে,— ৯ আয়ত। ছুরত-আন্‌নাযিআতে আদেশ করা হইয়াছে—— যেদিন মহাপ্রলয়ের অভ্যুদয় ঘটিবে, সেদিন মানুষের সমুদয় কৃত-কর্ম তাহার স্মরণপথে فاذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى ! উদিত হইবে এবং দুযখকে দর্শকগণের সম্মুখে বাহির করা হইবে,— ৩৪-৩৬ আয়ত

'বরযখে'র প্রতিফলকেও আমরা দুই কালে— বিভক্ত করিব : প্রথম, মৃত্যুর প্রাক্কালীন প্রতিফল, দ্বিতীয় মৃত্যুর পরবর্তী প্রতিফল।

মৃত্যুরপ্রাক্কালীন প্রতিফল,

অবাধ্য ও বিদ্রোহীরা যখন জীবনের খেয়াপারে উপস্থিত হয়, যাহারা অমূল্য মানবজীবনকে নিরর্থক, উদ্দেশ্যহীন এবং ক্রীড়ার সামগ্রী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে, যাহারা স্বীয় আচরণ ও কৃতকর্মের কোন জওয়াবদিহীর প্রতি আস্থাসম্পন্ন নয়, তাহাদের পার্থিব জীবনের সূর্য যখন অস্তোন্মুখ হয় তখন তাহাদের অবিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতার দণ্ডস্বরূপ তাহারা প্রহৃত— হইতে থাকে। আল্লাহ বলেন, তখন কিরূপ হইবে যখন ফেরেশ্‌তার দল তাহাদের মুখে ও— পশ্চাদ্‌দেশে প্রহার করিতে করিতে তাহাদের প্রাণ বাহির করিয়া লইবে? এরূপ ঘটিবার فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم কারণ এইযে, যে জীবনপদ্ধতি আল্লাহর বিরাগজনক তাহারা উহারই অনুসরণ করিয়াছিল এবং তাঁহার সন্তুষ্টিকে তাহারা নাপছন্দ করিয়াছিল, তাই আল্লাহ তাহাদের কর্মফল ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন,— ছুরত-মোহাম্মদ (দঃ) ২৮ আয়ত।

যাহারা জীবদ্দশায় আল্লাহর নামে মনগড়া কথা রটনা করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই, যাহারা ইল্‌হাম, নবুওত এবং প্রত্যাদেশের মিছামিছি দাবী করিয়া বেড়াইয়াছে, নিজের কল্পিত রচনা ও কাব্যকে কোরআনের সমকক্ষ বলিয়া গলাবাযী করিয়াছে তাহাদের মৃত্যুকালীন প্রতিফল সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন,—তাহার তুল্য মহা অত্যাচারী و من اظلم ممن افترى

www.ahlehadeethbd.org

আর কে আছে যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে মিথ্যারোপ করে?— অথবা বলিয়া বেড়ায় যে, আমি প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছি, অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে সে কিছুই— প্রত্যাদিষ্ট হয় নাই এবং যে বলে, আল্লাহ যেরূপ বাণী অবতীর্ণ করিয়াছেন আমিও সেই রূপ রচনা করিয়া থাকি? তাহারা যদি দেখিতে পাইত যে, এই অনাচারীর দল

على الله كذبا او قال اوحى الى ولم يوح اليه شئ و من قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون فى غمرات الموت و الملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق و كنتم عن اياته تستكبرون

মৃত্যু-যন্ত্রণায় আক্রান্ত হইবার কালে ফেরেশ্‌তাগণ সম্প্রসারিত হস্তে অবস্থান করিতেছেন এবং বলিতেছেন বাহির করিয়া দাও তোমাদের প্রাণ! আজ অপমানের দণ্ড তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফল স্বরূপ প্রদত্ত হইবে কারণ তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য আরোপ করিতে এবং তাঁহার বাণী শ্রবণ করিয়া তোমরা অহংকার করিয়া মুখ ফিরাইতে—আল আন্‌আম. ৯৪ আয়ত।

মৃত্যুকালীন কর্মফলের বর্ণিত রূপ ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করার ফলে অনাচারী, অবাধ্য, অত্যাচারী ও দুষ্টের দল মহা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিবে এবং কর্মফলের অমোঘ ব্যবস্থাকে অবিশ্বাস করার তীব্র অনুশোচনায় অধীর হইয়া সংশোধিত জীবন যাপন করার প্রতিশ্রুতি দিয়া পুনঃ পুনঃ অবসর ভিক্ষা করিবে। ইহাদের সম্বন্ধে কোর্‌আনে কথিত হইয়াছে—অবাধ্য জীবন যাপন—

করিতে করিতে যখন তাহাদের মধ্যে — কাহারো মৃত্যু আসন্ন হইয়া আসে, তখন তাহারা বলে, হে — প্রভো, আমাকে —

حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلى اعمل صالحا و فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها و من

ফিরাইয়া দিন, সংসারে যাহা ছাড়িয়াছি,—

ورائهم برزخ الى يوم يبعثون -

যাহাতে তদ্দ্বারা সৎকার্য সাধন করিতে পারি। আল্লাহ বলেন, ইহা কিছুতেই হইবার নয়, ইহা উহার — মৌখিক উক্তি মাত্র! এবং যাহারা মরিতেছে, তাহাদের পিছনে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত বর্‌যখ রহিয়াছ, —আলমুমেনুন, ১০০ আয়ত।

কিন্তু যাহারা সৃষ্টিকর্তা পরম প্রভুর অনুগত ও বাধ্য, যাহারা তাঁহার নির্দেশিত উন্নত জীবনের অধিকারী, যমদূতের দল তাঁহাদের প্রাণ কাড়িয়া লইতে আসিবেনা, তাঁহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করা হইবেনা বরং তাঁহাদের জন্য রহমতের ফেরেশতাগণের আবির্ভাব হইবে, প্রেম ও আনুগত্যের প্রতিফল স্বরূপ— তাঁহাদের প্রত্যাবর্তন উৎসবে ঐশী অভিনন্দনের — সুরলহরী স্বর্গ ও মর্তকে অনুরণিত করিয়া তুলিবে:

يا ايتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية

হে শান্তিরসে আপ্লুত জীবাত্মা, তোমার— প্রভুর প্রতি সন্তুষ্ট — হইয়া এবং তাঁহার সন্তুষ্টির অধিকারী হইয়া তাঁহার দিকে প্রত্যাগমন কর,—আলফজর, ২৮আয়ত। অমর কবির ভাষায় আত্মার মুক্তির এই উৎসব কাহিনী নিম্নবর্ণিত ভাষায় ব্যক্ত করা যাইতে পারে—

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند !
و اندر آں ظلمت شب آب حیاتم دادند !
چه مبارک سحرے بود چه فرخنده شبے ؟
آں شب قدر که چنیں درجاتم دادند !

নিশার অবসানে আজ আমাকে সন্তাপ মুক্ত করিলেন, রাত্রির আঁধারে অমৃতপাত্র আমার হস্তে প্রদান — করিলেন।

কি শুভ এই প্রভাত! কি সমৃদ্ধা এই রজনী! যে মহিয়সী রজনীতে আমাকে এই বিপুল সম্মানের অধিকারী করিলেন!

মৃত্যুকালীন পুরস্কার ও তিরস্কারের বৃত্তান্ত রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র মুখে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু পুঁথি বাড়িয়া যাওয়ার আশংকায় সেগুলি — এস্থলে সন্নিবেশিত করা সম্ভবপর হইলনা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মৃত্যুর পরবর্তী প্রতিফল,

ছুরত-আত্তওবায় আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন, আমরা তাহাদিগকে দুইবার শাস্তি প্রদান করিব, অতঃপর তাহারা বৃহত্তম শাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হইবে— ১০১ আয়ত।

سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم -

এই আয়ত দ্বারা — প্রমাণিত হয় যে, অপরাধীদিগকে তিনবার তাহাদের কৃতকর্মের প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে, শেষের— বৃহত্তম শাস্তি 'আযাবে আযীম' দুযখের শাস্তি ছাড়া অন্য কিছুই হইতে পারেনা। নরকের শাস্তির পূর্বে যে আরও দুইবারের শাস্তির কথা বলা হইয়াছে,— তন্মধ্যে একটী পার্থিব প্রতিফল আর একটী কবর বা বর্‌যখের প্রতিফল। ছাহাবাগণের মধ্যে ইবনে আব্বাছ ও আবু মালিক এবং তাবেয়ীগণের মধ্যে মুজাহিদ, ইবনে জুরয়জ, হাছান বছরী, কতাদা, যহ্‌হাক ও— রুবাইয়অ প্রভৃতির প্রমুখাৎ এই তফছীর বর্ণিত — হইয়াছে। *

ইব্‌নুল কাইয়েম লিখিয়াছেন,—ইহা অবগত— হওয়া আবশ্যক যে, কবরের শাস্তিই হইল বর্‌যখের শাস্তি! — যে মৃত ব্যক্তি দণ্ডের পাত্র, সে তাহার প্রাপ্য দণ্ড ভোগ করিবেই, তাহাকে মৃত্তিকা গর্ভে সমাধিস্থ করা হউক কি না হউক হিংস্র জীব উহার মৃতদেহ ভক্ষণ করিয়া থাকিলে কিংবা উহাকে পোড়াইয়া ভস্মীভূত করিয়া বাতাসে উড়াইয়া দিলে অথবা শূলে ঝুলাইলে বা সমুদ্রে ডুবাইয়া দিলে সকল অবস্থাতেই কবরে যে শাস্তি হইয়া থাকে, মৃত ব্যক্তির দেহ ও তাহার আত্মা সে শাস্তি অবশ্যই ভোগ করিবে। †

وما ينبغى ان يعلم ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ . فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر او لم يقبر - فلو اكلته السباع او احرق حتى صار رمادا ونسف فى الهواء او صلب او غرق فى البحر وصل الى روحه وبدنه من العذاب ما يصل الى القبور -

কবর বা মধ্যলোকের প্রতিফল অস্বীকার করার উপায় নাই। তথাপি যুক্তিবাদের নামে একদল সন্দেহবাদী দ্বিবিধ উপায়ে বর্‌যখের কর্মফল সম্বন্ধে প্রশ্ন— উত্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কবরের আযাব কি অকাট্য ভাবে প্রমাণিত? জীবাত্মা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর কবরের শাস্তি সম্বন্ধে কি কোন যুক্তি সংগত প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারে?

আমরা উভয় প্রশ্নেরই অস্তিবাচক উত্তর করিব। আমরা বলিব যে, কোর্‌আন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা মধ্যলোকের প্রতিফল সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত আছে। আমরা ইহাও সাব্যস্ত করিব যে, কবরের শাস্তির পিছনে যুক্তিবিরুদ্ধ কিছুই নাই।

কোর্‌আনের ছুরত-আল্‌মু'মিনে উক্ত হইয়াছে যে, ফির্‌আওন ও — তাহার দলবলের উপর শাস্তির অভিশাপ উল্টাইয়া পড়িল,— প্রতি প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তাহাদিগকে নরকাগ্নির সম্মুখীন করা হইয়া থাকে আর যেদিন প্রলয়ের মহামুহূর্ত উপস্থিত হইবে, সেদিন বলা হইবে : ফির্‌আওনকে সদলবলে রুদ্রতম শাস্তির ভিতর ঢুকাইয়া দাও,— ৪৬ আয়ত।

وحاق بآل فرعون سوء العذاب ❊ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا - ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب -

উপরিউক্ত আয়তদ্বারা অবিসম্বাদিতরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, কিয়ামতের চরমদণ্ডের পূর্বেই পার্থিব জীবনের পরপারে ফির্‌আওন সদলবলে— দুযখের আংশিক শাস্তিভোগ করিয়া চলিয়াছে। ছুরত নূহে হয্‌রত নূহের স্বগোত্র দলের মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হইবার সংগে সংগে দুযখে প্রবেশ করার কথা উল্লিখিত আছে: আল্লাহ বলেন, তাহাদের অপরাধের প্রতিফল স্বরূপ তাহাদিগকে— ডুবাইয়া দেওয়া হইল, অতঃপর নরকে ঢুকাইয়া দেওয়া হইল, তাহারা—

مما خطيئاتهم اغرقوا ❊ فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا -

---

* ইবনেকছীর (৫। ৬০ পৃঃ ও দুর্‌রে মনছুর (৩) ২৭১—২৭২ পৃঃ।

† কিতাবুর্‌রূহ, ৯২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

আল্লাহ ব্যতীত আর কাহাকেও সাহায্যকারী প্রাপ্ত হইলনা,— ২৫ আয়ত। এই আয়তে ইহলোক ও মধ্যলোকের কর্মফল উল্লিখিত হইয়াছে এবং কিয়ামতের শাস্তি অবশিষ্ট রহিয়াছে কারণ উহার আগমন ঘটেনাই। নূহের স্বগোত্রদিগকে কিয়ামতের পূর্বেই দুযখে ঢুকাইবার শাস্তি বরযখের শাস্তি মাত্র। ছুরত-আত্‌তহ্‌রীমে হয্‌রত লুত ও হয্‌রত নূহের বিধর্মী স্ত্রীদের মৃত্যুর সংগে সংগে নরক যন্ত্রণার শাস্তিভোগ করার কথা বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদিগকে বলা-হইল, প্রবেশকারী-দলের সহিত তোমরাও আগুনে প্রবেশ কর,— ১০ আয়ত।

وقيل ادخلا النار مع الداخلين -

তাহাদের কৃতকর্মের এই প্রতিফল যে কিয়ামতের অবধারিত দিবসের নয়, তাহা বলা বাহুল্য, দুযখের এই শাস্তি যে আকারেই হউক, তাহারা মধ্যলোকে ভোগ—করিতেছে।

বর্‌যখে সৎকর্মের প্রতিফল,

ছুরত-আন্‌নহ্‌লে বলা হইয়াছে,—যাহাদিগকে ফেরেশ্‌তাগণ বিশুদ্ধ অবস্থায় মৃত্যুদান করেন, তাহাদিগকে বলিয়া থাকেন, তোমাদের জন্য ছালাম! যাও, তোমরা—পার্থিবজীবনে যেসকল সৎকর্ম সম্পন্ন করিয়াছ, তজ্জন্য স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ কর,—৩১ আয়ত।

الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون

ছুরত-ইয়াছীনে জনৈক স্বজাতিবৎসল সত্যপ্রচারকের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে, তিনি সমস্ত জীবন সত্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সাধনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ শেষে এই অপরাধের জন্যই তাঁহার স্বদেশবাসীরা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল। শাহাদতের সংগে সংগে যখন তিনি বেহেশ্‌তের ন্যামত দ্বারা ভূষিত হইলেন, তখন তিনি আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে তাঁহার স্বজাতীয়গণ যদি তাঁহার গৌরবান্বিত ও উন্নত জীবনের কথা একবার জানিবার সুযোগ—পাইত, তাহাহইলে তাহারাও তাঁহার মতই ঈমান ও মগ্‌ফিরতের দওলতে সমৃদ্ধ হইত। আল্লাহ—বলেন, তাহাকে বলা হইল,— বেহেশ্‌তে প্রবেশ কর! সে বলিয়া উঠিল, হায় আফ্‌ছোছ! আমার—স্বজাতীয়রা যদি—জানিতে পারিত যে, আল্লাহ কিরূপভাবে আমাকে ক্ষমা করিলেন এবং আমাকে সম্মানিত দলের অন্তর্ভুক্ত করিলেন!—২৬ ও ২৭ আয়ত।

قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرلي ربي وجعلني من المكرمين -

বর্ণিত আয়তের সাহায্যে প্রমাণিত হইতেছে যে, উল্লিখিত মযলুম ও শহীদ সত্যপ্রচারক পুনরুত্থানের পূর্বে অর্থাৎ মধ্যলোকেই বেহেশ্‌তী ন্যামৎ ও গৌরবের অধিকারী হইয়াছিলেন। আল্লাহর পথে যাঁহারা মস্তকদান করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের অনুপম স্বর্গীয় জীবনের কথা বিশিষ্ট ভাবেই—কোর্‌আনে উচ্চারিত হইয়াছে। আল্লাহ বলেন,—যাহারা আল্লাহর পথে নিহত হইয়াছে, তাহাদিগকে মৃত কল্পনা করিওনা, বরং তাহারা—জীবন্ত, স্বীয় প্রভুর নিকট হইতে তাহারা আহার্য লাভ করিতেছে, আল্লাহ তাঁহার ফয্‌ল দ্বারা তাহাদিগকে—যাহা দান করিয়াছেন, তাহাতে তাহারা পরম পরিতুষ্ট রহিয়াছে এবং তাহাদের পরবর্তী শহীদ দলের মধ্যে যাহারা তাহাদের সহিত এখনও মিলিত হয়নাই, তাহাদিগকে এই শুভসংবাদ জ্ঞাপন করিতেছে যে, তাহাদের জন্য ভয় ও সন্তাপের কোন কারণ নাই,—আলেইম্‌রান, ১৬৯ আয়ত।

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، بل احياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوابهم من خلفهم ان لاخوف عليهم ولاهم يحزنون-

বর্‌যখের জিজ্ঞাসা,

ছুরত-ইব্‌রাহীমে উক্ত হইয়াছে যে, আল্লাহ—বিশ্বাসপরায়ণদিগকে পার্থিব জীবনে সঠিক উক্তির উপর দৃঢ় রাখিবেন এবং পরবর্তী—জীবনে ... আর ...

يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا و في الاخرة و يضل الله الظالمين

www.ahlehadeethbd.org

অত্যাচারী দলের বিচ্যুতি ঘটাইবেন,—২৭ আয়ত।

বর্ণিত আয়তে যে সঠিক উক্তির কথা বলা হইয়াছে তাহা হইতেছে আল্লাহর তওহীদ এবং হযরত মোহাম্মদ মুছ্তফার (দঃ) রিছালতের প্রতিজ্ঞা। বর্‌যখে মানুষ সর্বপ্রথম এই প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসিত হইবে। আয়তে কথিত 'কওলে-ছাবিত' বা সঠিক উক্তির উল্লিখিত তাৎপর্য স্বয়ং রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র মুখেই উচ্চারিত হইয়াছে। বুখারী বরা বিনে আযিবের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন মর্দে মুমিনকে তাহার কবরে উঠাইয়া বসান হইলে সে সাক্ষ্য দান করিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন প্রভু নাই এবং মোহাম্মদ (দঃ) নিশ্চিত রূপে আল্লাহর রছুল। ইহাই হইল আল্লাহর উক্তির তাৎপর্য যে, আল্লাহ ঈমানদারদিগকে সঠিক উক্তির উপর দৃঢ় রাখিবেন। *

اذا اقعد المؤمن فى قبره اتى' ثم شهد ان لااله الاالله وان محمدا رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت

বুখারী ও মুছলিম প্রভৃতি আনছ বিনে মালিক ও বরাবিনে আযিবের বাচনিক উপরিউক্ত হাদীছ বিস্তৃত ভাবে রেওয়ায়ত করিয়াছেন।— রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—মৃতদেহ — কবরে রক্ষিত হওয়ার পর, তাহার সংগীরা যখন ফিরিয়া যায় এবং মৃত ব্যক্তি তখনো তাহাদের পদধ্বনী শ্রবন করিতে থাকে, সেই সময় দুইজন — ফেরেশ্‌তা তাহার নিকট আগমন করেন এবং তাহাকে উঠাইয়া বসান এবং তাহার রব্ব এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। মৃত ব্যক্তি জিজ্ঞাসিত বিষয়—সমুহের যথোচিত উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হইলে তাহাকে দুযখ ও বেহেশ্‌ত উভয় স্থান প্রদর্শন করা— হয় এবং তাহাকে বলা হয়, তোমার সঠিক জওয়াবের ফলে আল্লাহ তোমার দুযখের স্থানকে বেহেশতে পরিবর্তিত করিয়াছেন। কতাদা বলেন, আমাদের নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, অতঃপর তাহার কবরকে প্রসারিত করিয়া দেওয়া হয় এবং পুনরুত্থানের দিবস পর্যন্ত তাহার— কবরকে শ্যামলা করা হয়। তিরমিযী রেওয়াত করিয়াছেন যে, অতঃপর মৃত ব্যক্তিকে বলা হয় নব-বধুর নিদ্রায় শায়িত থাক।

ان العبد اذا وضع فى قبره وتولى عنه اصحابه وانه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فيقعدانه' فيقولان

قد ابدلك الله له مقعدا من الجنة فيراهما جميعاً

نم كنومة العروس

কিন্তু কাফের ও মুনাফেকের দল জিজ্ঞাসিত বিষয়— অর্থাৎ তওহীদ ও রিছালত সম্পর্কে উত্তর প্রদান — করিতে অক্ষম হইবে বলিয়া লৌহ দণ্ড — দ্বারা তাহাকে এরূপ দুর্দম্য প্রহার করা হইবে যে, মানব ও দানব ব্যতীত প্রহৃত ব্যক্তির — চীৎকার ধ্বনী তাহার নিকটবর্তী অন্য সকলেই শ্রবন করিবে।*

و يضرب بمطارق من حديد ضربة' فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين

বুখারী, মুছলিম ও তিরমিযী প্রভৃতি আবদুল্লাহ বিনে উমরের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন— তোমাদের মধ্যে— কাহারো মৃত্যু ঘটিলে প্রত্যেক প্রভাতে— ও সন্ধ্যায় তাহাকে তাহার প্রকৃত আবাসস্থল প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। যে বেহেশ্‌তী তাহাকে বেহেশ্‌তীদের আর যে দুযখী তাহাকে দুযখীদের স্থান প্রদর্শিত হয়,— তাহাকে বলা হয়—যখন তুমি কিয়ামতে উত্থিত হইবে, তখন তুমি এই স্থান লাভ করিবে। ✝

ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى' ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار فمن اهل النار' فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله الى القيامة ـ

---

* বুখারী (১) ১৮৬ পৃঃ।

* বুখারী (১) ১৫৭ ; মুছলিম (২) ৩৮৬ ; তিরমিযী, জানায়েয, ১৮০ পৃঃ।

✝ বুখারী (১) ১৫৭, মুছলিম (২) ৩৮৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

বর্‌যখের কর্মফল সম্পর্কে আমরা সর্বপ্রথম যে আয়তটী আলে-ফির্‌আওনের শাস্তি সম্পর্কে উধৃত করিয়াছি, উল্লিখিত হাদীছটী তাহার ব্যাখ্যামাত্র। এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, কোর্‌আনে বর্ণিত বর্‌যখের উল্লিখিত প্রতিফল শুধু 'ফির্‌আওনের গোষ্ঠির জন্য সীমাবদ্ধ নয় পক্ষান্তরে প্রত্যেক নর-নারীর সম্মুখে মধ্য-লোকে তাহার কর্মফলের উপযোগী নির্দিষ্ট আবাসস্থল প্রভাতে ও সন্ধ্যায় প্রত্যক্ষীভূত হইবে।

দেহের সহিত আত্মার সম্পর্ক,

কোর্‌আন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা মধ্য-লোকের কর্মফল আমরা অকাট্য ভাবে প্রমাণিত করিয়াছি. যেসকল হাদীছের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সামান্য ধরণেরও আপত্তি উত্থিত হওয়া সম্ভবপর এরূপ শত শত — হাদীছের একটীও উল্লেখ করা হয় নাই। এক্ষণে বর্‌যখে কর্মফল সংঘটিত হইবার বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা— আমাদের আলোচ্য হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তাহার পূর্বে বিকৃতদেহ বা প্রকাশ্যভাবে নিশ্চিহ্ন দেহের— সহিত জীবাত্মার কোনরূপ সম্পর্ক রহিয়া যায় কিনা আমরা সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব, কারণ এই — প্রশ্নের সহিত উপরিউক্ত আলোচনা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত রহিয়াছে।

ইহা অবগত হওয়া আবশ্যক যে, রূহ বা— জীবাত্মাই মূলতঃ সকল প্রকার অনুভূতির ধারক। আমরা যাহাকে সুখ বা দুঃখ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি তাহার বহিপ্রকাশ ইন্দ্রিয়াদিতে পরিলক্ষিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহার উদ্ভবক্ষেত্র হইতেছে রূহ বা জীবাত্মা। জীবিত দেহের সহিত আত্মার যে নিবিড় ও অংগাংগি সম্পর্ক রহিয়াছে, মৃতদেহের সহিত সে সম্পর্ক বিদ্যমান নাথাকিলেও উহা সম্পূর্ণ রূপে বিদূরিত হইয়া যায় না। মৃত্যুরপর জীবাত্মার সহিত দেহের কিরূপ এবং কতটুকু সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, তাহা অভিজ্ঞতার অতীত এবং যেহেতু অভিজ্ঞতাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান অর্জন করার একমাত্র উপায় সুতরাং মৃত্যুর পরপারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মানুষ আজ পর্যন্ত অর্জন করিতে পারে নাই — কি— অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় নাই বলিয়াই কোন বিষয়কে অস্বীকার করাও বৈজ্ঞানিক রীতি নয়। এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, ইহলৌকিক জীবনে রূহকে দেহের উপর প্রাধান্য দান করা হইয়াছে,— উহাকে দেহের উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, প্রত্যেক মুহূর্তে দেহকে পরিচালিত ও সুরক্ষিত করার কর্তব্য রূহের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। জীবন-বায়ু বহির্গত হইবার পর দেহের উপর কর্তৃত্ব করার এবং উহাকে সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব হইতে রূহ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, কিন্তু দেহের সহিত— রূহের সম্পর্কের সবটুকুই ইহা নয়। মুছলমান বিশেষতঃ কোর্‌আন ও হাদীছ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ দার্শনিকগণের যতগুলি উক্তি জীবাত্মা ও দেহের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আমাদের পাঠ করার সুযোগ— ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে যে উক্তিগুলি কোর্‌আন ও ছুন্নতের সহিত সুসমঞ্জস বলিয়া আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি,—

রূহ কোন অবস্থাতেই তাহার দেহের সহিত— সম্পূর্ণ রূপে নিঃসম্পর্ক হয় না, দেহাংশ লক্ষ কোটি অংশে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন অথবা পচিয়া গলিয়া রূপান্তরিত হইলেও নয়। দেহের সহিত রূহের সম্পর্ক পঞ্চবিধ এবং প্রত্যেক পর্যায়ে সম্পর্কের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। প্রথম সম্পর্ক, মাতৃগর্ভে ভ্রূণের মধ্যে যখন জীবনের স্পন্দন প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় সম্পর্ক, মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পরবর্তী — সময়ে। তৃতীয়, নিদ্রাবস্থায় দেহের সহিত রূহের যোগাযোগ— যুক্ত ও অযুক্ত ভাবে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন না হইলেও জাগ্রত অবস্থার ন্যায় নিবিড় নয়।

চতুর্থ, বর্‌যখের সম্পর্ক—এই পর্যায়ে জীবাত্মা— যদিও দেহপিঞ্জর হইতে উড়িয়াগিয়াছে কিন্তু এরূপ বিচ্ছেদ ঘটে নাই যে, দেহের সহিত তাহার সমুদয় সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ছহীহ হাদীছে কথিত হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি তাহার পরিচিত মৃত— ব্যক্তির কবরের কাছে দাঁড়াইয়া ছালাম করিলে আল্লাহ মৃতব্যক্তির দেহে তাহার রূহকে ফিরাইয়া দেন এবং সে জীবিত ব্যক্তির ছালামের জওয়াব দিয়া থাকে।

www.ahlehadeethbd.org

ইমাম ইবনে আবদুল বর ও শয়খুল ইছলাম ইবনে—তয়মিয়হ এই হাদীছকে ছহীহ বলিয়াছেন। এই হাদীছ দ্বারা বিদ্বানগণ যুগপৎ ভাবে দুইটী বিষয়—সাব্যস্ত করিতে চাহিয়াছেন—প্রথমতঃ কোন অবস্থাতেই মৃতদেহের সহিত তাহার রূহের সম্পর্ক সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন না হওয়া, দ্বিতীয়তঃ এই সামন্নিক বা সূক্ষ্ম সম্পর্ক দ্বারা কিয়ামতের পূর্বে দেহের পুনর্জীবন—লাভ না করা।

পঞ্চম, পুনরুত্থান দিবসে দেহের সহিত রূহের সম্পর্ক। উল্লিখিত পঞ্চবিধ সম্পর্কের মধ্যে শেষোক্ত সম্পর্কই সর্বাপেক্ষা পূর্ণাংগ। ইহার তুলনায় অন্যান্য সম্পর্কের বিশেষ কোন মূল্যই নাই, এই সম্পর্কের ফলে দেহ চিরজীবী ও অক্ষয় হইবে, মৃত্যু, জরা, নিদ্রা ও অন্য কোনরূপ বিকৃতি দেহকে আর স্পর্শ করিতে পারিবেনা।

ফলকথা মৃত্যুর পর এবং পুনরুত্থানের (বঅছ) পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত মধ্যলোক বা বরযখে দেহের সহিত জীবাত্মার সম্পর্ক সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন হয়না, সুতরাং যুক্তিবাদীদের এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক যে, বরযখের প্রতিফল কেবল রূহের সহিত সম্পর্কিত এবং কবরের শাস্তি বা পুরস্কার কাল্পনিক উপাখ্যান মাত্র। মধ্যলোকের প্রতিফল কাল্পনিক ব্যাপার নয়, পক্ষান্তরে উহা অভ্রান্ত ও নিশ্চিত। জড় জগতের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়াই অতঃপর আমরা ইহা সাব্যস্ত করিতে সচেষ্ট হইব।

শহীদ লিয়াকত আলী প্রয়াণে

মুর্শেদ মুর্শিদাবাদী

কেন ঝ'রে পড়ে ফুটিতে ফুটিতে রহে নাক শাখা পর,
সকলের আগে মাটিতে লুটায় যে কুসুম সুন্দর?
যে যাহারে চায় বেশী দিন তারে ধরিয়া রাখিতে নারে,
অল্প সময়ে স'রে পড়ে সে যে, ফাঁকি দিয়া যায় তারে।
পূর্ণ শশীও আকাশের ভালে এক নিশিভর রয়
'ছোব্‌হে ছাদেক' পূবাকাশ প্রান্তে ক্ষণিকে উদয় হয়।
দেখিতে দেখিতে মধ্যাহ্ন গগণে সূর্য চলিয়া যায়,
প্রাতঃ-সমীরণ বেশীক্ষণ ধ'রে বহে নাক সেও হায়।
মরা গাঙ্গে ভাকে জোয়ারের বান অকস্মাৎ কোথা থেকে,
আবার হঠাৎ ভাটা এসে তারে নিয়ে যায় কোন দিকে।
অতি আদরের সন্তানে মাতা বুক মাঝে চেপে ধ'রে
রাখিতে পারে না; একদিন সেও কোল্ হ'তে যায় স'রে।

পাকিস্তানের লায়েক ছেলে সে লিয়াকত কেন রবে?
তার মত যত সন্তান ছিল ঐ রূপে গেছে সবে।

www.ahlehadeethbd.org

যার দ্বারা হলো এলাহী রাজের বুনিয়াদ শক্ত
সে ফারুক (রঃ)ও দিল আততায়ী হাতে হৃদয়ের রক্ত।
'জ্ঞানের দরজা' খয়বর জয়ী শেরে খোদা হায়দার
আততায়ী হাতে শাহাদত লাভ ভাগ্যে হইল তার।
এই মোহার্‌রমে, এ মাসে একদা শিমারের খঞ্জর
হোছাইনের খুনে লাল করেছিল কারবালা প্রান্তর।

খাঁটী মোজাহিদ অমর শহীদ যুবক সিরাজ বীর
ঘাতকের হাতে জাতির লাগিয়া সে দিন যে দিল শির,
দীনের শাসন-বিধান জারীর হৃদয়ে বাসনা নিয়ে
শহীদ টিপুও অমর হয়েছে শাহাদত খুন পিয়ে।

একদা হেথায় ঝাণ্ডা গাড়িতে হুকুমতে-এলাহীর
বহাইয়া ছিল কলিজার খুন কত মোজাহিদ বীর।
ঐ সে সীমান্ত যে সীমান্ত প্রান্তে আল্লামা ইছমাঈল
আমীর আহ্‌মদ (রঃ) সহ দিয়াছেন একদিন জান্ দিল্।

পাকিস্তানের প্রথম শহীদ বীর লিয়াকত ভাই
জাতির লাগিয়া প্রাণ-বলি দিল নমুনা স্বরূপ ভাই।
শোক বেদনাকে ভুলিয়া সকলে আসি ঐ পথ ধর,
রণ-তকবীরে কম্পিত হোক অরিকুল থর থর।

ইছলাম চায় কলিজার খুন, আল্লাহ যে তাতে রাজী,
প্রকৃত মোমিন শাহাদত চায় কিংবা হইতে গাজী—।

www.ahlehadeethbd.org

সিল্‌হেটের পীর হয্‌রত শাহ্‌জলাল

ডক্‌টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, এম·এ, বি·এল,
(ক্যাল) ডি·লিট্‌, (প্যারিস)

যে সমস্ত আওলিয়ার পাকদমের বরকতে পূর্ব-বাঙ্গালা পাকিস্তান হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে হয্‌রত শাহজলাল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পীরের খাদিমগণ তাঁহাকে ইয়ামনী (ইয়ামন দেশীয়) বলেন এবং মনে করেন যে তিনি বিখ্যাত পীর জালালুদ্দীন তব্‌রেযী হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। তাঁহাদের সম্বল প্রচলিত কিংবদন্তী। "সুহায়ল-ই-ইয়ামন" (১৮৫৯ ইং সালে রচিত) পুস্তকে কিংবদন্তীমূলক জীবনী লিখিত হইয়াছে। Dr. J. Wise সাহেব এশিয়াটিক সোসাইটী অব বেংগালের ৪২ সংখ্যক পত্রিকায় (২৭৮ হইতে ২৮১ পৃষ্ঠা, ১৮৭৩ ইং সাল) "সুহায়ল-ই-ইয়ামন"—এর যে সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত দিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম নীচে লিখিতেছি।

শাহজলালের পৈতৃক বাসস্থান আরবের ইয়ামন প্রদেশ। তাঁহারা কুরায়শ বংশীয় ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম মুহম্মদ, পিতামহের নাম ইব্রাহীম। তাঁহার বাল্যকালে পিতা ও মাতা পরলোক গমন করেন। শৈশবে তাঁহার মামু সৈয়িদ আহমদ কবীর সুহ্‌রাওয়ার্দী তাঁহাকে পুত্র নির্বিশেষে লালন পালন করেন। সৈয়িদ আহমদ কবীরের পীর ও ওস্তাদ ছিলেন শাহ্‌ জালালুদ্দীন বুখারী।

শাহজলাল পীরের আদেশে সফরে রওয়ানা—হন। পীর সাহেব তাঁহাকে এক মুঠা মাটি দিয়া—বলেন, যেখানে এই মাটির মতো রং ও স্বাদের মাটি পাওয়া যাইবে, সেখানে যেন তিনি বসবাস করেন। তিনি নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে দিল্লী আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে পীর নিযামুদ্দীন আওলিয়া তাঁহার কেরামত দেখিয়া তাঁহাকে সসম্মানে গ্রহণ—করেন। বিদায়কালে তিনি শাহজালালকে এক জোড়া কাল কবুতর উপহার দেন।

এই সময়ে সিল্‌হেটের ঢোল টকর মহল্লায় শায়খ বুরহানুদ্দীন নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মানত করিয়াছিলেন যে যদি তাঁহার পুত্র সন্তান হয়, তবে তিনি একটী গরু কোরবানী করিবেন। তিনি মানত আদায়ের জন্য একটি গরু যবেহ করিলে, কাকে এক খণ্ড মাংস লইয়া এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে গিয়া ফেলে। ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া সিল্‌হেটের রাজা গৌরগোবিন্দের নিকট নালিশ করে। রাজা বুরহানুদ্দীনের ডাহিন হাত কাটিয়া দেন এবং শিশুটিকে হত্যা করেন।

বুরহানুদ্দীন গৌড়ের বাদশাহের নিকট গিয়া—নালিশ করেন। তিনি আপন ভাগিনেয় সুলতান—সিকন্দরকে সসৈন্যে ব্রহ্মপুত্র ও সোনারগাঁওয়ের—অভিমুখে যাত্রা করিতে আদেশ দেন। প্রথমে গৌর-গোবিন্দের সহিত যুদ্ধে সুলতান সিকন্দর পরাজিত হন। তখন বাদশাহ তাঁহার সাহায্যের জন্য নসীরুদ্দীন সিপাহ্‌সালারকে একদল সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। সুলতান সিকন্দর ও নসীরুদ্দীন শাহ্‌ জালালের—সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি ৩৬০ জন সহচর পীর-দের লইয়া তাঁহাদের সৈন্যদলে যোগদান করেন।—গৌর গোবিন্দ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করেন। শাহজলাল চিরকুমার (মুজার্রিদ) ছিলেন। তিনি ৬২ বৎসর বয়সে "কালিচান্দের" ১০ শে তারিখে ৫৯১ হিঃ সালে সিলহেটে এন্তেকাল করেন।

Dr. Wise মন্তব্য করেন যে এই বৃত্তান্তের সাল তারিখে গোলযোগ আছে। নিযামুদ্দীন আওলিয়ার মৃত্যু হয় ৭২৫ হিজরীতে, অথচ শাহজলাল, যাঁহার মৃত্যু ৫৯১ হিজরীতে হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে,—নিযামুদ্দীন আওলিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

Dr. Wise যে "সুহয়ল-ই-ইয়ামনের" বৃত্তান্ত—উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে অধিকন্তু আছে যে শাহ্‌-জলাল ৫৬১ হিঃ সালে (১১৬৬ ইং) সিলহেটে আগ·

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মন করেন এবং সেখানে ৩০ বৎসর বাসের পর—দেহত্যাগ করেন। (মুফ্‌তী আয্‌হারুদ্দীন আহ্‌মদ প্রণীত History of shah Jalal দ্রষ্টব্য)

Dr. Wise "যিলকদ মাসকে "কলিচাদ" পড়িয়াছেন এবং শাহজলালের পিতার নাম মুহম্মদ পড়িয়াছেন। আমরা দেখাইব যে "সুহয়ল-ই-ইয়ামনের" বৃত্তান্ত সত্যাসত্য মিশ্রিত জন প্রবাদমাত্র, তাহার উপর কোনও ঐতিহাসিক নির্ভর করিতে পারেননা।

প্রথম কথা শাহজলাল যে ইয়ামনী ছিলেন—ইহার কোন প্রমাণ নাই। হুসয়ন শাহের সময়ে ৯১১ হিঃ সালের সিলহেটের প্রস্তর লিপিতে তাঁহাকে "শয়খ জালাল মুজর্রিদ কুন্‌য়ায়ী كنيايى বলা হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয় যে তিনি আদিতে কুন্‌য়া নিবাসী ছিলেন। ইয়ামনে কুন্‌য়া (বা কিন্‌য়া) সহরের অস্তিত্ব এ পর্যন্ত প্রমাণিত হয় নাই। কলিকাতাস্থিত এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের "গুলযারে আবরার" নামক হস্ত লিখিত ফার্সী পুস্তকের ২৫৯ পৃষ্ঠায় পীর শাহজলাল সম্বন্ধে যে বৃত্তান্ত দেখা যায় তাহাতে আমরা পাই যে জালালুদ্দীন মজর্রদ তুরস্তানী জাত বাংগালী ছিলেন। তিনি সুলতান সৈয়দ আহমদ রিফুভীর খলীফা ছিলেন। তিনি সুবা-বাংলার সিরহয (সিলহেট) সহরে ৩৬০ জন সঙ্গীসহ ইছলাম—প্রচারের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হন। সেখানকার রাজা গুরুগোবিন্দের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। তাঁহাকে—পরাজিত করিয়া তিনি ঐ স্থান অধিকার করেন এবং তাঁহার ৩৬০ জন সহচরের মধ্যে তাহা বণ্টন করিয়াদেন। এই পুস্তকখানি খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে লিখিত। ইহাতে আমরা দেখিতেছি যে পীর শাহজলালকে তুর্কস্তানী বলা হইতেছে। আমার মনে হয় যে, প্রস্তরলিপিতে তাঁহাকে যে কুন্‌য়ায়ী كنيايى বলা হইয়াছে, তাহার প্রকৃত পাঠ তুর্কস্তানী (تركستانى) হইবে। যাহা হউক তিনি যে ইয়ামানী নন ইহা নিশ্চিত।

বলা হইয়াছে তাঁহার মাতুল ও পীর ছিলেন—সৈয়িদ আহমদ কবীর। ইঁহার পিতা ছিলেন সৈয়িদ জালালুদ্দীন সুরখ বুখারী, জন্ম ৫৯৫হিঃ সালে। তিনি শাহজালালের নানা। আরো বলা হইয়াছে যে—শাহজলাল ৫৯১ হিঃ সালে এন্তেকাল করেন। অর্থাৎ নাতির মৃত্যুর পর নানার জন্ম হইয়াছিল !!!

৯১৮ হিঃ সালের হুসয়ন শাহের আমলের এক খানি প্রস্তর লিপিতে পাওয়া যায় যে ৭০৩ হিঃ (১৩০৩ খ্রীঃ) সালে সুলতান ফিরোয শাহ দেহলভীর আমলে মুহম্মদের পুত্র শয়খ জলাল মুজর্রিদের আধ্যাত্মিক—শক্তির সাহায্যে সিকন্দর খান গাযী কর্তৃক সর্বপ্রথম শ্রীহট্টে মুছলমান বিজয় হয়। (J. R. A. S. B ১৯২২, পৃষ্ঠা ৪১৩) অতএব ৫৬১ হিঃ সালে সিল্‌হেট বিজয় এবং তৎপরে শাহজলালের তথায় আগমন—অসম্ভব।

বস্তুতঃ শাহজলালের যে মৃত্যু সন (৫৯১ হিঃ—১১৯৪ ইং) দেওয়া হইয়াছে, তখন বাংলা দেশে মুছলিম অভিযানই হয় নাই।

ডক্টর ওয়াইযের বর্ণনানুসারে "সুহায়ল-ই-ইয়ামনে র মতে শাহজলালের পিতার নাম মুহম্মদ,—কিন্তু সম্প্রতি পরলোকগত মুফ্‌তী আয্‌হারুদ্দীন—আহমদ সাহেবের মতে "সুহায়ল-ই-ইয়ামনে" তাঁহার পিতার নাম মাহমূদ (মুহম্মদ নহে)। কিন্তু পূর্বোক্ত ৯১৮ হিজরীর প্রস্তরলিপিতে তাঁহার পিতার নাম মুহম্মদ লেখা হইয়াছে। যাহা হউক 'সুহায়ল-ই-ইয়ামন' যে একটি অবিশ্বাস্য কিংবদন্তীমূলক পুস্তক তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। মুফতী আয্‌হারুদ্দীন—আহমদ সাহেবও এই রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ইবনে বতুতা ৭৪৭ হিজরীতে (১৩৪৬-৪৭ খ্রীঃ) কামরূপে জলাললুদ্দীন তবরিযীর দর্শন লাভ করেন। লিপিকর প্রমাদে তবরিযী অন্যস্থলে শীরাযী হইয়াছে। সুফীগণের জীবন-চরিতে শিরাযী কিংবা ইয়ামানী কোনও শাহ জালালুদ্দীনের উল্লেখ নাই। সুতরাং আমরা ইব্‌নে বতুতার সাক্ষাৎকৃত শয়খ জালালুদ্দীন তাব্‌রিযীকে সিলহেটের শাহজলাল মনে করি।—বলাবাহুল্য সেকালে সিল্‌হেট কামরূপের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা পূর্বোল্লিখিত মুফ্‌তী সাহেব স্বীকার—করিয়াছেন (শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতিঃ-পৃঃ ৩৯) যাঁহারা সিল্‌হটের শাহজলালকে ইব্‌নে বতুতার শয়খ জালালুদ্দীন তাব্‌রিযী হইতে পৃথক মনে করেন, তাঁহাদের

www.ahlehadeethbd.org

সোভিয়েট রাশিয়ার নব-নৈতিকতা ও নারী-স্বাধীনতা

মোহাম্মদ আবদুর রহমান, বি-এ, বি-টি।

(৩)

সূচনা—

আমরা এ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক দেশ-সমূহের প্রচলিত নারী স্বাধীনতা ও উহার পরিণাম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এবার কম্যুনিস্ট রাশিয়ার নারী স্বাধীনতা ও নারী-প্রগতির পরিচয়দানের — প্রয়াস পাইব।

রাশিয়ার নারী স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে হইলে—ধর্ম্ম নৈতিকতা, পাপপুণ্য, বিবাহ ও পরিবার-প্রথা সম্বন্ধে কম্যুনিস্ট মতবাদগুলি অগ্রে জানিয়া রাখা আবশ্যক।

কম্যুনিস্ট চোখে ধর্ম্ম—

দেখা যাক্ কম্যুনিজ্‌মের উদ্ভাবক মার্কস ও— এঙ্গেল্‌স্ এবং উহার প্রতিষ্ঠাতা লেনিন ও ষ্ট্যালিন ধর্ম্ম সম্বন্ধে কি বলেন। মার্কস ও এঙ্গেল্‌স্ তাঁহাদের—

(৫১৫ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

যুক্তি এই যে সিল্‌হেটের শাহ জলাল ৭৪৩ হিজরীতে এন্তেকাল করেন; কিন্তু ইব্‌নে বতুতার শয়খ জালা-লুদ্দীন ৭৪৮ হিজরীতে দেহত্যাগ করেন। আরো বলা হয় যে "খযীনতুল আসফিয়া"র মতে জলালুদ্দীন তব্‌রেযীর ওফাত ৬৪২ হিজরীতে (১২৪৪ খ্রীঃ অব্দে) হইয়াছে। আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, জলা লুদ্দীন তব্‌রেযীর মৃত্যুর তারিখ ইব্‌নে বতূতা ব্যতীত কেহই নিশ্চিত রূপে স্থির করিতে পারেন নাই।

একমতে জলালুদ্দীন তব্‌রেযীর মৃত্যুর তারিখ নিম্নলিখিত বাক্যে পাওয়া যায়—

جلال الدین جلال الله جلال عارفان بود

ইহা হইতে আবজদের হিসাবে ৭৩৮ হিজরী হয়— (১৩৩৭-৩৮ খ্রীঃ) Stapleton, Memoirs of Gaur and Pandua, PP 99, 100)

১০৮৪ হিজরীর চাঁদ খাঁর প্রস্তর লিপি (যাহা জলালুদ্দীন তবরেযীর গৌড়স্থিত আস্তানার উপর — লিখিত আছে তাহাতে তাঁহার মৃত্যুর তারিখ আছে—

ساکن اوج جنت والا

ইহা হইতে ৬৩২ হিজরী (১২৩৪-৩৫ খ্রীঃ) হয়। "তয্‌-কিরা-ই-আউলিয়া ই-হিন্দ ও পাকিস্তান" তাঁহার— মৃত্যসন ৬২২ হিজরী (১২২৫ খ্রীষ্টাব্দ) বলিয়া লিখি-য়াছেন। ডক্‌টর মুহম্মদ এনামুল হক তাঁহার পূর্ব— পাকিস্তানে ইসলাম' (পৃঃ ৩৪) গ্রন্থে এই তারিখ গ্রহণ করিয়াছেন। মুফ্‌তী আযহারুদ্দীন আহ্‌মদ বলেন যে সিল্‌হেটের শাহ জলালের মৃত্যুসন—

شاه جلال مجرد قلب بود

ইহা হইতে ৭৪০ হিঃ (১৩৩৯-৪০ খ্রীঃ) পাওয়া যায়। কিন্তু আমি বিবেচনা করি যে ইহাও শাহজলালু-দ্দীন তবরেযীর মৃত্যুর একটি ভুল তারিখ। তথা কথিত শাহজলাল ইয়ামনীর সহিত ইহার কোনও সংশ্রব নাই।

দেখা যাইতেছে জলালুদ্দীন তব্‌রেযীর মৃত্যুর তারিখ ইবনেবতূতা ব্যতীত সকলে কেবল শোনা— কথার উপর বিশ্বাস করিয়া লিখিয়াছেন। সুতরাং ইহার উপর নির্ভর করিয়া শাহজলালুদ্দীন তব্‌রে-যীকে সিলহেটের শাহজলাল হইতে পৃথক মনে করা ভুল। অন্ততঃ পক্ষে ইহা নিশ্চিত যে ইব্‌নেবতূতা সিল্‌হটে শাহজলালের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার এন্তেকাল ৭৪৮ হিজরিতে (১৩৪৭-৪৮ খ্রীঃ) অব্দে হয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যুক্তভাবে লিখিত কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টোতে বলেন, * এপর্য্যন্ত সমাজ ব্যবস্থার যে ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেছে শ্রেণী সংগ্রামেরই ইতিহাস। তাহাদের মতে সমাজে দুই শ্রেণীর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথম বুর্জুয়া বা শোষক শ্রেণী, দ্বিতীয় প্রলেটারিয়েট বা নিগৃহীত শ্রেণী। বুর্জুয়ার দল নানা উপায়ে শক্তি অর্জ্জন পূর্ব্বক বিচিত্র রকমে দুর্ব্বলকে নির্য্যাতন ও শোষণ করিয়া আসিতেছে। সৃষ্টিকর্ত্তার আবিষ্কার এবং পাপপুণ্যের কাহিনী কায়েমী স্বার্থবাদীদের—একটা মস্ত বড় ভাঁওতা মাত্র। ধর্ম্ম ও নৈতিকতার আবরণ শোষণের এক সুকৌশল অস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। অন্যত্র মার্কস আরও পরিস্কার করিয়া বলেন, It is not religion that creates man but man who creates religion. Religion is the groan of the down trodden creature—it is the opium অর্থাৎ ধর্ম্ম মানুষকে সৃষ্টি করেনাই, মানুষই ধর্ম্মকে তাহার কল্পনায় সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। ধর্ম্ম পদদলিত মানব গোষ্ঠির মূর্ত্তিমান আর্ত্তনাদ, উহা আফিম স্বরূপ। † এঙ্গেলস্ বলেন, "প্রকৃতিক গতিধারাকে অপ্রাকৃতিক শক্তি সুষমায় মণ্ডিত করাই ধর্ম্মের কাজ, ইহাই প্রত্যেক ধর্ম্মের আসল প্রতিচ্ছবি" মার্কসের ধর্ম্মীয় মতবাদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেনিন বলেন— 'ধর্ম্ম মানুষের জন্য আফিম স্বরূপ' মার্কসের এই উক্তিই ধর্ম্ম বিষয়ে মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তিভূমি। স্ট্যালিন বলেন, কম্যুনিস্ট পার্টি ধর্ম্ম বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকিতে পারে না।.....কারণ পার্টি বিজ্ঞানের পূর্ণ সমর্থক আর ধর্ম্ম সোজাসুজি উহার বিপরীতমুখী। ‡ ধর্ম্ম সম্বন্ধে কম্যুনিস্ট নেতাদের আরও অনুরূপ বহু মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, বাহুল্য বিবেচনায় উহা পরিত্যক্ত হইল। ফলকথা যে, এই মতবাদের ফলে আজ রাশিয়ায় ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা ও আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাস জাগ্রত শক্তিরূপে বিরাজমান। ধর্ম্ম বিশ্বাসী কোন লোকের পক্ষে কম্যুনিস্ট পার্টির মেম্বর হওয়ার উপায় নাই।

সোভিয়েট দেশে ধর্ম্ম বিধ্বংসী কার্যকলাপ :—

কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দ শুধু ধর্ম্মবিরোধী বুলি আওড়াইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহারা ধর্ম্মকে ও ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান গুলিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলার জন্য চেষ্টার ত্রুটী করেনাই। সুশৃঙ্খল কর্ম্মপদ্ধতি অনুযায়ী সমস্ত ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। প্রার্থনায় যে সময় অপব্যয়িত হয় তাহা শস্যোৎপাদন কাজে ব্যবহারের জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়। ধর্ম্ম বিরোধী মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া নানারূপ চার্ট ও চিত্রাদির সাহায্যে প্রাকৃতিক ঘটনাপুঞ্জের দ্বারা ধর্ম্মীয়—ব্যাখ্যার অসারতা এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রামাণিকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝানর পুরাদস্তর চেষ্টা হয়। দেশের ভিতর আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাসীদের "Union of—the Godless" নামে একটী সমিতি গঠিত হয়। সরকার উহাতে কার্য্যকরী ভাবে সমর্থন জ্ঞাপন ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ১৯২৯ খৃঃ উন্নয়ন মূলক পঞ্চশালা পরিকল্পনায় অন্যান্য বিষয়ের সহিত স্বয়ং সোভিয়েট সরকার ধর্ম্মের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত অভিযান শুরু—করিয়া দেয়। পূর্ব্বের গঠনতন্ত্রে ধর্ম্মের পক্ষে এবং বিরুদ্ধে প্রচার প্রপাগাণ্ডা পরিচালনার উভয়বিধ—অধিকারই স্বীকৃত হইয়াছিল কিন্তু ১৯২৯ সনের এপ্রিল হইতে ধর্ম্মীয় প্রপাগাণ্ডা নিষিদ্ধ হইয়া যায় অথচ ধর্ম্ম বিরোধী প্রচারণার দ্বার উন্মুক্ত রাখা হয়। চার্চ কর্তৃক সমবায় সমিতি গঠন, স্বাস্থ্য সম্পর্কে—সাহায্য প্রদান, পাঠাগার পরিচালনা, ছেলেদের খেলা ধূলার ব্যবস্থাপনা এবং সকলপ্রকার সমাজিক কার্য্যতৎপরতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ছাত্রদের পাঠ্য তালিকা হইতে ধর্ম্মীয় শিক্ষার সর্ব্বশেষ চিহ্ন দূর করা হয়, কয়েক বৎসর পর ধর্ম্মবিরোধী শিক্ষা পাঠ্য—তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ভাবে শিক্ষার নিম্নতম হইতে উচ্চতম স্তর পর্য্যন্ত ছাত্রদের হৃদয়পটে ধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাসের ভাবকে সহস্র উপায়ে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়ার চেষ্টা হয়। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আল্লার অস্তিত্বে অবিশ্বাস, কল্পিত সৃষ্টিকর্ত্তার উপর ঠাট্টাবিদ্রূপ ধর্ম্মের উপর অযথা আক্রমণ প্রভৃতি—

* কার্ল মার্কাস—মন্মথনাথ সরকার ১০৮ পৃঃ।
† Mauris Hindus—Mother Russia, Page 212.
‡ Mauris Hindus—Mother Russia Page, 213

www.ahlehadeethbd.org

একটা সাধারণ রেওয়াজে পরিণত হইয়া যায়। গীর্জ্জাসমূহ রিডিং রুম কিম্বা অনুরূপ অন্য কিছুতে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে এবং ধর্ম্ম যাজকগণ নানা—ছুতা অছিলায় সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হন। ফ মুছলিম অধ্যুসিত মধ্য এশিয়ার সোভিয়েট প্রদেশগুলির অসংখ্য মস্‌জিদ ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত হয়।

নব নৈতিকতা—

কম্যুনিস্ট রাশিয়ায় উহার লা-দীনি আদর্শের সহিত মিল রাখিয়া নৈতিকতার নবনীতি গঠিত হইয়াছে। কম্যুনিস্ট দর্শনে উর্দ্ধ হইতে নির্দ্ধারিত অতিমানবীয় নির্দ্দেশে ও অবিনশ্বর বিধানের কোন—স্বীকৃতি নাই। বিশ্বের প্রচলিত নৈতিকতা সম্বন্ধে কম্যুনিস্টদের অভিমত এইযে, মানব ইতিহাসের—সুদীর্ঘ জীবন পথে অগ্রগতির বিভিন্ন ধাপে যুগের চাহিদা অনুসারে অথবা ক্ষমতা গর্ব্বিত ব্যক্তি বা শ্রেণীর স্বার্থ প্রযুক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির মতলবে যে নিয়ম বা নীতি প্রবর্ত্তিত করা হয় তাহাই অবশেষে ঐশ্বরিক নির্দ্দেশ বা নৈতিক বিধানের ছাপ সংযুক্ত হইয়া—জন-সমাজে প্রচলিত হইয়া যায়। মানব-জীবনের পরবর্ত্তী ধাপে উন্নতির স্তরে স্তরে উহার সংশোধন ও সংস্কারের তীব্রপ্রয়োজন অনুভূত হওয়া স্বত্ত্বেও প্রতিক্রিয়াপন্থী ও স্বার্থান্বেষী নেতৃবৃন্দের রক্ষণশীল মনোবৃত্তির জন্যই ঐ অনড় ব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তন সাধন সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। নিপীড়িত জনগণের উপর উহা ভীষণতম অভিশাপরূপে চাপিয়া আছে। তাই কম্যুনিস্ট সরকার প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থা ও নৈতিক বিধান ও নীতি সমূহ শিকড়—সমেত উপড়াইয়া ফেলিতে চায়। সুতরাং উর্দ্ধে অবস্থিত, কল্পিত (?) ভাগ্যবিধাতা এবং বিধান দাতাকেই তাহারা সর্ব্বপ্রথম অস্বীকার করে। মৃত্যুর পর কৃতকর্ম্মের জওয়াব দীহির জন্য আবার উত্থান—করিতে হইবে--ইহা অবিশ্বাস করে—সুতরাং পাপ এবং পুণ্য এই দুই বস্তুকে স্বার্থান্বেষী পুরোহিতদের আবিষ্কাররূপে কল্পনা করে। কোন্ কাজটি ন্যায় এবং কোনটি অন্যায় তাহা জানিবার জন্য মানব সমাজের বাহিরে অন্য কোথাও অনুসন্ধানের কার্য্যকে তাহারা প্রতারণা মনে করিয়া থাকে। লেনিন—বলেন, Morality derived from outside of human socieity do not exist, it is merely a deception. প্রত্যেক কাজকে উহার প্রত্যক্ষফল দ্বারা তাহারা বিচার করিতে চাহে। নূতন শ্রেণীহীন সমাজের নব লক্ষ্যের পথে পৌছিতে যে কার্য্য যে পদ্ধতি—সহায়ক হইবে তাহাই হইবে তাহাদের দৃষ্টিতে—'ন্যায়', আর যে কাজ উক্ত লক্ষ্যের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে, অথবা বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিতে অশুভকর বিবেচিত হইবে তাহাই হইবে 'অন্যায়'। *

নবনীতির পরিণাম—

এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারিত এবং নব নৈতিকতার এই আদর্শ জনসমাজে উত্থাপিত এবং সরকারী শক্তির মাধ্যমে প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফল কি হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। যে সমাজ ব্যবস্থায় আল্লাহ নাই, পরকাল নাই, পাপ এবং পুণ্য বলিয়া কোন—কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই, যেখানে ন্যায় ও অন্যায় প্রত্যক্ষ ভাবে বস্তুতান্ত্রিক লাভালাভের আপেক্ষিক মূল্য বোধের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় সেখানে সনাতন সমাজ ব্যবস্থার যাবতীয় নৈতিক বাঁধন কষণ কি এক মুহূর্ত্তের জন্যও টিকিয়া থাকিতে পারে? সত্যই তাহা টিকে নাই। নীতিহীনতার দিগন্তব্যাপী ছয়লাবে—রুষীয় সমাজ জীবনকে তাই আজ হাবুডুবু খাইতে দেখিতে পাই।

বক্ষমান প্রবন্ধে আমরা এই ব্যাপক নীতিহীনতার সবদিক আলোচনায় অগ্রসর হইব না। আমরা শুধু আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট নর-নারীর মিলন সম্পর্কে নব প্রবর্ত্তিত নীতির প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল বিচার করিয়া দেখিব মাত্র।

নব-নীতি ও যৌনমিলন—

ক্ষুধার ন্যায় নর-নারীর যৌন মিলনাকাঙ্খা—মনুষ্য জাতির একটি সহজাত বৃত্তি (instinct)। অন্যান্য জীবের ন্যায় বংশ রক্ষার জন্য মানুষের দেহের অভ্যন্তরে, তাহার অস্থি ও মজ্জায় এই যৌনক্ষুধাকে জাগ্রত

ফ Russia by Leonard Barnes Page 161—170

* Russia To-day by sher wood Eddy chapter VIII The New Morality.

www.ahlehadeethbd.org

রাখা বিশ্ববিধানের অমোঘ ধর্ম্ম, প্রকৃতির শাশ্বত নীতি। এই ধর্ম্ম, এই নীতি চিরন্তন ও অপরিবর্ত্তনীয়। কিন্তু দেহের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও আভ্যন্তরীন স্বয়ংক্রিয় কার্য্য-ধারার সুশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য যেমন খাদ্য বস্তুর নির্ব্বাচনে বাছবিচারের প্রয়োজন হয় তেমনই — সমাজ দেহের স্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সভ্য মানুষকেও নর-নারীর মিলন বিষয়ে কতকগুলি নিয়ম কানুন মানিয়া চলিতে হয়। যখন সে এই নিয়মগুলি মানিয়া চলে তখন সভ্যমানুষ রূপে আখ্যাত হয় আর যখন নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠে, তখন মানবত্বের সীমারেখা অতিক্রম করিয়া বর্ব্বরতা ও পশুত্বের স্তরে নামিয়া আসে। নর-নারীর মিলনকে নিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টির আদিযুগ হইতে বিবাহের নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে, ইহা দ্বারা এক দিকে যেমন সমাজ অরাজকতা মুক্ত, সুশান্ত ও সুশৃঙ্খল নিয়মকানুনের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় অন্য দিকে তেমনই ব্যক্তির নিঃসঙ্গ একক জীবনে আপনার প্রাণ-প্রিয় বহুর আভির্ভাব ঘটে এবং পারিবারিক সুখ শান্তির অমিয় ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে, জীবন আনন্দ ও তৃপ্তি, শান্তি ও সুষমার মাধুর্য্যে মহিমান্বিত হইয়া উঠে। এই জন্যই যৌনমিলন, সন্তান উৎপাদন ও সুমধুর পারিবারিক জীবন যাপনের একমাত্র বৈধ ও সার্থক উপায় রূপে বিবাহ সর্ব্ব যুগে ও সর্ব্বদেশে সার্ব্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করিয়া আসিয়াছে। এই জন্যই বিবাহ বন্ধনের বাহিরে যত্রতত্র মিলন ঘটিলে উহাকে সর্ব্বস্বীকৃত নিয়মের ব্যতিক্রম হিসাবে ব্যভিচার নাম দেওয়া হইয়াছে এবং পৃথিবীর প্রচলিত সমস্ত ধর্ম্মেই ব্যভিচারের প্রায়শ্চিত্য স্বরূপ ভীষণ পারলৌকিক—শাস্তির বিধান উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে নীতির উপর রুষীয় সমাজবাদের বুনিয়াদ্ প্রতিষ্ঠিত সেখানে কৃতকর্ম্মের বিচারকের আসন ধূল্য-বলুণ্ঠিত, ধর্ম্ম সুবিধবাদী স্বার্থান্বেষীদের ভণ্ড কারসাজি রূপে কথিত আর পারলৌকিক শাস্তি কল্পরাজ্যের — অশ্বডিম্ব রূপে উপহসিত! সাক্ষাৎ লাভালাভের তৌল-দণ্ডে সমস্ত কার্য্যের ভাল ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায়ের বন্ধনের বাহিরে নর-নারীর যৌনমিলন ঘটিলে — সেখানে কেহ উহাকে অন্যায় মনে করেনা, যদি না উহা দ্বারা সমাজ বা রাষ্ট্রের অথবা ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতির কারণ ঘটে, উহাকে পাপ মনে করা এবং পার-লৌকিক প্রায়শ্চিত্যের জন্য ভীত হওয়া এসব তো প্রশ্নের সম্পূর্ণ বাহিরে।

এসব উক্তি যে কল্পনা বিলাসীর স্বপ্ন খেয়াল নহে বরং বাস্তব সত্য, প্রমাণ সহ উহার কিছু কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত পেশ করা হইতেছে।

যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার নমিরূ—

রুশ বিপ্লবে সাফল্য লাভের পর কম্যুনিস্ট কর্ম্মী যুবক ও যুবতীর দল বিজয়োল্লাসে আত্মহারা হইয়া শুধু পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা এবং শোষন ও নির্য্যা-তনের আখড়া গুলিই ভাঙ্গিয়া ফেলেনা, নৈতি-কতার বাঁধগুলি সমস্তই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মিছমার— করিয়া যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার ফেনিল বান ডাকিয়া আনে এবং উন্মত্ত আহ্লাদে উহার ক্রমবর্দ্ধমান স্রোত ধারায় নিজদিগকে ভাসাইয়া দেয়। উহার অপরি-হার্য্য পরিণতি স্বরূপ বিপ্লবের পর পরই অল্পবয়স্কা বালিকাদের অগণিত সন্তান প্রসব, সীমাহীন গর্ভ-পাত, বিধ্বস্ত স্বাস্থ্য আর ঘৃণিত যৌনব্যাধি জাতির মাথার উপর ভীতিপ্রদ অভিশাপরূপে নামিয়া আসে। নূতন সোভিয়েট সরকার অবস্থা দৃষ্টে সচকিত ও— সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে এবং কম্যুনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি লইয়াই উহার প্রতিকারের চেষ্টা করে। ফলে গর্ভপাতন— আইনতঃ অপরাধ বলিয়া ঘোষিত হয়, যৌন ব্যাধির প্রসার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দূরীভূত করা হয় আর গর্ভিণী ও প্রসূতিদের স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে যথাযোগ্য মনোযোগ দেওয়া হয়—কিন্তু নরনারীর অবাধ — স্বেচ্ছামিলনের পথে কোন প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করা হয়না।

রাশিয়ার নবাদর্শ এবং 'বৈজ্ঞানিক' সমাজবাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ বাঙ্গালী পর্য্যটক নিত্য নারায়ণ বানার্জ্জি ১৯২৪ সনে রাশিয়া ভ্রমণ করিয়া আসিয়া তাঁহার Russia Today পুস্তকে নরনারীর অবাধ—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পুরুষ তাহার পছন্দসই কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতিক্রমে একত্রে বাস করিতে পারে এজন্য সমাজ কাহাকেও ধিক্কার দেয় না, প্রতিবেশী নিন্দা করেনা, সরকারও ইহার ভিতর অন্যায় কিছু দেখিতে পায় না। নারী ও পুরুষ ট্রেণের কামরায় শুধু দিনে নয় রাত্রেও নিঃসঙ্গভাবে একত্রে সম আসনে বসিয়া ভ্রমণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করেনা। নাম মাত্র পোষাক কিম্বা সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় সৌর করে দেহ স্নাত করাইতে লজ্জা অনুভব করে না। ছাত্র ছাত্রীগণের একই হোষ্টেলে একত্রে অবস্থান, উপবেশন, আহার, সঙ্গীতচর্চ্চা, ভালভাসা ও চুম্বনাদির আদান প্রদান এমন কি যুগ্মশয্যায় রাত্রি যাপনও বিশেষ আপত্তি জনক বিবেচিত হয় না। এসব কাজ এমন গা সহা এবং এরূপ স্বাভাবিক ক্রিয়ায় পরিণত হইয়াছে যে মাঝে মাঝে সহপাঠিনীদের স্ফীত-উদর দৃষ্টেও — ছাত্র বা শিক্ষক মহলে কোন আলোড়নের সৃষ্টি হয়না। বরং কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজস্ব মাতৃ-সদনে আপন এলাকায় নবজাত শিশুদের লালন—পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া শিশু মাতাদের চিন্তা-মুক্ত হৃদয়ে অধ্যয়ন চালাইয়া যাইবার সুযোগ দিয়া থাকে। *

জীবনের সমস্ত কর্ম্মক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়ায় নারীর পূর্ণ স্বাধীনতা এবং পুরুষের সহিত সমান—অধিকারবাদের নীতি নাকি অনুসৃত হইতেছে। ক্ষেত খামার হইতে শুরু করিয়া কলকারখানায় অফিস আদালৎ, সামরিক কার্য্য সর্ব্বত্রই যুবতী মেয়েরা—যুবকদের সহিত অবলীলাক্রমে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিয়া থাকে। কারণ সেখানে প্রত্যেকের কাজ—করার অধিকার রহিয়াছে এবং প্রত্যেককে কাজ দেও-য়ার দায়িত্ব সরকারের স্কন্ধে ন্যস্ত রহিয়াছে। এই জন্য রাশিয়ার বহু মেয়ে কাহাকেও পতিত্বে বরণ না করি-য়াই স্বাধীন ভাবে উপার্জ্জনের পথকে বাছিয়া লয়। রাশিয়ায় প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজন মত খরচ যোগাইবার মার্কসীয় নীতি পরিহার করিয়া বর্ত্তমান কর্ম্মক্ষমতা অনুযায়ী ভাতা প্রদানের নীতি অনুসৃত হইতেছে। স্বাধীন মেয়েরা সাধারণতঃ যেসব কাজ পাইয়া থাকে তাহার মজুরী এত সামান্য যে সুখ—সমৃদ্ধ জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাহা মোটেই যথেষ্ট নহে। সুতরাং পাপের যখন কোন প্রশ্ন নাই এবং সামাজিক ধিক্কারেরও ভয় নাই তখন যে কোন সুযোগে নিজেদের দেহ বিক্রি করিয়া অর্থ সংগ্রহের যে কোন পথে পা বাড়াইতে তাহারা বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ—করে না। যে কোন সৌভাগ্যবান পুরুষের পক্ষে বেশ্যা এলাকার বাহিরেই ইচ্ছামাফিক নারীর দেহ ক্রয় ও উপভোগ করিতে বেগ পাইতে হয় না। রাত্রে আঁধার-ঘেরা শহরের শূন্য স্থানগুলিতে, কোর্টের—পশ্চাদমূলে, ধ্বংসোম্মুখ গীর্জ্জাসমূহে আর পরিত্যক্ত বাগানগুলিতে স্বাধীন নারী বাহুপাশে পুরুষ-শিকার ধরিয়া আনিয়া সহজ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া—থাকে। এমন কি কিশোর মেয়েরাও ভাল খাদ্য ও বাবুয়ানি জীবন যাপনের জন্য কম্যুনিষ্ট যুবকদের নিকট কুমারীত্ব বিসর্জ্জন দিয়, বেশ দু পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। সরকার এই সব জানিয়া শুনিয়াও উহাকে সীমাবদ্ধ ব্যক্তিগত উপার্জ্জন প্রচেষ্টা হিসাবে সমর্থন করিয়া থাকে। *

যুবক যুবতীদের মধ্যে ভালবাসার আদান প্রদান এবং বল্গাহীন মিলন সম্ভোগ অনেকটা নীতি হিসাবেই অনুসৃত হইতেছে। রাশিয়ার বিখ্যাত সরকারী মুখ-পত্র প্রাভ্দায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলা হইয়াছে "প্রেমের ব্যাপারে আমাদের যুবক যুবতীরা কয়েকটি নীতি মানিয়া চলে……. উহার একটি বিশেষ নীতি এইযে,— লেবার ফেকাল্টিতে প্রবেশার্থিনী যে কোন যুবতীর উপর যে কোন যুবকবন্ধুর শুভ দৃষ্টি পড়িবে বিনা প্রতিরোধে তাহার নিকট তাহাকে দেহ সমর্পণ করিতে হইবে"। একজন বিশিষ্ট কম্যুনিস্ট সদস্যা পার্টীর ব্যাপক যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন, যুবক কম্যুনিস্টদের মধ্যে আফ্রিকান রজনী পালনের হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে—এই রজনী উৎসব-সমূহে অসংখ্য যুবতীদের জীবন একেবারে নষ্ট করিয়া

* N. N. Banerjee—Rusia Today [illegible]

* Victor Serge—Russia Twenty years after, Chapt The conditon of woman P 23 & 24.

www.ahlehadeethbd.org

দেওয়া হয়। ব্যাপক যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রনিধানযোগ্য, তিনি বলেন রুষসরকার শ্রমিক, কর্ম্মচারী এবং ছাত্রদিগকে এমন সব স্থানে রাখিয়া দেয় যেখানে যুবক যুবতী আর নারী পুরুষ সবাই পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া বসবাস করে—বস্তুতঃ ইহাই হইতেছে এহেন যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতার প্রধান কারণ। *

সর্ব্বাপেক্ষা বীভৎস ও কদর্য্য কার্য্যকাণ্ড যাহা শুনিলে ঘৃণায় শরীর রোমাঞ্চিত ও মস্তক অবনত হইয়া যায় তাহা হইতেছে পিতা ও কন্যা, মাতা ও পুত্র, ভ্রাতা ও ভগ্নি প্রভৃতি ঘনিষ্ঠতম রক্ত সম্পর্কীয় দের যৌন মিলন। মস্কোর বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা দ্বারা শারীরিক ফলাফলের দিক দিয়া ইহার ভিতর ক্ষতির কিছুই নাকি দেখিতে পায় নাই। সুতরাং সোভিয়েট সরকার এইরূপ মিলনকে অসিদ্ধ ও অন্যায় মনে করেনা তবে পৃথিবীর যুগযুগান্তরের ব্যাপক প্রচলিত সংস্কারের দিকে লক্ষ রাখিয়া এরূপ মিলনকে তাহারা উৎসাহ দেয়না। ক

দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন—

সোভিয়েট দালালগণ তাহাদের সুকৌশল প্রচার প্রপাগাণ্ডার মারফত ইহা বুঝাইতে চাহেন যে, পুরুষের মত নারীরাও নিজেরা কর্ম্ম করিয়া তাহাদের প্রয়োজনীয় অর্থ বা ভাতা সংগ্রহ করে বলিয়া তাহাদিগকে তাহাদের স্বামীর উপর অসহায়ভাবে নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় না। উভয়েই সম পরিমান স্বাধীন এবং সমান মর্য্যাদার অধিকারী। গৃহ-কাজও নারীর—একার দায়িত্ব নয় পুরুষও তাহার স্ত্রীর সঙ্গে গৃহকার্য্যে অংশ গ্রহণ করে। এই ভাবে সম স্তরে অবস্থান—করিয়া অকপট প্রেম ও অকৃত্রিম প্রীতির মধুর বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, কেহই কাহারও উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না—সুতরাং নারীর উপর পুরুষের প্রভুত্ব কায়েম করার যেমন প্রয়োজন করে না, নারীকেও তেমনি স্বামীর প্রতি অসহায় আনুগত্য প্রদর্শনের প্রশ্ন উঠে না। এই ভাবেই নাকি উভয়ের মধ্যে অকপট প্রেমপ্রীতির মজবুত ভিত্তি রচিত হয় এবং তাহারই উপর মধুর দাম্পত্য জীবনের দৃঢ় ইমারৎ বাড়িয়া উঠে। কিন্তু এই কথা কতদূর সত্য তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক গড়িয়া উঠার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন বিশুদ্ধ প্রেম এবং তৎসহ একনিষ্ঠ আনুগত্য বোধ। স্বামী যদি অন্য নারীকে প্রেম বিতরণ করে স্ত্রী তাহা শুনিয়া কখনও সন্তুষ্ট হইতে পারেনা। স্ত্রী যদি অন্য পুরুষকে তাহার হৃদয় সিংহাসনে বসাইয়া লয়, স্বামীর—বিরক্তি ও উত্তেজনা তখন একান্তই স্বাভাবিক। এই রূপে বিবাহের পূর্ব্বে একজনের যদি অপর কাহারও—সহিত যৌন অভিজ্ঞতা ঘটিয়া থাকে তাহা অবগত হওয়ার পর অপরজনের—বিশেষ করিয়া স্ত্রীর বেলায় স্বামীর মানসিক প্রতিক্রিয়া সহজেই অনুমেয়। নব্য রাশিয়ার নূতন জীবন দর্শনের কল্যাণে এবং নয়া সামাজিক পরিবেশে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মনে এরূপ সন্দেহ সৃষ্টি ও বিরক্তি উৎপাদনের সমূহ কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক—গড়িয়া উঠার ভিত্তিমূলেই ফাটল রহিয়া যাইতেছে। তারপর দাম্পত্য জীবনে একজন অপর জনের আনুগত্য স্বীকার না করিলে পারিবারিক জীবনে কখনও শান্তি ও শৃঙ্খলা আসিতে পারে না। তারপর স্বামী ও স্ত্রীর যোগসূত্র দৃঢ়, দাম্পত্য জীবন সুখী ও পারিবারিক জীবন সমৃদ্ধ হয়—উভয়ের মিলন জাত সন্তানের শুভাগমন দ্বারা, সন্তানের প্রতি উভয়ের স্বতঃনিঃসৃত স্নেহরস একই আধারে মিলিত হওয়ার সুযোগলাভ করায় পরস্পরের সম্পর্ক অধিকতর ঘনিষ্ঠ এবং প্রেম আকর্ষণ শতগুন বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু সোভিয়েট সমাজ-জীবনে উহার সুযোগ কোথায়? অন্যান্য বিষয়—সম্পত্তির ন্যায় সন্তানের উপরও পিতামাতার নিজস্ব অধিকার খাটিবে না, উহা সরকারের সাধারণ সম্পত্তি (National assets) রূপে গণ্য হইবে। প্রসবের সময় নিকটবর্ত্তী হইলেই আসন্ন প্রসবাকে সরকারী প্রসূতি সদনে যাইতে হইবে। প্রসবের কিছু দিন পরই—প্রসূতিকে নির্দ্ধারিত সরকারী কার্য্যে যোগ দিতে

ক নাজাত, ২১ শে আগষ্ট, ১ম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা।

* Abul Hoseen—The creed of Islam Page—23.

www.ahlehadeethbd.org

হইবে আর শিশুকে রাখিতে হইবে শিশু আবাসে। সারাদিন কাজ করিয়া রাঁধাবাড়ার সময় মিলেনা প্রবৃত্তিও হয় না সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই হোটেলের চাহিদা বাড়িয়াছে—তাই বর্ত্তমানে শুধু সহরে নয়,—গ্রামেও উহার যথেষ্ট ছড়াছড়ি। কাজেই দেখা যাইতেছে দিবাভাগে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ে পৃথক পৃথক অফিসে কিম্বা কলকারখানায় অথবা ক্ষেত খামারে থাকিবে, সন্তান থাকিবে শিশু আবাস কিম্বা শিশুসদনে, যাহার যখন ইচ্ছা ও প্রয়োজন সেইমত আহার চলিবে হোটেলে; ইহার ভিতর দাম্পত্য সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়ার অবসর কোথায়, পারিবারিক আকর্ষণ দৃঢ় হইবে কোন উপায়ে? সুতরাং যাহা হইবার তাহাই হইতেছে। দাম্পত্য বন্ধন অত্যন্ত ঢিলা এবং পারিবারিক আকর্ষণ বহু শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।——পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত সোভিয়েট রাশিয়ার এই স্থলে আকাশ পাতালের ব্যবধান দৃষ্ট হইয়া থাকে। পাশ্চাত্যে বিবাহের পূর্ব্বে সুদীর্ঘ সময় কোর্টশিপে ব্যয় করিতে হয়—আর বিবাহ ভঙ্গিতে বহুবিধ কারণ ও প্রমাণপুঞ্জ উপস্থিত করিতে হয়। কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্রে ৫ মিনিটে একটি বিবাহ সম্পন্ন হইতে পারে আর ততোধিক কম সময়ে উহা ছিন্ন করা যাইতে পারে। তালাক দুইজনের যে কেহ চাহিলেই পাইতে পারে এজন্য কারণ প্রদর্শণেরও প্রয়োজন নাই। পদ্ধতিও অত্যন্ত সহজ। তালাক দানেচ্ছু স্বামী বা স্ত্রী তালাক রেজিষ্ট্রী অফিসে আসিয়া শুধু ইচ্ছাটি জ্ঞাপন করিলেই হইল, অপর জন অফিসের একটী কার্ডে বিবাহ বিচ্ছেদের কথা জানিতে পারিবে। কিন্তু বিবাহ ও তালাকের জন্য রেজিষ্ট্রেশনও অপরিহার্য নহে, চার্চ্চে গমনের প্রশ্ন ত সম্পূর্ণই অবান্তর। যে কোন পুরুষ ও নারী স্বামী স্ত্রী রূপে একত্রে বাস করিলেই তাহারা বিবাহিত দম্পতি রূপে গণ্য হইবে আর ইচ্ছা পূর্ব্বক পৃথক হইয়া গেলেই বিবাহ ছিন্ন—মনে করিতে হইবে। এই ভাবে দাম্পত্য সম্পর্ক ও পারিবারিক বন্ধন অস্বাভাবিক রূপে শিথিল ও অর্থশূন্য হইয়া পড়ায় অগণিত নরনারীর জীবন দুঃখ ও অনুশোচনায় [illegible]

চমৎকার একটী উদাহরণ পেশ করিতেছি।

৫৫ বৎসর বয়স্ক এক প্রৌঢ় মস্কোর এক ব্যাঙ্কে—কাজ করিত। দুই কামরা বিশিষ্ট একটী বাসগৃহে সে তাহার স্ত্রী এবং ছেলেকে লইয়া বেশ সুখে সচ্ছন্দেই দিন কাটাইতেছিল। একদা গ্রীষ্মের অবকাশে সে ককেসাসে গমন করে। সেখানে এক জর্জিয়ার মেয়ের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ এবং শেষে প্রণয় ঘটে। তখন সে রেজিষ্ট্রেশন অফিসে গমন করিয়া পূর্ব্ব স্ত্রীকে—তালাক দেয় এবং জর্জিয়ান মেয়েটীকে নূতন স্ত্রী রূপে গ্রহণ করে। অফিস হইতে তালাক দত্তা স্ত্রীর নিকট উক্ত সংবাদ যথানিয়ম প্রেরিত হয়। ঘটনাচক্রে—চিঠি পৌঁছিবার পূর্ব্বেই নবদম্পতি মস্কো আসিয়া—পৌঁছে। অবস্থা দেখিয়া পূর্ব্ব স্ত্রী হতভম্ব, বয়স্ক ছেলেটী হয় বীতশ্রদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ। কিন্তু উপায় কী? অবশেষে মাকে লইয়া ছেলেটি পৃথক এক কামরায় বসবাস—করিতে থাকে। কালক্রমে পিতার সহিত পুত্রের আপোষ হয় এবং পিতৃকক্ষে যাতায়াত শুরু করে। ফলে পিতৃজায়ার সহিত ঘণিষ্ঠতা জন্মিয়া যায় এবং পরে উহা পরস্পরের প্রতি গভীর আকর্ষণে রূপান্তরিত হয়। অবশেষে এক শুভপ্রভাতে রেজিষ্ট্রেশন অফিসে গমন করিয়া মেয়েটি বৃদ্ধ স্বামীকে তালাক দিয়া সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পুত্রকে বিবাহ করে।—হতাশ স্বামী অনন্যোপায় হইয়া পূর্ব্ব স্ত্রীর নিকট গমন করিয়া তাহার করুণা ভিক্ষাপূর্ব্বক তাহাকে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করিতে থাকে কিন্তু সে এই প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাড়াইয়া দেয়। বিধুর স্বামী নিজের ভুলের জন্য বৃথাই মাতম করিতে থাকে। ক

এইরূপে অনিয়ন্ত্রিত বৈবাহিক সম্পর্ক এবং সস্তা ও সুলভ তালাক প্রথা দাম্পত্য বন্ধনকে শ্লথ এবং পারিবারিক জীবনকে ভঙ্গুর করিয়া ফেলিয়াছে—এবং উহার ফলে ব্যক্তিগত স্থায়ী সুখ শান্তি বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, ফলে অশান্তির আগুন মানুষের মানসিক রাজ্যে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। অবস্থা দৃষ্টে সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষের টনক নাকি—

ক —Mother Russia Page 341.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কিছুদিন পূর্ব্বে নড়িয়া উঠিয়াছে—পারিবারিক প্রথা-টিকে টিকাইয়া রাখা এবং দাম্পত্য বন্ধনটিকে দৃঢ় ও স্থায়ী করার জন্য তালাকপ্রথাকে অনেকটা দুঃসাধ্য করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু কার্য্য-ক্ষেত্রে এই সংশোধনী মনোভাবের বিশেষ কোন চিহ্নই দৃষ্ট হয় না বরং উল্টা ছবিই আমরা দেখিতে পাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-কালের একটি ঘটনা উল্লেখ করিতেছি।

রাশিয়া জার্ম্মানীর সহিত জীবন মরণ যুদ্ধে লিপ্ত। সোভিয়েট সেনাবাহিনীর অন্যতম সামরিক চিকিৎসক কমরেড ভ্যালেনচিন যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের সেবায় রত। এমন বিপদ মুহূর্ত্তে স্ত্রী লিভা কর্ত্তব্যরত স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ততার অপরূপ পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া নারী স্বাধীনতার যে কলঙ্ক-লাঞ্ছিত পরিচয় প্রদান করিয়া রসিকতার স্পর্দ্ধা দেখাইয়াছে তাহাতে মূর্ত্তিমান লজ্জাও বোধ হয় লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া লইবে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে কিরূপে সে অন্য একটি পুরুষের আকর্ষণে প্রলুব্ধ হইয়া তাহার নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া কর্ত্তব্যরত স্বামীকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে, তাহা তাহার পরিত্যক্ত স্বামীর নিকট লিখিত চিঠির ভাষা হইতেই বুঝা যাইবে। তাহার চিঠির সারমর্ম্ম এই—

কত আশা ও উন্মাদনা, মদমত্ত সৃষ্টিধর্ম্ম আর যুব প্রকৃতি দীর্ঘকাল আমাদের উভয়ের তরুণ হৃদয়কে উদ্বেলিত করে রেখেছিল কিন্তু হায়, যুদ্ধ সমস্তই উলট পালট করে দিয়ে গেল, তুমি আমার হৃদয়সিংহাসন খালি করে অবস্থান করছ দূরে—বহু দূরে—একজন নবাগত এসে শূন্যস্থানটি দখল করে নিল।

তুমি কিন্তু ভুল বুঝোনা, অনিচ্ছাকৃত ভাবেই এটা ঘটে গেল, দৈবদুর্ব্বিপাকই একে বলতে পার। অন্তরের নবোত্থিত কামনা আমি দমিয়ে রাখতে পারলাম না—যুক্তি আর আবেগে দীর্ঘকাল লড়াই হ'ল, আবেগই অবশেষে বিজয়মাল্যে ভূষিত হ'ল—তোমার সঙ্গে আমার প্রেম স্থায়ী রাখতে সক্ষম হলাম না। এজন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু কি করব বল? লোকটির আবির্ভাবের পর হতেই আমার হৃদয়াকাশে তুমি নিষ্প্রভ হতে হতে অবশেষে কক্ষ-চ্যুত হয়ে পড়লে।

আমার প্রতি কঠোর হয়োনা, অবিচার করোনা, আশাকরি আমায় বিদায়ে তুমি দুঃখ পাবেনা। পক্ষান্তরে তোমার হৃদয়াকাশে পুনঃ কুমারত্বের সূর্য্য উদিত হ'বে এবং পরে ভবিতব্য তোমার মানসপ্রতীমকে খুঁজে দেবেই। আশাকরি সে তোমার জীবনকে ভারাক্রান্ত করবেনা। তুমি সুখী হও, তোমার অটুট স্বাস্থ্য আর উত্তম সাফল্য কামনা করি—বিদায়। *

অন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

রাশিয়ার লৌহ যবনিকার সঙ্কীর্ণ ছিদ্র পথে—সমাজ জীবনের গোপন চিত্র সমূহের যে সামান্য নমুনা দৃষ্ট হইল ইহা হইতেই বুদ্ধিমান পাঠকের সামগ্রিক চিত্রের মোটামুটি ধারণা করিয়া লওয়া সম্ভব। দেখা গেল যৌনমিলনের জন্য নর ও নারীর ভিতর যে স্বাভাবিক আকর্ষণ ও সহজাত বুদ্ধি মজ্জাগতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য যেসব চাপের প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজন, রাশিয়ার কম্যুনিস্ট সমাজ ব্যবস্থায় তাহার কোনটিই বিদ্যমান নাই। আমাদের মতে এই সংযমের প্রধান উপায় সম্পর্কহীন নর নারীর অনাবশ্যক মিলামিশা বন্ধ রাখা, প্রয়োজনক্ষেত্রে উপযুক্ত পর্দ্দার সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থাপনা, আল্লাহর নিকট জওয়াবদীহির দায়িত্ব ও পরকালভীতি অন্তরে জাগ্রত রাখা। এই সব যদি সম্পূর্ণ উড়াইয়াও দেওয়া হয় তবে অন্ততঃ পক্ষে যদৃচ্ছ যৌন মিলনের নিন্দা ও অসমর্থনের—জাগ্রত ভাব সমাজ মনে বিদ্যমান থাকা এবং সরকারের পক্ষ হইতে শাস্তির দণ্ড উত্তোলিত রাখা প্রয়োজন। এ গুলিরও অভাবে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি এক নিষ্ঠতা ও বিশ্বস্ততার দায়িত্ব, দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতা রক্ষা এবং পরিবারের প্রতি মমত্ব ও কর্ত্তব্য-বোধ যদি অন্তরে কিছুমাত্র সক্রিয় থাকে তাহা হইলেও সংযত জীবন যাপনের পক্ষে একটা দুর্ব্বল আভ্যন্তরীন চাপও অনুভূত হইতে পারে। কিন্তু—বর্ণিত কোন একটি বাঁধও আজ সোভিয়েট রাশিয়ায়

* Mauris Hindus—Mother Russia,

www.ahlehadeethbd.org

শাসন-সংবিধানের ভূমিকা

"পাকিস্তানের শাসন-সংবিধান" শীর্ষক যে নিবন্ধটী তর্জুমানুল হাদীছের তৃতীয় সংখ্যা হইতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছিল, বিগত একাদশ সংখ্যায় তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। নিখিল বংগ ও আসাম জম্ঈয়তে আহ্লেহাদীছের পক্ষ হইতে উক্ত প্রবন্ধের সমষ্টি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারেও প্রকাশলাভ করিয়াছে। প্রবন্ধের সংকলয়িতা গ্রন্থের উপক্রমণিকা স্বরূপ যাহা লিখিয়াছেন, তর্জুমানের পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে উধৃত করিয়া দেওয়া হইল—তর্জুমান সম্পাদক।

আল্হাম্দু লিল্লাহি ওয়াহ্দাহু—

পাকিস্তান যে দাবীর ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে, পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা আল্লামা শয়খ মোহাম্মদ ইক্বাল রহমতুল্লাহে আলায়হের ভাষায় তাহা নিম্নরূপ,

"ইছ্লামে মানুষের সমষ্টিগত জীবনের যে—নীতি স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাতে স্থিতিস্থাপকতার স্থান নাই, সমাজ-জীবনের অন্য কোন আকার প্রকারের সহিত ছম্ঝোতা ও সন্ধি করিতে ইছলাম কিছুতেই সম্মত নয়, পক্ষান্তরে উহার ঘোষণা যে, সর্ববিধ—অনৈছ্লামিক কর্মসূচী অসংগত ও অগ্রাহ্য।

"কোর্আনের সাহায্যে আমি এতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি যে, ইছলাম মানুষের শুধু নৈতিক সংশোধনের আহ্বায়ক নয়, বরং মনুষ্য লোকের সমাজ—জীবনে উহা এমন একটী ক্রামশিক বুন্য়াদী বিপ্লব সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছে, যাহার ফলে জাতীয় (National) ও গোত্রীয় দৃষ্টিভংগীর অবসান ঘটিয়া অবিমিশ্র মানবত্বের অনুভূতি রূপপরিগ্রহ করিতে পারে। বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস সাক্ষ্য রহিয়াছে যে, প্রাচীন যুগে ধর্ম জাতীয় সম্পদ রূপে গৃহীত হইত, যেমন মিছরীয়, গ্রীক ও হিন্দুদের ধর্ম। পরবর্তীকালে উহা গোত্রীয় সম্পদে পরিণত হয়, যেমন ইয়াহুদীদের ধর্ম। খ্রীষ্ট ধর্ম শিক্ষা দিয়াছে যে, ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ও—নিজস্ব ব্যাপার। এই মতবাদের দরুণ হতভাগ্য ইউরোপে এই বিতর্ক উপস্থিত হয় যে, যেহেতু ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস মাত্র, অতএব মানুষের সামাজিক জীবনের যামিন কেবল মাত্র রাষ্ট্র, ধর্মের—(Religion) সংগে রাষ্ট্রের (State) কোন সম্পর্ক নাই। মানব জাতিকে কেবল ইছলামই সর্বপ্রথম এই পয়গাম দিয়াছে যে, ধর্ম জাতীয় বা গোত্রীয় বস্তু নয়, উহা ব্যক্তিগত বা প্রাইভেট বিষয়ও নয়, উহা অবিমিশ্র—মানবীয় সম্পদ! সর্ববিধ প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও ধর্মের উদ্দেশ্য হইতেছে মানব জগতকে সম্মিলিত ও

(৫২৩ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

বিদ্যমান নাই। সুতরাং এই অবস্থায় প্রবৃত্তিপরায়ণার দুর্ব্বার স্রোত আর ফেনায়িত যৌনলালসার উদ্দাম গতি উচ্ছৃঙ্খলতার দিগন্ত প্রসারী ছয়লাব সৃষ্টি না করিয়া পারে কি? এখন এই ক্লেদাক্ত ছয়লাবে শুধু রুষীয় সমাজ জীবনই ভাসমান নয়, ইউরোপ ও এশিয়ার বহু রাষ্ট্রই প্লাবিত, অবশিষ্ট দুনিয়াতেও এই প্রমত্ত বন্যাধারার ভীষণ গর্জ্জন ও অজস্র কলধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

এই ধ্বংসকরী প্লাবন প্রতিরোধের উপায় কী? নারীর প্রকৃতিগত অধিকার ও নারী স্বাধীনতার—স্বভাব-সুন্দর চিত্র এবং প্রীতিস্নাত, প্রেমপূত দাম্পত্য সম্বন্ধের সার্থক আনন্দ আর শান্তি-সমৃদ্ধ পরিবার জীবনের অনাবিল সুখের আস্বাদন পাওয়ার উপায় কোথায়?

আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়, একমাত্র ইছলামের ভিতরই এই বাঞ্ছিত প্রতিরোধের শক্তি বিদ্যমান আর সুখী ও পরিতৃপ্ত জীবনের বিমল আনন্দের সন্ধান—একমাত্র এই ইছলামের ভিতরই মিলিতে পারে।

আল্লাহ তওফিক দিলে আমরা আগামীতে সেই অনুসন্ধানেই প্রবৃত্ত হইব।

www.ahlehadeethbd.org

সুনিয়ন্ত্রিত করা। জাতীয়তা ও গোত্রত্বের ভিত্তিমূলে উহার কর্মসূচী বিরচিত হইতে পারেনা, উহাকে প্রাইভেট বিষয় বলিয়াও অভিহিত করা চলে না। ধর্মের এই ইছলামী নীতিকে পরিহার করিয়া অন্য যে পথই অবলম্বিত হইবে, তাহা ধর্মহীনতার পথ হইবে এবং মানবত্বের গৌরবের পরিপন্থী হইবে।

"ইউরোপের ধর্মীয় সংহতি যখন মিছমার হইয়া যায় এবং ইউরোপীয় জাতিসমূহ বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তখন জাতীয় জীবনের ভিত্তি কি হওয়া উচিত তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। খ্রীষ্ট ধর্মকে— ভিত্তিরূপে গ্রহণ করার যে উপায় ছিলনা, তাহা সহজেই বুঝা যায়, তাঁহারা স্বাদেশিকতার আদর্শরূপকে জাতীয়তার বুনয়াদ রূপে নির্বাচিত করেন। এই নির্বাচনের পরিণাম কি হইয়াছে আর কি হইতেছে? লুথারের সংস্কার, অসংগত যুক্তিবাদের প্রাদুর্ভাব— এবং ধর্মীয় নীতির সহিত রাষ্ট্রীয় নীতির বিরোধ এবং সংগ্রাম! উপারিউক্ত উপাদানগুলি ইউরোপকে — ধাক্কা মারিয়া কোন দিকে লইয়াগিয়াছে? ধর্মহীনতা, নাস্তিকতা আর অর্থনৈতিক সংগ্রামের দিকে!"

کسے کہ پنجۂ زد ملک ونسب را'
نہ داند نکتۂ دین عرب را!
اگر قوم ازوطن بودے' محمد
ندادے دعوت دیں بو لہب را!

"যে ব্যক্তি দেশ ও বংশকে জাতীয়তার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছে, সে 'আরাবী দীনে'র রহস্য অবগত নয়। যদি স্বাদেশিকতাকে কেন্দ্র করিয়া রছুলুল্লাহ (দঃ) 'মুছ্‌লিম—জাতীয়তা' গঠন করিতেন, তাহা হইলে আবু লহবকে ইছ্‌লামের 'দাওয়াত'— প্রদান করিতেন না। রছুলুল্লাহ (দঃ) যদি আবুজিহ্‌ল আবুলহব এবং মক্কার কাফেরদিগকে বলিতেন,— 'তোমরা তোমাদের প্রতিমা পূজায় দৃঢ় থাক আর আমরা আমাদের ইবাদতের পদ্ধতিতে দৃঢ় থাকি এবং এস আমরা সকলে মিলিয়া আমাদের গোত্রীয় এবং স্বদেশীয় ভাবাদর্শকে কেন্দ্র করিয়া একটী আরব রাষ্ট্র স্থাপন করি', তাহাহইলে রছুলুল্লাহর (দঃ) পক্ষে এপথ অত্যন্ত সহজ হইত, কিন্তু আল্লাহ নাকরুন, হুযুর (দঃ) এপথ অবলম্বন করিলে উহা একজন স্বদেশপ্রেমিকের পথ হইলেও শেষযুগের নবীর পথ হইত না। **'মোহাম্মদী নবুওতে'র** চরম ও পরম লক্ষ হইতেছে—এমন একটী মানবীয় সমাজ গঠন করা, যাহা আল্লাহর নিকট হইতে প্রাপ্ত 'নবুওতে মোহাম্মদীয়াহ'র নির্দেশিত ইলাহী সংবিধানের অধীনস্থ হইবে। অন্য ভাষায় বলাযাইতে পারে— মানবসমাজের বংশ, গোত্র, বর্ণ ও ভাষার সমুদয় বৈচিত্র স্বীকার করা সত্ত্বেও স্থান, কাল, স্বদেশ, ন্যাশনালিটী বংশ ও গোত্রের নামে যে আবর্জনা মানবত্বকে মলিন করিয়া রাখিয়াছে, সেগুলিকে বিদূরিত করিয়া এই মাটির দেহকে এমন স্বর্গীয় ভাবধারার অধিকারী— করিয়া তুলিতে হইবে যাহাতে প্রতিমূহূর্তে সে অনন্তের সান্নিধ্যলাভের অধিকারী হইতে সমর্থ হয়। ইহারই নাম **'মুকামে মোহাম্মদী'**, ইহাই মিল্লতে-ইছ্‌লামীয়াহর লক্ষ"। *

পাকিস্তানের স্বাপ্নিক ইক্‌বাল তাঁহার দার্শনিক ভাষায় যে ভাবধারা প্রকাশ করিয়াছিলেন, পাকিস্তানের জনক বাস্তববাদী মরহুম কায়েদেআযম মোহাম্মদআলী জিন্নাহর কণ্ঠ দিয়া তাহার অভিব্যক্তি নিম্নলিখিত ভাষায় প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল—

"আমরা মুছলমান, আমাদের বিশিষ্ট তমদ্দুন ও তহযীব, ভাষা ও সাহিত্য, কলা ও স্থাপত্য, নাম ও পদবী, বস্তুর মূল্যমান ও পরিমাণ আইনকানুন ও নৈতিক বিধান, প্রথা ও পঞ্জিকা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, আশা ও আকাংখা সকল দিকদিয়াই আমরা একটি স্বতন্ত্র জাতি। জীবন ও জীবন সম্পর্কিত বিষয়সমূহে আমাদের দৃষ্টিভংগী সম্পূর্ণ পৃথক—My Leader, P. P, 156,

মুছলমানগণ যে পৃথক জাতি এবং স্বতন্ত্র আদর্শ ও দৃষ্টিভংগীর উত্তরাধিকারী, মুছলমানরাই সেকথা ভুলিতে বসিয়াছিলেন। হিন্দ উপমহাদেশের জাতীয়তাবাদী এবং কম্যুনিস্ট নেতৃবর্গ, সাহিত্যিক ও কবিগণ দীর্ঘকাল হইতে ইহা ভুলিবার উপদেশ দিয়া

* মওলানা হুছয়ন আহ্‌মদের নিকট লিখিত পত্র— হর্ফে ইক্‌বাল, ২৫১ ২৫৩ ও ২৬১ পৃঃ।

আসিতেছিলেন, স্বয়ং কায়েদে আ'যমও তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বৃহত্তর অংশ অখণ্ড জাতীয়তার সাধন ভজনে ক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন, ফলকথা, ইছ্‌লামী আদর্শের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের বাণী উচ্চারণ করা ভারত উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামির পরিচায়ক হইয়া উঠিয়াছিল এবং এই উপমহাদেশে ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা-কল্পনা বোবার স্বপ্নে পরিণত হইয়াছিল। আশ্চর্যের কথা, ইছ্‌লামের যে মর্ম্মবাণী ধর্মনেতাদের মুখেও আর শুনিতে পাওয়া যাইতনা, অবশেষে আল্লাহর অনুগ্রহ ইংগিতে জাতীয়তাবাদেরই লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রচারক হয্‌রত কায়েদে আ'যম (রহঃ), যাঁহার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনপদ্ধতির সহিত মুছলমানগণের বিশেষ কোন সম্পর্কই ছিলনা, ইছ্‌লামী জীবনাদর্শের স্বাতন্ত্র্য বজ্রনির্ঘোষে প্রচার করিলেন, আসমুদ্র হিমাচল মুছ্‌লিম জনগণের অর্বুদ হৃদয়তন্ত্রী কায়েদেআ'যমের উচ্চারিত মন্ত্রের স্বরলহরীতে অনুরণিত হইয়া উঠিল।

سر خدا کہ عارف و زاھد بسے نگفت'
ھمہ حیرتم کہ بادہ فروش از کجا شنید ؟

ইক্‌বালের দর্শন এবং জিন্নাহর বাস্তববাদ প্রকৃতপক্ষে শতাব্দিরও অধিককাল পূর্ববর্তী আল্লামা ও মুজাদ্দিদ শহীদের (১১৯৩-১২৪৬ হিঃ) প্রতিষ্ঠিত **"আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনে"র** আংশিক রূপায়ণ মাত্র। অস্তমিত মুগলসূর্যের বীভৎস সন্ধ্যায় এবং ইংরাজী শাসনের অশুভ উষায় যখন ভারত উপমহাদেশে ইছ্‌লামী আদর্শ ও মুছ্‌লিম রাষ্ট্রের পতন আসন্ন এবং মুছলমানগণের ধর্ম ও সমাজজীবন অনৈছলামিক ভাবাদর্শের অভিশাপে অসহনীয়রূপে ভারাক্রান্ত হইয়াপড়ে, সেই সংকট মুহূর্ত্তে ভারতগুরু শাহ ওলীউল্লাহ মরহুমের পৌত্র আল্লামা ঈছ্‌মাঈল পিতামহের পরিকল্পিত কর্ম্মসূচীর অনুসরণ করিয়া যুগপৎভাবে সংস্কার ও স্বাধীনতার দুন্দুভি নিনাদিত করিয়াছিলেন। আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের হিন্দীরূপ যেসকল উপাদান লইয়া পরিকল্পিত হইয়াছিল, সমগ্র ভারতে খিলাফতে রাশিদার আদর্শে ইছ্‌লামী গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং ইছ্‌লামী সমাজবাদের পুনরুজ্জীবন সাধন ছিল তন্মধ্যে সর্বপ্রধান। আবাসীন নদীর পরপারে উক্ত আদর্শ রাষ্ট্রের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কার্যও আরব্ধ হইয়াছিল। আদর্শের প্রতি অত্যুদ্দগ্র বিশ্বস্ততা নাথাকিলে হয়তো সীমান্তাঞ্চলে আজিও একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন ইছ্‌লামী রাষ্ট্র দেখিতে পাওয়া যাইত, কিন্তু সমগ্র ভারতভূমি হইতে অনৈছ্‌লামিক প্রভুত্ব ও ভাবধারাকে উৎসাদিত করার মহিমান্বিত সাধনায় অবশেষে বালাকোটের সমরাংগনে এই ক্ষণজন্মা পুরুষ সিংহ সদলবলে মুছ্‌লিম বাহিনীর অধ্যক্ষ আমীর ছৈয়েদ আহমদ (রাযিয়াল্লাহো আন্‌হুম) সহ ইছ্‌লামের পুনর্প্রতিষ্ঠার জিহাদে মস্তক-দান করিলেন!

سودا قمار عشق میں خسرو سے کوھکن'
بازی اگر چہ پاذہ سکا سر تو کھو سکا !
کس منہ سے اپنے اپ کو کھتا ہے عشق باز ؟
اے روسیاہ تجھ سے تو یہ بھی نہ ھو سکا !

তাঁহাদের শাহাদতের পরও সিপাহী যুদ্ধের পরবর্তী দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক—জীবনের প্রত্যেক স্তরে যে স্পন্দন ও শিহরণ জাগরিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা প্রতিহত করার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বর্বরতা ও পৈশাচিকতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা সত্ত্বেও বিপুল ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। বৃটিশ কূটনীতি, হিন্দু ষড়যন্ত্র ও মুছলিম ধর্মান্ধতার ত্রিবেণীতে আহ্‌লেহাদীছ — আন্দোলনের সক্রিয় রাজনৈতিক তৎপরতা নিমজ্জিত হইয়া গেলেও ইছ্‌লামী নীতি ও তমদ্দুনের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করার যে অদম্য প্রেরণা এই আন্দোলন প্রজ্জ্বলিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল শত প্রতিকূল পরিবেশে ও জিঘাংসা বৃত্তির সাহায্যে তাহা ভস্মীভূত করা সম্ভবপর হয়নাই। ইকবালের বীণার তারে ইছমাঈল শহীদেরই মন্ত্রের সুর বাজিয়া—উঠিয়াছে।

যে আদর্শ ও দৃষ্টিভংগীর প্রতিশ্রুতি দান করিয়া মুছলমানগণ পাকিস্তান লাভ করিয়াছেন, তাহাকে বাস্তবতার রূপ ও বর্ণ প্রদান করিতে হইলে ইছ্‌লামী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রাষ্ট্রাদর্শ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া আবশ্যক। দুর্ভাগ্যবশতঃ পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীগণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত দল যে—পরিবেশে বর্ধিত হইয়া উঠিয়াছেন এবং যে দৃষ্টি-ভংগীর তাঁহারা উত্তরাধিকারী হইয়াছেন তাহার ফলে ইছ্‌লামী রাষ্ট্রাদর্শের প্রতি তাঁহারা আদৌ—বিশ্বাসী নহেন আর জনসাধারণের বৃহত্তম দল ইছ্‌-লামের প্রতি আস্থা না হারাইলেও ইছ্‌লামী আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহাদের সবিশেষ অভিজ্ঞতা নাই। ইছ্‌লাম তাহার সূতিকাগার হইতেই স্বাধীন রাষ্ট্রের ক্রোড়ে পরিপুষ্টি লাভ করায় উহার রাষ্ট্রীক সংবিধানগুলি—তাহার ব্যবহারিক ও নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠান ও আচারের সহিত অংগাংগি ভাবে জড়িত ও মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, ওগুলিকে চয়ন করিয়া স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বিজ্ঞান প্রণয়ন করা ইছ্‌লামের আইনজ্ঞ পণ্ডিতগণ আবশ্যক বিবেচনা করেননাই। হাদীছ, ফিক্‌হ,—দর্শন, আখ্‌লাক, আকায়েদ ও ইতিহাসের পৃষ্ঠার পৃষ্ঠায় ইছ্‌লামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সূত্রসমূহের ইংগিত, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এরূপ ভাবে জট পাকাইয়া রহিয়াছে যে, ওগুলির প্রত্যেকটীকে বাছিয়া বাহির করা এবং সুবি-ন্যস্ত রূপ দান করা অতিশয় দুরূহ। বিশেষতঃ যুগ ও প্রয়োজনের পরিবর্তন অনুসারে পুরাতন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের বহুলাংশ আজ যেরূপ পরিবর্তনসাপেক্ষ, তেমনি নূতন নূতন সংজ্ঞারও প্রতিপাদন আবশ্যক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নামে যে গ্রন্থগুলি সুপরিচিত, তন্মধ্যে যে কয়েক খানা আমি পাঠ করার সুযোগ লাভ করি-য়াছি, দুই একখানা বাদে সেগুলির অধিকাংশ প্রকৃত-পক্ষে ইতিহাস বা নীতিশাস্ত্রের পুস্তক আর উল্লিখিত দুই একখানা গ্রন্থকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাহিত্য বলিয়া মান্য করিলেও বিস্তৃত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বলিয়া স্বীকার করার উপায় নাই।

মূলসূত্র ও প্রতিজ্ঞাকে অক্ষুন্ন রাখিয়া উদার ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগী লইয়া নূতন সংজ্ঞা এবং আধুনিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার যে প্রয়োজন দেখাদিয়াছে, এবং চল্‌তি পরিভাষায় ইছলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পুস্তক — আগাগোড়া সংকলিত করার যে চাহিদা উপস্থিত হইয়াছে তজ্জন্য জাগ্রত মন ও মস্তিষ্ক [illegible] ছুন্নতের সুগভীর পাণ্ডিত্য, প্রচলিত গণতান্ত্রিক, সমাজ ও শ্রেণীতান্ত্রিক রাষ্ট্রবিধান সমূহের অভিজ্ঞতা এবং ইজ্‌তিহাদ বা প্রবনতার দক্ষতা আবশ্যক, অথচ — আরাবী ও ইংরাজী উলামার ভিতর এগুলির একান্তই অভাব। ফলে ইছ্‌লামী শাসনসংবিধান রচনা করার কার্য অধিকতর দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

ইছলামী রাষ্ট্রবিধান সম্বন্ধে পূর্বপাকিস্তানে যখন জনমত জাগ্রত ছিলনা এবং প্রদেশের ইংরাজী ও—আরাবী শিক্ষিত দলের কেহই পাকিস্তানকে 'ইলাহী হুকুমতে'র বাস্তব রূপ দান করার কল্পনাও করিতে—পারিতেছিলেননা সেই সময়ে অর্থাৎ 'আযাদ পাকি-স্তান রাষ্ট্র' ঘোষিত হইবার সংগে সংগে আমি স্বীয় অযোগ্যতা সম্বন্ধে সন্ত্রস্ত থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানকে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদস্বরূপ রোগশয্যায় পড়িয়া থাকিয়া আমার দুর্বল লেখনী—ধারণ করি এবং বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর মনোযোগ ও সহা-নুভূতি আকর্ষণ করার জন্য এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যায় উহার পূর্বাংশেও ইছলামী হুকুমতের দাবী উত্থিত করার উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ কোর্‌আন মজীদকে অব-লম্বন করিয়া একখানি পুস্তিকা সংকলিত করি। ইং-রাজী ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে **নিখিল বংগ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লেহাদী-ছের** তত্ত্বাবধানে উক্ত পুস্তকখানা **ইছ্‌লামী—শাসনতন্ত্রের সূত্র**' নামে প্রকাশিত হয়।—অবিশ্বাস, সন্দিগ্ধ ভাব ও বিদ্রূপের মধ্য দিয়াও পুস্তিকা খানি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, অনেকেই সংকলয়িতার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার সাধুবাদ করেন, বিভিন্ন সাময়িক পত্র এবং পূর্বপাকিস্তান রেডিওতে উহা প্রশংসিত হয়। সর্বাপেক্ষা সুখের বিষয় এই যে, তখন হইতে পূর্বপাকিস্তানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও সাময়িকপত্র সমূহে 'ইছলামী হুকুমতে'র আলো-চনা ও দাবী শুরু হইয়া যায়।

'ইছলামী শাসনতন্ত্রের সূত্র' প্রকাশিত হইবার পর দেড় বৎসর কালের মধ্যে পাকিস্তানকে ইছলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার দাবী শক্তিশালী হইয়া উঠে, [illegible] প্রবল চাপে এবং সর্বোপরি আল্লাহর

www.ahlehadeethbd.org

অপার অনুগ্রহে পাকিস্তানকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করার সমুদয় ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া যায় এবং ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী আলী-জনাব খান লিয়াকত আলী খান শহীদ কর্তৃক উত্থাপিত যুগান্তকারী উদ্দেশ্যপ্রস্তাব পাকিস্তান গণপরিষদে গৃহীত হয় এবং পাকিস্তানকে ইছ্লামী রাষ্ট্রে পরিণত করার দাবী নিয়মতান্ত্রিক ভাবে স্বীকৃতিলাভ করে।

উদ্দেশ্যপ্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরও ইছ্লামী আদর্শকে বানচাল করিয়া দেওয়ার প্রচেষ্টা স্থগিত হয় নাই, উক্ত প্রস্তাবের অপব্যাখ্যায় অবতীর্ণ হইয়া কেহ কেহ ইছ্লামী রাষ্ট্রাদর্শের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করিতেছেন, কেহ কোর্‌আন ও ছুন্নতের প্রাচীনতা ও অথর্বতার দোহাই পাড়িতেছেন আবার কেহ কেহ ইছ্লামী রাজ্যশাসন বিধানের অস্তিত্ব প্রমণিত করার জন্য আলিম সমাজকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন, কোরআন ও ছুন্নাহর সর্বসম্মত ও সুবিদিত সূত্রগুলিকে অবলীলাক্রমে অস্বীকার করা হইতেছে অথবা এরূপ ভাবে সেগুলির ব্যাখ্যা করার চেষ্টা চলিয়াছে যাহা সাহিত্য, অভিধান, ইতিহাস ও ইজামা-ই-উম্মতের সম্পূর্ণ—প্রতিকূল। পক্ষান্তরে আলেম সমাজের একটি দল গতানুগতিকতার মোহে আধুনিক প্রয়োজন ও ইজ্‌তিহাদের গুরুত্ব অনুভব করিতে পারিতেছেননা, অধিকন্তু তাঁহারা মত ও পথের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিতেছেন। প্রতিকূল অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গণপরিষদের মূলনীতি ও মৌলিক-অধিকার নির্ধারণ সমিতি যে ইন্টেরিম রিপোর্ট প্রকাশ করেন, তাহা পাকিস্তানের জনমণ্ডলীকে বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল করিয়া তোলে এবং সকল স্থান হইতে দল ও শ্রেণী নির্বিশেষে সকলেই রাজ্যশাসন বিধানের উক্ত অনৈছলামিক খসড়ার কঠোর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রতিবাদের লক্ষ ও উদ্দেশ্যে সকল দল একমত হইতে পারেননাই, পূর্বপাকিস্তানের প্রতিবাদের ধরণটা মোটামুটিভাবে ধর্মনিরপেক্ষই হইয়াছিল। উদ্দেশ্যপ্রস্তাবের আওতায় ইন্‌টেরিম রিপোর্টে কোন্ কোন্ বিষয়ে কোরআন ও ছুন্নাহর অন্যথাচরণ করা হইয়াছে, সমগ্র পূর্বপাকিস্তানে নিখিল বংগ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ ও জম্‌ঈয়তে উলামায়ে ইছ্লাম ছাড়া অন্যকোন প্রতিষ্ঠান, দল বা ব্যক্তি তাহা দৃকপাত করাও আবশ্যক বিবেচনা করেননাই। এ সম্পর্কে মুছলিমলীগের তুষ্ণীম্ভাব সর্বাপেক্ষা পীড়াদায়ক হইয়াছে কেহ কেহ দলীয় স্বার্থ বা ব্যক্তিগত মাতব্বরী চরিতার্থ করিতে গিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন আবার অনেকে শুধু প্রতিবাদের উদ্দেশ্যেই প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন,—রিপোর্টের যে অংশগুলি বিনাবাধায় গৃহীত হওয়া উচিৎ, তাঁহারা সেগুলিরও প্রতিবাদ করিয়াছেন।

নিখিলবংগ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহলেহাদীছের কার্য্যকরী সংসদ ১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ইন্টেরীম রিপোর্ট সম্পর্কে দ্বাদশটি সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে করাচীতে শিয়া ও ছুন্নী নির্বিশেষে সকল দলের উলামা ইছলামী রাজ্যশাসনের ২২টি মূলনীতি সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করেন, দুই একটী বিষয়ে সামান্য মতদ্বৈধতা থাকিলেও নিখিলবংগ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহলেহাদীছ কর্তৃক মোটা মুটিভাবে সেগুলিও সমর্থিত হয়। উলামা সমাজের মতভেদকে বাহানা বানাইয়া যাঁহারা পাকিস্তানে ইছ্লামী শাসনসংবিধান বলবৎ করার বিরোধিতা—করিয়া আসিতেছিলেন, করাচীর উলামা কন্‌ফারেন্স যে তাঁহাদের সমুচিত জওয়াব দিতে সক্ষম হইয়াছেন ইহাতে সন্দেহর অবকাশ নাই।

এ সব সত্ত্বেও কোরআন ও ছুন্নাহকে ভিত্তি করিয়া পাকিস্তানের জন্য ইছলামী শাসনতন্ত্রের বিস্তৃত আলোচনাপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করার প্রয়োজন এখনো নিঃশেষিত হয় নাই, বিশেষতঃ এ বিষয়ে পূর্বপাকিস্তানের মাতৃভাষায় লিখিত সাহিত্যের একান্ত অভাব তীব্র ভাবে অনুভূত হইতেছে। এ অভাব পূরণ করার পথে যে সকল অসুবিধা ও বাধাবিঘ্ন রহিয়াছে, আমরা সেগুলি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। দীর্ঘকাল ব্যাপী সম্মিলিত গবেষণা দ্বারাই এই দুরূহ পথ অতিক্রম করা যাইতে পারে, অথচ আপাততঃ সেরূপ কিছু ঘটার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না, পক্ষান্তরে পাকিস্তানের রাজ্যশাসন বিধান অধিকতর বিলম্বিত করাও কোন ক্রমে সমীচীন নয়, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও ইহার জন্য ত্বরান্বিত হইয়াছেন।

যাহা অপরিহার্য, সর্বাংগসুন্দররূপে সমাধা করার ক্ষমতা নাই বলিয়া আংশিক ভাবেও তাহা সম্পন্ন করার জন্য চেষ্টা করিতে হইবেনা, এই দীন লেখক তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয় বলিয়া নিখিল বংগ ও আসাম জমঈয়তে আহ্লেহাদীছের মুখপত্র দ্বিতীয় বর্ষ "তর্জুমানুলহাদীছের" তৃতীয় সংখ্যা হইতে—অনান্য সন্দর্ভের প্রকাশ স্থগিত রাখিয়া পাকিস্তানের শাসন সংবিধান শীর্ষক একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখা আরম্ভ করা হয়। এই অত্যাবশ্যক রচনার জন্য যে রূপ সময় ও অখণ্ড মনোযোগের আবশ্যক, স্বীয় রোগ-জীর্ণ অবস্থা ও বিবিধ প্রকার কার্যের চাপে দুঃখের বিষয় তাহা নিয়োজিত করা সম্ভব পর হয়নাই, এমন কি পরবর্তী অংশের রচনায় প্রবৃত্ত হইবার সময়ে পূর্বপ্রকাশিত অংশগুলিও পাঠ করিয়া দেখার — সুযোগ ঘটে নাই। আলোচ্য বিষয়গুলির কোন নোটও লিপিবদ্ধ করি নাই। শুধু স্মরণ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিয়াগিয়াছি। ফলে সংবিধান রচনার আধুনিক সম্পাদন রীতি ইহাতে রক্ষিত হয় নাই। এই অবস্থার ভিতর যতটুকু— অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে তাহার সমষ্টি পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইল। ইছলামী রাজ্যশাসন বিধান সম্বন্ধে যাঁহারা অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে চান, "ইছ্‌লামী শাসনতন্ত্রের সূত্র" এবং "পাকিস্তানের শাসনসংবিধান" তাঁহাদের পক্ষে উপকারী হইবে, এ আশা আমার আছে। যাঁহারা ইছলামী রাষ্ট্রাদর্শ ও উহার রূপরেখার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাননা, তাঁহাদের চৈতন্য সঞ্চার করাও এই প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য, ইহা পাকিস্তান গনপরিষদের সদস্যমণ্ডলীর সদিচ্ছারও সহায়ক হইতে পারে, এরূপ ধারণা করা গ্রন্থকারের পক্ষে ইন্‌শাআল্লাহ ধৃষ্টতা হইবেনা।

"পাকিস্তানের শাসনসংবিধান" দ্বারা আমরা ইহা বুঝাইতে চাই নাইযে, পাকিস্তানে এই সংবিধান বলবৎ হইয়াছে বা অদূর ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। গ্রন্থকারের বিবেচনায় যে প্রতিশ্রুতি দ্বারা পাকিস্তান অর্জিত হইয়াছে, তাহা রক্ষা করিতে হইলে বক্ষমান প্রবন্ধে আলোচিত এবং নির্দেশিত শাসন—পদ্ধতি পাকিস্তানে প্রবর্তিত হওয়া উচিত। গ্রন্থকার এ আশা অবশ্যই পোষন করেযে, আজি হউক কালি হউক, ইছলামী নীতি ও আদর্শ সম্বন্ধে পাকিস্তানের চেতনা উদ্রিক্ত করিতে পারিলে ইছলামী শাসনসংবিধান প্রবর্তন করার পথে যেসকল অন্তরায় পরিদৃষ্ট হইতেছে, সমস্তই বিলীন হইয়া যাইবে।

সর্বশেষে সুধী সমাজের নিকট আরয এই যে, লেখকের অযোগ্যতার ফলে প্রবন্ধে যেসকল ত্রুটী-বিচ্যুতি রহিয়া গিয়াছে, সেগুলি সম্বন্ধে সতর্ক করিলে লেখক উপকৃত ও চরিতার্থ হইবে।

আল্লাহ এই দুর্বল প্রচেষ্টাকে তাঁহার জন্য একান্ত করুন।

فیض روح القدس ارباز مدد فرمایند
دیگراں هم بکنند آنچه مسیحا می کرد ۔
و ان ارید الا الاصلاح ما استطعت وما
توفیقی الا باللہ ۔

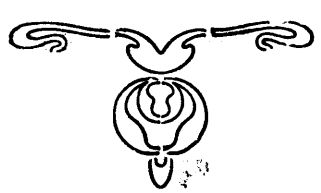

নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির প্রতি ঈমান

(পঞ্চম সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

আল্-মোহাম্মদী।

(গ) উবাই বিনে কঅবের হাদীছ.

৪১। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,—নবীগণের মধ্যে আমার উদাহরণ, যেন এক ব্যক্তি একটী গৃহ নির্মাণ — করিয়া উহাকে সুসজ্জিত ও সম্পূর্ণ করিলেন কিন্তু উক্ত গৃহে একটী ইষ্টকের পরিমাণ স্থান বাদ রাখিয়া দিলেন। লোকেরা গৃহটীর চতুর্দিকে ঘুরিতে এবং বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিল : ইষ্টকটীর স্থান পূর্ণ হইলে কি সুন্দর হইত! রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন,—— আমি নবীগণের মধ্যে ইষ্টকের স্থান (পূরণ করিয়াছি)—আহমদ ও তিরমিযী। *

مثلی فی النبیین کمثل رجل بنی دارا فاحسنها واکملها وزاد الترمذی واجملها وترک منها موضع لبنة زاد احمد لم یضعها فجعل الناس یطوفون بالبنیان ویعجبون منه ویقولون : لو تم موضع تلک اللبنة فانا فی النبیین موضع تلک اللبنة

(ঘ) আবুছঈদ খুদ্রীর হাদীছ.

৪২। রছুলুল্লাহ বলিয়াছেন,— আমার এবং — আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উদাহরণ; যেন জনৈক ব্যক্তি একটী গৃহ নির্মাণ করিলেন এবং শুধু একটী মাত্র ইষ্টকের স্থান ব্যতীত গৃহটীর নির্মাণ কার্য সমাধা করিলেন। আমি আগমন করিলাম এবং উক্ত ইষ্টকের স্থান পূর্ণ করিলাম — আহমদ। *

مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی دارا فاتمها الا موضع لبنة واحدة فجئت انا فاتممت تلک اللبنة ـ

৪৩। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যে, আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উদাহরণ, যেন এক ব্যক্তি একটী গৃহ নির্মাণ করিয়া— উহা সুসজ্জিত ও — সর্বাংগ সুন্দর করিলেন কিন্তু উহার একটী— কোণের একটী ইষ্টকের স্থান বাদ রাখিলেন। লোকেরা— ঘরটী প্রদক্ষীণ — করিতে এবং বিস্ময় প্রকাশ করিতে — লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল—এই ইষ্টকের স্থানটী যদি পূর্ণ হইত! রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমি সেই ইষ্টক এবং আমি নবীগণের সমাপ্তকারী—"খাতেমুন নবীঈন"! মুছলিম। *

مثلی ومثل النبیین من قبلی کمثل رجل بنی بنیانا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاویة من زوایاه فجعل الناس یطوفون به ویتعجبون له ویقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال : فانا اللبنة وانا خاتم النبیین ـ

চতুর্থ প্রকরণ

প্রশস্তি

কোরআনের ছুরত আল্আহ্যাবে আল্লাহ তদীয় রছুল মোহাম্মদ মুছতফাকে (দঃ) সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন— এবং— যখন আমরা নবীগণের নিকট হইতে তাঁহাদের প্রতিশ্রুতির শপথ গ্রহণ করিতেছিলাম, তখন আপনার নিকট হইতে এবং নূহ, ইব্রাহীম, মূছা ও মরয়মের পুত্র ঈছার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি

واذ اخذنا من النبیین میثاقهم ومنک ومن نوح وابراهیم وموسی وعیسی ابن مریم واخذنا منهم میثاقا غلیظا ـ

* মুছনদ (৫) ১৩৭ পৃঃ ; তিরমিযী (৪) ২৯৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে অতি কঠোর শপথ লইয়াছিলাম— ৭ আয়ত।

যে সকল রছুল ও নবীর নিকট হইতে সত্য— প্রচার ও সত্যপ্রতিষ্ঠার কঠোর প্রতিশ্রুতি গৃহীত হইয়াছিল, ইতিহাসের ধারাবাহিকতা সূত্রে তন্মধ্যে পর্যায়ক্রমে নূহ, ইবরাহীম, মূছা ও ঈছা আলায়হিমুছ-ছালামের নাম উল্লিখিত হইয়াছে কিন্তু সকলের — পুরোভাগে উল্লিখিত হইয়াছেন হযরত নবীউল্লাহ মোহাম্মদ মুছ্‌তফা আলায়হিছ্‌ছালাতো ওয়াছ্‌ছালাম। ইহার কারণ কি ?

(ক) আবুহোরায়রার হাদীছ.

৪৪। উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,—

كنت اول النبـيـيـن فى الخلق وآخرهم فى البعث

সৃষ্টির দিক দিয়া আমি সকল নবীর প্রথম এবং আবির্ভাবের দিক দিয়া আমি তাঁহাদের শেষ— ইব্‌নো আবিহাতিম, হাছান বিনে ছুফ্‌য়ান, ইব্‌নে মর্দওয়ে, আবুনঈম, দয়লমী ও ইব্‌নে আছাকির। *

৪৫। ইব্‌নেছ্অদ ও ছঈদ বিনে আবি আরুবা উল্লিখিত হাদীছ কত্তাদার বাচনিক মুর্ছল ভাবে— রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং উহাতে "সকল নবীর প্রথম" স্থলে "সকল মানবের প্রথম"—

كـنـت اول الناس فى الخلـق

উল্লিখিত হইয়াছে। ✝

(খ) উমর ফারুকের হাদীছ,

৪৬। কাযী ইয়ায তাঁহার অমূল্য শিফা গ্রন্থে— উমর ফারুকের উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যাহা শ্রবণ করিয়া রছুলুল্লাহ (দঃ) ক্রন্দন করিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহর রছুল (দঃ) আমার পিতা ও মাতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হউন, আল্লাহর কাছে আপনার পদ-মর্যাদা এত অধিক যে, তিনি আপনাকে সর্বশেষ নবী "আখের-রুল আম্বিয়া" রূপে প্রেরণ করিলেন, অথচ আপনি তাঁহাদের পুরোভাগে উল্লিখিত হইয়াছেন। *

بابى انت وامى يارسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عند الله ان بعثك آخر الانبياء وذكرك فى اولهم -

(গ) আবুযর গিফারীর হাদীছ.

৪৭। আবুযর বলিতেছেন, আমি রছুলুল্লাহ (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রছুল,— নবীগণের সংখ্যা কত ? হুযুর (দঃ) বলিলেন ১ লক্ষ ২৪ হাজার। আবুযর বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহাদের মধ্যে রছুল কতজন ? হুযুর (দঃ) বলিলেন, তিন শত তের জন ! এক বিরাট দল ! অতঃপর রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, হে আবুযর, বনুআদম চারিজন : শীছ, নূহ, খনুখ ও ইদ্‌রীছ — তিনিই সর্বপ্রথম কলমের সাহায্যে লেখেন। আরবগণের মধ্যে— চারিজন নবী আসিয়াছেন : হুদ, ছালিহ, শুআইব আর তোমার নবী অর্থাৎ স্বয়ং রছুলুল্লাহ (দঃ)। বনীইছ্‌রাঈলদের প্রথম নবী মূছা আর সকল নবীর প্রথম আদম এবং— তাঁহাদের সর্বশেষ তোমার নবী অর্থাৎ স্বয়ং রছুলুল্লাহ (দঃ) —ইব্‌নে হিব্বান (ছহীহ), হাকিম, ইবনে আছাকির, হাকীম-তিরমিযী ও আব্দবিনে —— হোমায়দ। ✝

يارسول الله كم الانبياء ؟ قال مائة الف نبى واربعة وعشرون الفا - قلت : يا رسول الله كم الرسل منهم ؟ قال ثلاث مائة وثلاثة عشر جماغفيرا - ثم قال : يااباذر : اربعة بنوآدم : شيث ونوح وخنوخ وادريس ' وهو اول من خط بالقلم- واربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك- واول نبى من بنى اسرائيل موسى واول بنى آدم وآخرهم نبيك عليهم الصلوة والسلام -

* দলায়েল, ৬পৃঃ : কন্‌যুল উম্মাল (৬) ১১৩পৃঃ ; তফ্‌ছীর ইব্‌নেকছীর (৬) ৫০৬পৃঃ ; দুর্‌রেমনছুর (৫) ১৮১পৃঃ।

✝ তাবাকাত (১) ১ম প্রঃ ৬৬ পৃঃ ; ইব্‌নেকছীর (৬) ৫০৬ পৃষ্ঠা।

* শিফা ফি হকুকিল মুছ্‌তফা, ৩৭ পৃঃ।

✝ মুছ্‌তদ্‌রক (২) ৫৯৭, তফ্‌ছীর মযহরী (১)

www.ahlehadeethbd.org

(ঘ) আবুহোরায়রার হাদীছ,

৪৮। রছুলুল্লাহ (দঃ) মি'রাজের সুদীর্ঘ হাদীছ প্রসংগে উল্লেখ করিলেন যে, তাঁহার প্রার্থনার উত্তরে আল্লাহ বলিলেন,— আমি আপনাকে খলীল ও হাবীব রূপে গ্রহণ করিয়াছি আর একথা তওরাতে লিপিবদ্ধ আছে : মোহাম্মদ রহমানের হাবীব। আমি আপনাকে— সমগ্র মানবসমাজের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছি এবং আপনার উম্মতকে (পুনরুত্থান দিবসে) সর্বপ্রথম এবং তাঁহাদিগকেই ইহ জগতে সর্বশেষ করিয়াছি। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার উম্মতগণ ইহা সাক্ষ্যদান করিবেনা যে, আপনি আমার দাস এবং রছুল, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের কোন সম্ভাষণ (খুত্‌বা) বৈধ হইবেনা। আমি সৃষ্টির দিক দিয়া আপনাকে সকল নবীর প্রথম এবং আবির্ভাবের দিক দিয়া আপনাকে তাঁহাদের শেষ করিয়াছি। — আপনাকে উদ্‌ঘাটক এবং সমাপ্তকারী করিয়াছি।

قد اتخذتك خليلا وحبيبا، فهو مكتوب فى التوراة : محمد حبيب الرحمن، وارسلتك الى الناس كافة وجعلت امتك هم الاولون وهم الاخرون، وجعلت امتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا انك عبدى و رسولى — وجعلتك اول النبيين خلقا وآخرهم بعثا..... وجعلتك فاتحا وخاتما —

ইমাম আবুজা'ফর রাযী বলেন, খাতিমের অর্থ নবুওতের শেষকারী আর ফাতিহের তাৎপর্য কিয়ামতে শাফাআতের সূচনাকারী, বয্‌যার ও ইব্‌নে-জরীর। *

৪৯। মিঅ্‌রাজের নিশীথে রছুলুল্লাহ (দঃ) বয়তুলমক্‌দছে উপস্থিত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন— এবং ছখরার সহিত তাঁহার অশ্ববল্গা— আবদ্ধ করিলেন, —

اتى بيت المقدس فنزل فربط فرسه الى صخرة، فصلى مع الملائكة فلما قضيت الصلوة، قالوا : يا جبريل من هذا معك ؟ قال هذا محمد رسول الله

অতঃপর ফেরেশ্‌তাগণের সহিত নমায صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين — পড়িলেন। নমায অন্তে ফেরেশতাগণ বলিলেন,— জিব্রীল, আপনার সংগে ইনি কে? জিব্রীল বলিলেন, ইনি আল্লাহর রছুল মোহাম্মদ (দঃ) নবীগণের সমাপ্তকারী— বয্‌যার।

হয়ছুমী বলেন, উভয় হাদীছের পুরুষগণ বিশ্বস্ত শুধু ইহা অনির্দিষ্ট যে, এই হাদীছ রুবাইয়অ বিনে আনছ আবুল আলীয়ার নিকট শ্রবণ করিয়াছেন না অন্য কোন তাবেয়ীর নিকট গ্রহণ করিয়াছেন। *

৫০। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমাকে— অন্যান্য নবীগণ অপেক্ষা ছয়টী বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হইয়াছে আমাকে ভাষার — সর্বাংগীন সম্পদ প্রদত্ত হইয়াছে, আমাকে সন্ত্রাসিত করার শক্তি দেওয়া হইয়াছে — আমার জন্য যুদ্ধের লুণ্ঠনকে হালাল করা হইয়াছে এবং মাটিকে আমার জন্য বিশুদ্ধতা লাভের উপকরণ ও মছ্‌জিদে পরিণত করা হইয়াছে। আমি— সমগ্র মানব সমাজের জন্য প্রেরিত হইয়াছি এবং আমার দ্বারা নবীগণকে সমাপ্ত করা হইয়াছে — আহ্‌মদ, মুছ্‌লিম, তির্‌মিযী ও বাগাভী। †

فضلت على الانبياء بست : اعطيت جوامع الكلم و نصرت بالرعب واحلت لى الغنائم وجعلت لى الارض طهورا و مسجدا و ارسلت الى الخلق كافة وختم بى النبيون —

(ঙ) আনছ বিনে মালিকের হাদীছ,

৫১ রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন,—যেদিন আমার আকাশে নৈশভ্রমণ হইয়াছিল, আমার— প্রভু আমাকে তাঁহার এতদূর সান্নিধ্য দান করিয়াছিলেন যে,— তাঁহার ও আমার—

لما اسرى بى الى السماء قربنى ربى تعالى حتى كان بينى و بينه كقاب قوسين او ادنى بل ادنى ! قال : يا حبيبى يا محمد، قلت : لبيك

* তফছীর তবরী (১৫) ৭ ও ৯ পৃঃ, মজ্‌মাউয্‌-যওয়ায়েদ (১) ৭১ পৃঃ।

* মজ্‌মাউয্‌যওয়ায়েদ (১) ৬৮ ও ৭২ পৃঃ।

† মুছ্‌নদ (২) ৪১২, মুছ্‌লিম (১) ১৯৯; তির্‌মিযী (২) ৩৭৮; শরহে ছুন্নাহ (M. S) ১৯৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভিতর দুইটী সংলগ্ন ধনুকের মধ্যবর্তী— ব্যবধানের তুল্য বা— তাহা অপেক্ষাও কম— আরো কম দূরত্ব— রহিয়াগিয়াছিল।— আল্লাহ বলিলেন, হে আমার প্রিয়, হে— মোহাম্মদ, যদি— আমি আপনাকে সর্বশেষ নবী করি, তাহা কি আপনার পক্ষে দুশ্চিন্তার কারণ হইবে? আমি বলিলাম, হে আমার প্রভু, না। পুনশ্চ আল্লাহ বলিলেন, হে আমার বন্ধু, আপনার উম্মতকে সর্বশেষ উম্মতে পরিণত করিলে তাহা কি আপনার উম্মতের পক্ষে দুশ্চিন্তার কারণ হইবে? আমি বলিলাম, না প্রভু! আল্লাহ বলিলেন, আপনার উম্মতকে আমার ছালাম জানাইয়া দিন এবং তাঁহাদিগকে বলুন যে, আমি তাহাদিগকে সর্বশেষ উম্মত করিয়াছি এবং আমি কদাচ তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিব না,—খতীব, দয়লমী ও ইব্‌নেজওযী। *

يا رب' قال : هل غمك ان جعلتك آخر النبيين ? قلت : يارب لا ! قال : حبيبي' هل غم امتك ان جعلتهم آخر الامم ? قلت : يارب لا - قال : ابلغ امتك عني السلام واخبرهم ان جعلتهم آخر الامم ولا افضحهم -

(চ) ছুহল ছাএদীর হাদীছ,

৫২। আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আব্বাছ রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট হিজ্‌রতের অনুমতি প্রার্থনা করিলে হুযুর (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, চাচাজী, আপনি যে স্থানে রহিয়াছেন, সেই স্থানেই থাকুন, আল্লাহ যেরূপ আমার দ্বারা নবুওত শেষ করিয়াছেন, তদ্রূপ আপনার দ্বারা হিজরতকে সমাপ্ত করিবেন,— তাবারানী, আবু ইয়া'লা, ইব্‌নে আছাকির ও ইব্‌নে নজ্জার।

ياعم' اقم مكانك الذي انت فيه' فان الله عزوجل نختم بك الهجرة كما ختم بي النبوة -

হয়ছমী বলেন, এই হাদীছের অন্যতম বর্ণনাদাতা ইছ্‌মাঈল বিনে কয়েছ বর্জনীয়। †

(ছ) আব্‌দুল্লাহ বিনে আম্‌র বিনুল আছের হাদীছ,

৫৩। একদা রছুলুল্লাহ (দঃ) আমাদের নিকট এরূপ ভাবে আগমন করিলেন, যেন তিনি আমাদিগকে চির বিদায় দান করিতেছেন। অতঃপর— বলিলেন,—আমি উম্মী নবী মোহাম্মদ (দঃ)! আমি উম্মী নবী মোহাম্মদ! আমি উম্মী নবী মোহাম্মদ (দঃ) আমার পর আর কোন নবী নাই। আমাকে বাক্যের — আদি, অন্ত এবং পূর্ণত্ব দান করা হইয়াছে! দুযখের প্রহরী কয়জন আর আর্‌শের উত্তোলনকারীদের সংখ্যা কত, তাহা আমি অবগত আছি। আমার কল্যাণে ধর্ম সহজসাধ্য এবং আমার উম্মতের পক্ষে শান্তিদায়ক হইয়াছে। অতএব যত দিন আমি তোমাদের মধ্যে রহিয়াছি, আমার কথা শ্রবণ ও প্রতিপালন কর আর আমি চলিয়া গেলে তোমরা আল্লাহর গ্রন্থের অনুসরণ করিতে থাকিও,—আহ্‌মদ।

انا محمد النبي الامي ! انا محمد النبي الامي ! ! انا محمد النبي الامي ! ولانبي بعدي ! اوتيت فواتح الكلم و خواتمه و جوامعه' و علمت كم خزنة النار و حملة العرش وتجوز بي وعوفيت امتي' فاسمعوا واطيعوا مادمت فيكم' فاذا ذهب بي' فعليكم بكتاب الله !

এই হাদীছ ইমাম আহ্‌মদ বিভিন্ন ছনদের— সহিত তাঁহার মুছ্‌নদে রেওয়ায়ত করিয়াছেন। *

পঞ্চম প্রকরণ

রছুলুল্লাহর (দঃ) পর আর কোন নবী নাই

(ক) আবুহোরায়রার হাদীছ,

৫৪। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন বনী ইছ্‌রাঈল-গণের শাসনকার্য নবীগণ পরিচালনা করিতেন, একজন নবীর মৃত্যু হইলে অন্য আর

كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء' كلما هلك نبي خلفه نبي' وانه لا نبي بعدي - وسيكون خلفاء

* কনযুল উম্মাল (৬) ১১২ পৃঃ।

† মজ্‌মাউয যওয়ায়েদ (৯) ২৬৯ পৃঃ।

* মুছ্‌নদ (২) ১৭২ ও ২১২ পৃঃ; শিফা, ১৩৪ পৃঃ; ইব্‌নেরজবের জামেউল উলূমে ওয়াল হিকাম, ১৮৭ পৃঃ · কনযল উম্মাল (১) ৪৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

একজন নবী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইতেন, অথচ **নিশ্চয় আমার পর আর কোন নবী নাই।** অবশ্য আমার পর খলীফা হইবেন এবং তাঁহাদের সংখ্যা অনেক হইবে,— আহ্মদ, বুখারী ও মুছ্লিম। *

فيكثرون -

৫৫। রছুলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন, নবীগণ বনী ইছ্রাঈলগণের শাসন কার্য পরিচালনা করিতেন, একজন নবী চলিয়া গেলে আর একজন নবী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইতেন কিন্তু **আমার পর— তোমাদের মধ্যে আর কোন নবীর অভ্যুদয় ঘটিবেনা।** লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রছুল (দ:), তাহাহইলে কি হইবে? রছুলুল্লাহ (দ:) বলিলেন, বহুসংখ্যক খলীফা হইবেন, ইবনে শয়বা ও ইবনে মাজা। ✦

ان بنى اسرائيل كانت تسوسهم الانبياء ' كلما ذهب نبى خلفه نبى ' وانه ليس كائن بعدى نبى فيكم - قالوا فما يكون يارسول الله ؟ قال: تكون خلفاء' فتكثروا

৫৬। রছুলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন, বনী ইছরাঈলের শাসনকার্য তাঁহাদের নবীরাই চালাইতেন.— একজন নবীর মৃত্যু হইলে আর একজন নবী দাঁড়াইতেন, কিন্তু **আমার পর আর কোন নবী নাই,**—ইবনে জরীর। ❃

كلما هلك نبى قام نبى وانه لا نبى بعدى !

৫৭। রছুলুল্লাহ (দ:) বলিলেন, আমি নবীগণের শেষ এবং আমার— মছ্জিদ মছ্জিদসমূহের শেষ। (অন্য রেওয়ায়তে) আমি নবীগণের সমাপ্তকারী এবং আমার মছ্জিদ নবীগণের মছ্জিদসমূহের সমাপ্তকারী—মুছলিম। ¶

انى آخر الانبياء وان مسجدى آخر المساجد - وفى رواية انا خاتم الانبياء ومسجدى خاتم مساجد الانبياء -

* মুছ্নদ (১) ২৯৭; বুখারী, ফত্হসহ (৬) ৩৬০; মুছলিম (২) ১২৬পৃ:।

✦ কন্যুল উম্মাল (৩) ১৬৯, ইবনেমাজা, ২১২ পৃ:।

❃ কন্যুল উম্মাল (৩) ১৬৮ পৃ:।

¶ মুছলিম (১) ৪৪৬, কনযুল উমমাল (৬) ২০৬ পৃ:।

(খ) ছঅদ বিনে আবিওয়াক্কাছের হাদীছ,

৫৮। রছুলুল্লাহ (দ:) তবুকের যুদ্ধে যাত্রাকরেন এবং হয্রত আলীকে তাঁহার স্থলাভিষিক্তরূপে মদীনায় রাখিয়া যান। আলী বল্লেন, আপনি আমাকে নারী ও শিশুদের সংগে ফেলিয়া যাইতেছেন? রছুলুল্লাহ (দ:) বলিলেন, হয্রত মুছার সহিত হারূনের যে সম্পর্ক ছিল, আমার সহিত তোমার সেইরূপ সম্পর্কে কি তুমি সন্তুষ্ট নও? তফাৎ শুধু এইযে, **আমার পর আর কোন নবী নাই,**—আহ্মদ, বুখারী, মুছলিম ও— আবুইয়োলা। •

الا ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى' الا انه ليس نبى بعدى -

৫৯। রছুলুল্লাহ (দ:) হযরত আলীকে বলিলেন, হযরত মুছার জন্য যেমন হারূন,— তুমিও আমার পক্ষে তাহাই! তফাৎ শুধু এইটুকু যে, আমার পর আর কোন নবী নাই—আহমদ ও মুছলিম। ❃

انت منى بمنزلة هارون من موسى. الا انه لانبى بعدى !

৬০। আবু ছুফয়ানের পুত্র মুআবীয়া ছঅদ বিনে আবিওয়াক্কাছকে একদা আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আবুতোরাব অর্থাৎ আলীকে গালাগালি করিতে আপনি ইতস্তত:— করেন কেন? ছঅদ বলিলেন, রছুলুল্লাহ— (দ:) হযরত আলীকে যে তিনটী কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার স্মরণ রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটী

ما منعك ان تسب ابا التراب ؟ فقال سعد : اما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقوله وقد خلفه فى بعض مغازيه - فقال له على : يارسول الله خلفنى مع النساء و الصبيان ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :

* মুছনদ (২) ১৮৫; বুখারী, ফত্হসহ (৮) ৮৬ পৃ:, মুছলিম (২) ২৭৮ পৃ:। মজমাউয্যওয়ায়েদ (৯) ১০৯ পৃ:।

❃ মছনদ (২) ১৮৪, মুছলিম (২) ২৭৮ পৃ:।

www.ahlehadeethbd.org

কথা এই যে, কোন অভিমানে রছুলুল্লাহ (দঃ) হযরত আলী কে পশ্চাদবর্তী করিয়াছিলেন।

اماترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى ? الا انه لانبوة بعدى !

হযরত আলী বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহর রছুল, আপনি আমাকে নারী ও শিশুদের দলে পিছনে ফেলিয়া গেলেন? রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, মূছার জন্য যেমন হারূণ ছিলেন,— আমার সহিত তোমার সেইরূপ সম্পর্কে কি তুমি সন্তুষ্ট নও? তফাৎ শুধু এইটুকু যে, **আমার পর আর নবুওত নাই** – আহ্‌মদ, মুছলিম ও তিরমিযী। *

৬১। মুআবীয়া তাঁহার কোন এক হজ্জ উপলক্ষে আগমন করায় ছঅদ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। হযরত আলীর কথা উত্থাপিত হইলে ছঅদ অতিশয় রুষ্ট হইয়া উঠেন এবং বলেন, আমি রছুলুল্লাহ— (দঃ) কে বলিতে— শুনিয়াছি তিনি বলিয়াছিলেন: আমি— যাহার অন্তরংগ বন্ধু, আলীও তাহার অন্তরংগ বন্ধু! আমি রছুলুল্লাহ (দঃ) কে ইহাও বলিতে শুনিয়াছি, হে আলী, মূছার জন্য যেমন হারূণ, তুমি আমার পক্ষে তাহাই। তফাৎ এই টুকু যে, **আমার পর আর নবী নাই**—ইব্‌নেমাজা। ✦

من كنت مولاه فعلى مولاه وسمعته يقول : انت منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لانبى بعدى !

(গ) জাবির বিনে আবদুল্লাহর হাদীছ,

৬২। রছুলুল্লাহ (দঃ) যখন আলীকে পিছনে রাখিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন হযরত আলী বলিলেন, আপনি আমাকে পিছনে রাখিয়া গেলে লোকেরা কি বলিবে? রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, মূছার জন্য যেমন হারূণ— ছিলেন, আমার সহিত তোমার সেইরূপ— সম্পর্কে কি তুমি সন্তুষ্ট নও? পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, **আমার পর নবী নাই** (অথবা বলিলেন) **আমার পর আর কেহ নবী** হইবেনা—আহ্‌মদ। *

اماترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى ? الا انه ليس بعدى نبى (او) لايكون بعدى نبيا -

৬৩। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, انه لانبى بعدى আমার পর নবী নাই—তিরমিযী। ✦

(ঘ) আবদুল্লাহ বিনে উমরের হাদীছ,

৬৪। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, **আমার পর নবুওত নাই** এবং আমার উত্তরাধিকার নাই—তাবারানী।

لانبوة بعدى ولا وراثة

হয়ছমী বলেন, ছনদের অন্যতম রাবী ইয়াহ্‌য়া-বিনে ইয়াহ্‌য়া আছলমী দুর্বল। ❋

(ঙ) ছঅদ বিনে মালিকের হাদীছ,

৬৫। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন,— আমার পর নবী নাই —— انه لانبى بعدى ইব্‌নে ছঅদ। ¶

(চ) আবুছঈদ খুদ্‌রীর হাদীছ,

৬৬। রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিলেন যে,— **আমার পর নবী নাই**—আহ্‌মদ, বয্‌যার, আবুবক্‌র মতিরী।

হয়ছমী বলেন, ইমাম আহ্‌মদের ছনদের পুরুষগণ আতীঈয়াহ আওফী ছাড়া সকলেই বুখারীর — পুরুষ এবং আওফীকে ইবনেমুঈন বিশ্বস্ত বলিয়াছেন। §

(ছ) আবু উমামা বাহেলীর হাদীছ,

৬৭। বিদায় হজ্জের শেষ দিবস রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার খুত্‌বায় আদেশ করিলেন,—জনগণ, অবহিত হও, **আমার পর নবী নাই এবং তোমাদের পর আর উম্মত নাই**,— তাবারানী, ইবনে আছাকির ও ইবনেজরীর।

انه لانبى بعدى ولا امة بعدكم -

হয়ছমী বলেন, দ্বিবিধ ছনদের একটীর পুরুষগণ সকলেই বিশ্বস্ত। ||

---

* মুছনদ (২) ১৮৪, মুছলিম (২) ২৭৮, তিরমিযী [৪] ৩২৯ পৃঃ।

✦ ইবনেমাজা, মুকদ্দিমা, ১২ পৃঃ

* মুছনদ (৩) ৩৩৮ পৃঃ।

✦ তিরমিযী (৪) ৩৩১ পৃঃ।

❋ মজমাউয্‌যওয়ায়েদ (৯) ১১০ পৃঃ।

¶ তাবাকাত (৩) ১ম প্রঃ, ১৫ পৃঃ।

§ মজমাউয্‌যওয়ায়েদ (৯) ১০৯, কন্‌যুল উম্মাল (৬) ১৫৩ পৃঃ।

|| কন্‌যুল উম্মাল (৩) ৬২ ও মজমাউয্‌যওয়ায়েদ—(৮) ২৬৩পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

(জ) যরাহিনে আযিব ও যয়েদ বিনে আরকমের হাদীছ,

৬৮। দারিদ্রের অভিযান অর্থাৎ তবুক যুদ্ধের প্রাকালে রছুলুল্লাহ (দঃ) হযরত আলীকে বলিলেন. মদীনায় হয় আমাকে নয় তোমাকে অবশ্যই থাকিতে হইবে। অতঃপর তিনি হযরত আলীকে মদীনায় রাখিয়া গেলেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) যখন গাযী রূপে অগ্রসর হইলেন, তখন কতিপয় লোক বলাবলি—করিতে লাগিল যে, আলীর কোন কার্যে অসন্তুষ্ট হইয়াই রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে পিছনে রাখিয়াগিয়াছেন। হযরত আলী ইহা শ্রবণ করিয়া রছুলুল্লাহর (দঃ) পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আলী, তোমার আগমনের কারণ কি? আলী—বলিলেন, কতক লোকের ধারণা এই যে, আমার কোন কার্যে অসন্তুষ্ট হইয়া আপনি আমাকে মদীনায় রাখিয়া আসিয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া রছুলুল্লাহ (দঃ) হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, হে আলী, মূছার—সহিত হারূণের যে সম্পর্ক, আমার সহিত তোমার সেই সম্পর্কে কি তুমি সন্তুষ্ট নও? তফাৎ এই যে,—তুমি নবী নও এবং غير انك لست نبي لانه আমার পর আর নবী ليس نبي بعدي – নাই! হযরত আলী বলিলেন, নিশ্চয় হে আল্লাহর রছুল! হুযুর (দঃ) বলিলেন, ব্যাপারও ইহাই,—ইব্‌নে ছঅদ ও তাবারানী।

হয়ছমী বলেন, তাবারানীর ছনদের পুরুষগণ—ময়মুন আবু আবদুল্লাহ বছরী ব্যতীত সকলেই বুখারীর পুরুষ এবং ইব্‌নে হিব্বান ময়মুনকে বিশ্বস্ত বলিয়াছেন। *

[ঝ] আবু যিমমলের হাদীছ,

৬৯। স্বপ্নফল সংক্রান্ত সুদীর্ঘ হাদীছে রছুলুল্লাহ (দঃ) আবুযিম্‌মলকে বলিলেন, আর তুমি যে উষ্ট্রী দেখিয়াছ— واما الناقة التي رايت و رايتني ابعثها فهي الساعة عليها تقوم لانبي بعدي ولا امة بعدي – আর উহা আমাকে পরিচালনা করিতে দেখিয়াছ, উহা হইতেছে কিয়ামত, যাহা আমাদের সময়ে (অর্থাৎ রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওতের ভিতরেই) সংঘটিত হইবে। আমার পর [কিয়ামত পর্যন্ত] নবী নাই এবং আমার উম্মতের পর [কিয়ামত পর্যন্ত] উম্মত নাই,— বয়হকী (দলায়েল)। *

(ঞ) তমীম দারীর হাদীছ,

৭০। কবরের জিজ্ঞাসা সম্পর্কে এক দীর্ঘ হাদীছে রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, মৃত ব্যক্তি—কবরে বলিবে—ইছলাম আমার দীন আর فيقول الميت : الاسلام ديني و محمد نبيي' وهو خاتم النبيين' فيقولان له : صدقت! মোহাম্মদ [দঃ] আমার নবী এবং তিনি সমস্ত নবীর শেষ। তখন ফেরেশতা দুই জন বলিবেন,—তুমি সত্য বলিয়াছ,—আবু ইয়োলা ও ইবনো আবিদ্‌দুন্‌য়া। ✦

(ট) হাবশী বিনে জুনাদার হাদীছ,

৭১। রছুলুল্লাহ (দঃ) হযরত আলীকে বলিলেন, হে আলী, মূছার জন্য যেমন হারূণ,—তুমিও আমার পক্ষে তেমনি, তফাৎ শুধু এই যে, আমার পর নবী নাই— يا على انت منى بمنزلة هارون من موسى' الا انه لانبي بعدي – আবুনঈম। ✤

(ঠ) যয়েদ বিনে হারিছার হাদীছ,

৭২। রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট হইতে যয়েদ—বিনে হারিছাকে তাঁহার ইছলাম গ্রহণের পর তাঁহার আত্মীয়গণ লইয়া যাইবার জন্য আসিয়া যয়েদকে—বলিল, আমাদের সংগে চল। যয়েদ বলিলেন, আমি রছুলুল্লাহর (দঃ) পরিবর্তে বা তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও চাই না। তাহারা রছুলুল্লাহকে (দঃ) বলিল, আমরা এই বালকের জন্য সকলপ্রকার ক্ষতিপূরণ দিতে

---

* তাবাকাত (৩) ১ম প্রঃ ১৫ পৃঃ, মজমাউয্‌যওয়ায়েদ (৯) ১১১ পঃ।

* তফছীর ইবনেকছীর (৯) ৩৭০।

✦ তফছীর দুর্‌রে মন্‌ছুর (৬) ১৬৫ পৃঃ।

✤ কন্‌যল উম্মাল (৬)

www.ahlehadeethbd.org

প্রস্তুত আছি, আপনি বলুন, আপনি কি চান? রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন— আমি চাই, তোমরা সাক্ষ্য দান কর যে, আল্লাহ ব্যতীত কেহ প্রভু নাই এবং আমি আল্লাহর নবী ও রছুলগণের সমাপ্তকারী। তোমরা এই সাক্ষ্যদান করিলেই আমি যয়েদকে তোমাদের সংগে প্রেরণ করিব, হাকেম। *

اسالكم ان تشهدوا ان لا اله الا الله وانى خاتم انبيائه و رسله وارسلــه معكم –

(ড) আবু কবীলার হাদীছ,

১৩। রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন যে, আমার পর নবী নাই এবং তোমাদের পর উম্মত নাই, অতএব তোমরা তোমাদের প্রভুর ইবাদত কর, তোমাদের মাসে ছিয়াম পালন কর এবং তোমাদের শাসনকর্তাগণের অনুগত থাক, তাহাহইলে তোমাদের প্রভুর স্বার্গোদ্যানে প্রবেশ করিবে—তাবারানী ও—বাগাভী। +

لا نبى بعدى ولا امة بعدكم فاعبدوا ربكم و صوموا شهركم واطيعوا ولاة امركم تدخلوا جنة ربكم –

(চ) মালিক বিনে হুওয়ায়রছের হাদীছ

১৪। রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিলেন যে,—আমার পর আর—নবী নাই,—হাকেম ও তাবারানী। ‡

وانه لا نبى بعدى –

(ণ) আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছের হাদীছ,

১৫। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমার পর নবী নাই—বয্‌যার।

انه لانبى بعدى –

হয়ছমী বলেন যে আবুবল্‌জ কবীর ছাড়া ছনদের বর্ণনাদাতাগণ বুখারীর পুরুষ এবং আবুবল্‌জ — বিশ্বস্ত। ¶

* মুছতদ্‌রক (৩) ২১৪ পৃঃ।
+ কন্‌যুল উম্মাল
‡ মজমাউয্‌যওয়ায়েদ (৯) ১০৯ পৃঃ।
¶ ঐ (৯) ১১০ পৃঃ।

(ত) আলী বিনে আবিতালিবের হাদীছ,

১৬। রছুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে বলিলেন,—আমার স্থলাভিষিক্ত করার জন্য তোমাকে পিছনে রাখিয়াছি। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রছুল, আমি আপনার পিছনে—পড়িয়া থাকিব? রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, মূছার জন্য যেমন হারূণ, আমার জন্য তুমি সেইরূপ হওয়ায় কি তুমি সন্তুষ্ট নও? তফাৎ শুধু এই যে,—আমার পর নবী নাই,—তাবারানী (আওছত)।

خلفتك ان تكون خليفتى، قال اتخلف منك يا رسول الله ؟ قال : الا ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لانبى بعدى !

হয়ছমী বলেন, ছনদের পুরুষগণ সকলেই বুখারীর পুরুষ। *

(থ) আছমা বিন্‌তে উমায়ছের হাদীছ,

১৭। রছুলুল্লাহ (দঃ) আলীকে বলিলেন,—মূছার পক্ষে যেমন—হারূণ, তুমি আমার পক্ষে তেমনি। পার্থক্য শুধু এই যে, আমার পর নবী নাই,—আহমদ ও তাবারানী।

انت منى بمنزلة هارون من موسى، الا انه ليس بعدى نبى –

হয়ছমী বলেন, ফাতিমা বিন্‌তে আলী ব্যতীত ছনদের রাবীগণ সকলেই বুখারীর বর্ণনাদাতা এবং ফাতিমা বিশ্বস্ত। +

(দ) উম্মেছলমা জননীর হাদীছ,

১৮। রছুলুল্লাহ (দঃ) হযরত আলীকে বলিলেন,—মূছার পক্ষে যেমন হারূণ ছিলেন, আমার পক্ষে তুমি সেইরূপ—হইলে কি তুমি সন্তুষ্ট হওনা? তফাৎ এই যে, আমার পর নবী নাই,—আবুইয়োলা ও তাবারানী। +

اما ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى غير انه لانبى بعدى –

* মজমাউয্‌যওয়ায়েদ (৯) ১০৯ পৃঃ।
+ কন্‌যুল উম্মাল (৬) ১৫৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

(খে) ইমাম আহমদের হাদীছ,

৭৯। ইবনে বদ্‌রান মদ্‌খলে ও আবুইয়োলা—তাবাকাতে উল্লেখ—করিয়াছেন যে, ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল মুছদ্দদকে লিখিয়া—পাঠান যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,—

لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن الله قد اتخذ صاحبكم خليلا يعنى نفسه ولا نبى بعدى !

আমি যদি কাহাকেও একমাত্র বন্ধু (খলীল) রূপে গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে আবুবক্‌রকেই গ্রহণ—করিতাম কিন্তু আল্লাহ তোমাদের সহচর অর্থাৎ স্বয়ং রছুলুল্লাহ (দঃ) কেই খলীলরূপে বরণ করিয়া লইয়াছেন এবং আমার পর নবী নাই। *

(ন) ইব্‌নেমুতাহ্‌হর ইমামীর হাদীছ,

৮০। শীআ মযহবের স্বপ্রসিদ্ধ ইমাম ইবনে-মুতাহ্‌হর আহলেছুন্নতগণের বিরুদ্ধে মিন্‌হাজুল—করামহ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, ইহার প্রতিবাদ কল্পে শয়খুলইছ্‌লাম ইব্‌নেতয়মিয়হকে তাঁহার অমূল্য মিন্‌হাজুছ্‌ ছুন্নাহ নামক বিরাট গ্রন্থ রচনা করিতে হইয়াছিল। আহ্‌লেছুন্নতগণের শত্রুতায় প্রবৃত্ত হইয়াও সত্যের খাতিরে ইব্‌নে মুতাহ্‌হরকে নবুওতের পরিসমাপ্তির হাদীছ হযরত আলীর ফযীলত সম্পর্কে রেওয়ায়ত করিতে হইয়াছে। তিনি বলেন, তবুক যুদ্ধের সময়ে রছুলুল্লাহ (দঃ) হযরত আলীকে মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করেন এবং তাঁহাকে বলেন, তুমি অথবা আমি ছাড়া অন্য কেহ মদীনার উপযুক্ত নয়, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, মূছার জন্য যেমন—হারূণ, আমার পক্ষে তুমিও তেমনি হও, তফাৎ শুধু এই যে, আমার পর নবী নাই। ক

ان المدينة لاتصلح الا بى او بك ، اما ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لانبى بعدى -

* আল্‌মদ্‌খল, ১১ পৃঃ ; তাবাকাতুল হানাবিলা;—২৫০পৃঃ।

ক মিন্‌হাজুছ ছুন্নাহ (২) ১৭৫পৃঃ।

বিচার ও আলোচনা

আমরা তর্জুমানুল হাদীছে (দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা) প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম যে, রছুলগণের অধিপতি এবং নবুওতের সমাপ্তকারী হযরত মোহাম্মদ মুছতফা (দঃ) কর্তৃক নবুওতের চরমত্ব প্রাপ্তির অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ মুছ্‌নদের নিয়মে ১শতটী হাদীছ উপস্থাপিত করা হইবে। এ পর্যন্ত আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতির বৃহত্তম অংশ পূরণ করিয়াছি অর্থাৎ নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তি সম্বন্ধে মোট ৮০টী হাদীছ সংকলিত হইয়াছে এবং আল্লাহর ফযল ও তওফীক আমাদের সহচর হইলে অবশিষ্ট হাদীছগুলিও ক্রমশিকভাবে পাঠক পাঠিকাগণের খিদ্‌মতে পেশ করা হইবে।

ইমাম মালিক, আহমদ, বুখারী, মুছ্‌লিম,—আবুদাউদ, নাছায়ী, তির্‌মিযী, ইবনেমাজা, ইবনে ছঅদ, ইবনেআছাকির, বগভী, হাকিম, যহবী, আলী মুত্তকী, তাবারানী, দারমী, কাযী ইয়ায, ইবনেজরীর তবরী, ইবনেহজর, ছৈয়ূতী, ইবনেকছীর, বয়হকী, আবুনঈম, বয্‌যার, দলয়মী, ইবনো আবিহাতিম, ইবনেমর্দওয়ে, ইবনেহিব্বান, আব্দবিনে—হোমায়দ, হাকীম-তির্‌মিযী, খতীব, ইবনেজওযী, আবুইয়োলা, ইবনেনজ্জার, ইবনেশয়বা, ইবনে-তয়মিয়হ; ইবনো আবিদ্‌দুন্‌য়া ও ইবনেবদ্‌রান প্রভৃতি আহলেছুন্নত মুহাদ্‌দিছগণ এবং শীয়া ফকীহগণের—মধ্যে ইব্‌নে মুতাহ্‌হর যরত জুবয়র বিনে মুত্‌ইম, আবুমূছা আশ্‌আরী, আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছ, জাবির বিনে আবদুল্লাহ, হুযয়ফাবিনুল ইয়ামান, আত্‌তোফায়ল, কঅবুল আহবার, ইব্‌বায বিনে ছারিয়া,—আবুহোরায়রা, উবাই বিনে কঅব, আবুছঈদ খুদরী, আবুযর গিফারী, আনছ বিনে মালিক, ছহল ছাএদী, আবদুল্লাহ বিনে আম্‌র বিনুল আছ, ছঅদ বিনে—আবি ওয়াক্কাছ, আবদুল্লাহ বিনে উমর, ছঅদ বিনে মালিক, আবুছঈদ খুদ্‌রী, আবুউমামা বাহেলী, বরা-বিনে আযিব, যয়েদ বিনে আরকম, আবুযিম্‌মল,—হাবশী বিনে জুনাদা, যয়েদ বিনেহারিছা; আবুকবীলা, আলী বিনে আবিতালিব, মালিক বিনে হোওয়ায়রছ, আছমা বিন্‌তে উমায়ছ, উম্‌মেছলমা উম্‌মুল মুমিনীন

www.ahlehadeethbd.org

ادارية

সাময়িক প্রসংগ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

লাইব্রেরী
স্থাপিত- ১৯৬৬
পোঃ খোর্দ মোহ- পুর, রাজশাহী

হায় কায়েদে-মিল্লত!

পাকিস্তানের উজ্জলতম জ্যোতিষ্ক, আযাদী যুদ্ধের অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ, 'ইছলামী হুকুমতে'র নকীব মহাপ্রাণ কায়েদে-মিল্লত খান লিয়াকত আলী খান আর ইহজগতে নাই। তাঁহার অমর আত্মা ১৩৭১ হিজরীর ১৪ই মোহার্‌রম, বাংলা ১৩৫৮ সালের ২৯শে আশ্বিন মংগলবার তারিখে জনৈক নরঘাতকের—পিস্তলের গুলীর আঘাতে পশ্চিম পাঞ্জাবের লাহোর ও পেশাওয়ার শহরদ্বয়ের মধ্যবর্তী রাওয়ালপিণ্ডিতে পাপতাপ দগ্ধ, হিংসাবিদ্বেষ কলুষিত নশ্বরধাম পরিত্যাগ করিয়া ফিরদওছের যাত্রী হইয়াছে—ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। লোকে বলে, মানুষ নাকি তার স্বভাবসিদ্ধ স্বার্থপরতার জন্য শুধু বিচ্ছেদের জ্বালায় অধীর হইয়াই মৃতের জন্য অশ্রুপাত করে, কিন্তু শুধু এই কারণেই মরহুম কায়েদে-মিল্লতের বিয়োগে আজ আমাদের নয়নযুগল অশ্রুশিক্ত নয়, কারণ মৃত্যু একান্ত প্রিয়জনগণের মধ্যস্থলে যে অভেদ্য প্রাচীর রচনা করে, অতিশয় মর্মন্তুদ হইলেও উহা প্রকৃতির অলংঘনীয় বিধান!

چوں ختم الانبیا هم رفت کس باقی نمی ماند'
بجز ذات مقدس قادر و قيوم صمدانی ا

"শেষ নবী হয্‌রত মোহাম্মদ মুছ্‌তফাই (দঃ) যখন অনন্তের যাত্রী হইয়াছেন, তখন চিরকাল টিকিয়া থাকা কাহারো পক্ষেই সম্ভবপর নয়! একমাত্র—চিরন্তনের প্রভু মহাপবিত্র যিনি, সেই পরম শক্তিধর চিরঞ্জীবি পরাৎপর চিরদিন বিরাজ করিবেন!" অতএব শুধু মৃত্যুর জন্য শোকে মুহ্যমান হওয়া বৃথা!—কিন্তু লিয়াকত আলী যে যোগ্যতা ও গুণে বিভূষিত ছিলেন, পাকিস্তানের আসন্ন সংকট মুহূর্তে তাঁহার সেই যোগ্যতা ও কর্মকুশলতার যখন সর্বাধিক প্রয়োজন অনুভূত হইতেছিল, ঠিক সেই দুঃসময়ে তাঁহাকে আমাদের মধ্য হইতে অপসারিত করা হইয়াছে।

(৫৩৮ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

প্রভৃতি অন্যূন ত্রিশজন ছাহাবী ও ছাহাবীয়ায়—প্রমুখাৎ নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তি সম্পর্কে উল্লিখিত আশীটী হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাৎপর্যের দিক দিয়া রছুলুল্লাহ [দঃ] কর্তৃক নবুওতের চরমত্ব প্রাপ্তির হাদীছ পৌনঃপুনিক [মুতাওয়াতর] ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। ইছলামের কোন আকীদাই ইহাপেক্ষা দৃঢ়তরভাবে প্রমাণিত নয়। অথচ রছুলুল্লাহ [দঃ] কর্তৃক নবুওতের পরিসমাপ্তির এই অকাট্য ও সর্বসম্মত মতবাদ যাহাদের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিয়াছে এবং আল্লাহর তওহীদ ও হযরত মোহাম্মদ মুছ্‌তফার [দঃ] রিছালতের স্বীকৃতিকে ইমানের কলেমার জন্ম যথেষ্ট মনে না করিয়া যাহারা রছুলুল্লাহর (দঃ) পরও ভূঁইফোঁড় ও কপোলকল্পিত নবুওতের ঢক্কা নিনাদিত করিয়া বেড়াইতেছে এবং এই স্বপ্নবিলাসকে অস্বীকার করার অপরাধে যাহারা বিশ্বমুছলিমকে কাফের—বানাইবার অপবিত্র স্পর্ধায় অধীর হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা কলমের এক আঁচড়ে উল্লিখিত হাদীছগুলিকে উড়াইয়া দিবার অর্বাচিনতায় মত্ত হইয়াছে।

كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون
الا كذبا -

তাই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, অবশিষ্ট হাদীছগুলি উত্থাপিত করার পূর্বেই খত্‌মেনবুওতের শত্রুদলের সাম্প্রতিক বাগাড়ম্বরগুলি আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিব বলিয়া মনস্থ করিয়াছি।

والله ولی السداد وهو الهادی الی سبیل الرشاد!

www.ahlehadeethbd.org

অথচ এই অপসারণ যদি পরিপক্ক বয়সে অথবা স্বাভাবিক মৃত্যুর সাহায্যে সাধিত হইত, তাহাহইলেও—আমরা আমাদের মনকে কথঞ্চিৎ প্রবোধ দিতে পারিতাম! এই পূর্ণ বয়সে, পাকিস্তানের জন্য সর্বত্যাগী, রাষ্ট্রের যোগ্যতম পুরুষ, কুশাগ্র বুদ্ধিসম্পন্ন রাজনৈতিক, জাতির সর্বসম্মত নেতা লিয়াকত আলী খানের—একজন ব্যবসায়ী নরঘাতকের হস্তে জীবনাবসান ঘটায় এমন হৃদয়বান কে আছে যাহার অন্তর আজ শোকে ও দুঃখে অধীর এবং নেত্র বাষ্পাকুল নয়?

دل ہی ترے نہ سنگ وخشت
درد سے بھر نہ آئے کیوں؟
روئینگے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رلائے کیوں؟

লিয়াকতের স্মৃতি,

কত কথাই আজ মনে উঠিতেছে! লিয়াকত আলীর গুণ ও বিদ্যাবত্তার কথা, তাঁর একনিষ্ঠ পাকিস্তান প্রীতির কথা, তাঁর হিজ্‌রতের কথা, তাঁর অসামান্য ত্যাগের কথা, তাঁর ধীরতা, দৃঢ়তা, অলম্ভ সাহস ও নির্ভীকতার কথা, একে একে তাঁর সকল কথাই হৃদয়পটে উদিত হইতেছে। পাকিস্তানকে ধর্মহীন রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের উচ্ছিষ্টসেবীর দল যখন পাকগণপরিষদে ষড়যন্ত্রের চক্রব্যূহ রচনা করিয়াছিল, সেই সময়ে মরহুম লিয়াকত—আলী খানই পাকিস্তানকে ইছলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি স্বরূপ গণপরিষদের সরকারী মঞ্চ হইতে যুগান্তকারী উদ্দেশ্য প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, লিয়াকতের এই পুণ্যস্মৃতিও বারম্বার—আমাদের মনে আজ জাগ্রত হইতেছে। লিয়াকত আলী যে ওলীউল্লাহ ছিলেননা, আমরা তাহা অবগত আছি, কিন্তু জাতির নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রের পরিচালনার জন্য যে-সকল গুণের আবশ্যক, সেগুলির মধ্যে এমন কোন্ গুণ আছে, যা তাঁর মধ্যে ছিলনা? পাকিস্তানকে—রক্ষাকরার জন্য যেসকল সৎকার্য অপরিহার্য, তার কোন্‌টী তিনি শুরু করিয়া যাননাই? পাক-পিতার পুরুষসিংহ সন্তান লিয়াকতের বিচ্ছেদশোকে পাকিস্তানীরা যতই বিহ্বল হউকনা কেন, কিন্তু উহার পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর! মহাপ্রাণ, মহাবীর, মহান নেতার বিয়োগে পৃথিবী আমাদিগকে যতই সান্ত্বনা দান করুক না কেন, কিন্তু এ আঘাত, এ বেদনা এ মর্মান্তিক ক্ষতি সহ্যের বাহিরে, ধৈর্যের উপরে! হে আল্লাহ! একি হইল? বিনা মেঘে এ কোন্ বজ্রাঘাত হইল? শত্রুপরিবেষ্টিত এই শিশু রাষ্ট্রের গৌরবমুকুট কোন্ পাপে আজ খসিয়া পড়িল প্রভু দয়াময়?

প্রায়শ্চিত্ত,

জীবদ্দশায় যাহার প্রকৃত মর্যাদা পাকিস্তানীরা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারেনাই, ত্যাগ ও দৃঢ়তার জলন্ত প্রতীক লিয়াকত আলী আজ মৃত্যুর পরপারে যাইয়া তাহাদের হৃদয়তন্ত্রীকে আঘাত করিতে পারিয়াছে কি? যদি পারিয়া থাকে, পাকিস্তানীদের হৃদয়ের কপাট যদি খুলিয়া গিয়া থাকে, তবে এস পাকিস্তানের ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ, লিয়াকত আলীর কবরের উপর আমরা আজ আমাদের চিত্তের সমুদয় কলুষ, সমস্ত ভেদ ও দ্বন্দ্ব, সকল প্রকার নীচতা ও স্বার্থপরতা এবং সর্বপ্রকার ভ্রাতৃবিরোধ বিসর্জন দেই! লিয়াকত আলী পাকিস্তানের নবপ্রতীক যে বজ্রমুষ্টি জাতীয় সংহতির নিদর্শন স্বরূপ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, এস, আজ তাহারই সাহায্যে সর্ববিধ মত ও পথের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইয়া সকল ভ্রূকুটি ও ষড়যন্ত্র, অব্যবস্থা ও বিশৃংখলার বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য লৌহদুর্গ রচনা করি। পাকিস্তানের বুকে ইছলামকে পুনরায় জীবন্ত ও জাগ্রত, বলদৃপ্ত ও মহিমামণ্ডিত করিয়া তুলি!

মৃত্যুই কি শেষ?

কায়েদে-মিল্লত ত্যাগের যে মহিমা, দৃঢ়তার যে আদর্শ, হিম্মতের যে প্রতাপ, কর্মের যে দক্ষতা আর দেশপ্রেমের যে নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, সে সব স্মৃতিপথে উদিত হইলে কবির ভাষায় মনে এই প্রশ্ন ভাসিয়া উঠে,

کون ہوتا ہے حریف مئے مرد افگن عشق؟
ہے مکرر لب ساقی یہ صلا میرے بعد!

ছাকীর প্রকাশ্য আমন্ত্রণ—

কে আছ কোথায় আমার পর
প্রেম সুরার অমিত বিক্রমের প্রতিদ্বন্দ্বী?

লিয়াকত আলী গুলীবিদ্ধ হইবার সংগে সংগে

www.ahlehadeethbd.org

তওহীদ মন্ত্র লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌! মোহাম্মদুর রছূলুল্লাহ উচ্চারণ করিতে করিতে ধরাশায়ী হইয়াছিলেন, সুতরাং রছুলুল্লাহর (দঃ) স্পষ্ট সাক্ষ্য অনুসারে তিনি সত্যই মুছলমান ছিলেন, আর আমরাও — আমাদের শত ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও যদি সত্যই মুছলমান হই, তাহা হইলে আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে বাধ্য যে, লিয়াকত আলীর নশ্বরদেহ করাচীতে সমাধিস্থ হইলেও তাঁহার মহান আত্মার মৃত্যু ঘটে নাই, ঘটিতে পারে না। যদি অদম্য তেজ, উদার মহানুভবতা, বিশাল মহাপ্রাণতা এবং জাতির প্রতি অকুণ্ঠ অনুরাগের কোন প্রকার প্রভাব থাকে তাহা হইলে আমরা বলিব বীরের মৃত্যু নাই, মহাপ্রাণের বিনাশ নাই! বিশেষতঃ পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি যথাকর্তব্য পালন করিতে গিয়া তিনি নরহন্তার হস্তে নিহত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার শাহাদত প্রাপ্তি সম্বন্ধে — সন্দেহের অবকাশ কোথায়? আর শহীদরা যে মৃত্যুঞ্জয়ী, তাহা ইছলামের সর্বসম্মত আকীদা! ফলকথা লিয়াকত আলী গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আত্মা অমর হইয়া আছে, তিনি যে অমৃত সিঞ্চন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের মধু সমগ্র জাতির অন্তরকে মধুময় করিবে, তাঁহার অন্তর নিহিত প্রেমবহ্নি পাকিস্তান রাষ্ট্রকে শুদ্ধ, শান্ত ও পবিত্র করিবে।

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد بعشق
ثبت است بر جریدۀ عالم دوام ما !

যাহার হৃদয় প্রেমের আলোকে সঞ্জীবীত হইয়াছে
সে কখনই মরে না,
কালের পৃষ্ঠায় তার অমরত্ব অংকিত রহিয়াছে।

কায়েদে-মিল্লতের প্রতিশ্রুতি,

কায়েদে মিল্লত লিয়াকত আলী বড় অসময়ে, রাষ্ট্রের বড়ই সমস্যাসংকুল মুহূর্তে মহাপ্রস্থান করিলেন, জাতির পক্ষে তাঁহার অভাব বড়ই মর্মন্তুদ ও — ক্লেশকর কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাঁহার নির্মম হত্যাকাণ্ড সমগ্র জাতির জন্য একটা প্রকাণ্ড চ্যালেঞ্জ ছাড়া অন্য কিছুই নয়। মরহুম লিয়াকত আলী বিশ্ববিশ্রুত উদ্দেশ্য প্রস্তাবের সাহায্যে পাকিস্তানকে ইছলামী রিয়াছতে পরিণত করার যে প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা এখনো পূর্ণ হয় নাই। পাকিস্তানকে ধর্মহীন রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ— হইয়া গেলেও আজিও ইছলামী শাসন সংবিধান পাকগণপরিষদে পরিগৃহীত হয় নাই। কাশ্মীরকে — আসুরিক বলের সাহায্যে যবর দখল করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের শত্রুরা পাকিস্তানের সীমান্তে তাহাদের সেনা বাহিনী সন্নিবেশিত করিয়া রাখিয়াছে, মরহুম কায়েদে-মিল্লত তাঁহার বজ্রমুষ্টি প্রদর্শন করিয়া— সমগ্র পাকিস্তানে কাশ্মীরের যবর দখলের বিরুদ্ধে অনন্য সাধারণ দৃঢ়সংকল্প ও মৃত্যুপণ জাগ্রত করিয়া গিয়াছেন কিন্তু কাশ্মীর উদ্ধারের এই প্রতিশ্রুতিও এ যাবৎ সার্থক হয় নাই। কায়েদে-মিল্লতকে হত্যা— করিয়া অখণ্ড জাতিকে যে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হইয়াছে, বীর জাতির মত, মুছলিম সন্তানের মত তাহা গ্রহণ করিতে হইলে যে কোন মূল্যে কায়েদে-মিল্লত কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন— করিয়া দেখাইতে হইবে। যে কোন মূল্যে পাকিস্তানে ইছলামী শাসন প্রবর্তন করিতেই হইবে এবং অখণ্ড জাতির ধন প্রাণের বিনিময়েও কাশ্মীরকে শত্রু কবল হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। পিতার ঋণ যদি সন্তানগণের পক্ষে অবশ্য পরিশোধ্য হয়, লিয়াকত আলীর স্থলাভিষিক্ত ও উত্তরাধিকারী যাহারা, তাহাদিগকে লিয়াকতের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে। ইহাই হইতেছে কায়েদে মিল্লতকে হত্যা করার যে চ্যালেঞ্জ তাহার সমুচিত জওয়াব!

প্রার্থনা—

কৃপা নিধান, পরম দয়াময় আল্লাহর সমীপে — আকুল প্রার্থনা, মরহুম কায়েদেমিল্লত ফিরদওছের সর্বোৎকৃষ্ট বাগীচায় প্রবেশের অধিকারী হউন, তাঁহার অমর আত্মা শান্তির ছলছবীলে অবগাহন করুক— বিয়োগ বিধুর পাকিস্তানী জনগণ এবং নেতৃবৃন্দ এবং মরহুমের আত্মীয় পরিজন এই ভীষণ শোকাবেগ সহ্য করিতে এবং শত্রুর চ্যালেঞ্জকে বীরত্বের সহিত গ্রহণ করিতে সমর্থ হউন! পাক ভূমিতে ইছলামের মুক্তি ও ঋদ্ধি এবং জাতীয় শক্তির প্রতিষ্ঠা ও গৌরব মরহুম লিয়াকত আলীর স্মৃতি ও খ্যাতিহায় পরিণত হউক! আমীন!

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কাশ্‌মীরের ভবিষ্যৎ,

কাশ্‌মীর সমস্যার আপোষকল্পে বিহিত উপায় অবলম্বন করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক ডক্টর গ্রাহাম ছালিছ নিযুক্ত হইয়া পাক-ভারত উপমহাদেশে ছয় সপ্তাহের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি যখন করাচী, দিল্লী ও শ্রীনগরের পরিদর্শন, পরিভ্রমণ ও আতিথ্যগ্রহণে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ে ঠিক তাঁর নাকের সম্মুখে ভারতরাষ্ট্র পাকিস্তানের সীমান্তে তার সৈন্য সমাবেশ করে এবং পাকিস্তানের বুকের উপর বন্দুক উচাইয়া ধরিয়া কাশ্‌মীরে পণ্ডিত আবদুল্লাহ মহাশয়ের গণপরিষদ গঠন করা হয়। যে কর্তব্য-ভার গ্রাহাম সাহেবের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল, তাহা সমাধা করার মত কিপরিমাণ যোগ্যতা ও—সদিচ্ছা তাঁহার ছিল. আমরা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াও তাহা নির্ণয় করিতে পারিনাই, কিন্তু একথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার ছফর — পাকিস্তান সরকারের বৈদেশিক দফ্‌তর কে বিশেষ ভাবে আশান্বিত করিয়া থাকিলেও রাষ্ট্র সংঘের এই প্রচেষ্টা ভারত সরকারের উপর কণামাত্র প্রভাব—বিস্তার করিতে পারেনাই এবং গ্রাহাম সাহেবের দৌত্য দ্বারা পাক-ভারত সম্পর্কের অবনতি ছাড়া অন্য কোনই উপকার সাধিত হয়নাই। পণ্ডিত আবদুল্লাহ মহাশয়ের গণপরিষদ কাশ্‌মীর সমস্যাকে অধিকতর জটিল এবং পাকিস্তানের ন্যায়সংগত দাবীর সম্মুখে অভিনব বেড়াজাল সৃষ্টি করিয়াছে। ডক্টর গ্রাহামের ছয় সপ্তাহের কর্মতৎপরতার রিপোর্ট প্রণয়ন করিতে তাঁহার ছয় মাস লাগিয়া গেল এবং আরো চমৎকার ব্যাপার যে, তিনি তাঁহার ব্যর্থ মোড়লী সম্বন্ধে আজো নিরাশ হননাই, তিনি দিল্লী, করাচী ও কাশ্‌মীরে আরো কিছুকাল পরিভ্রমণের এবং—সংশ্লিষ্ট মহলের আতিথ্য উপভোগ করার আশা পরিহার করিতে পারেন নাই। রাষ্ট্রসংঘ অর্থাৎ অ্যাংলো আমেরিকান ব্লক বর্তমানে মিছর, ঈরাণ এবং মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যা লইয়া এরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন যে, কাশ্‌মীর সম্বন্ধে তাঁহারা তাড়াতাড়ি কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে চাননা। পাক-সরকারের বৈদেশিক নীতির ফলে তাঁহারা পাকিস্তান কে 'ঘরের লোক' মনে করেন আর বিভিন্ন কারণে হিন্দুস্থানের পাকিস্তান সম্পর্কিত সর্ববিধ ঔদ্ধত্য ও বে-আইনী আচরণ সম্বন্ধে তাঁহারা মুখ বুজিয়া—থাকাই সংগত বিবেচনা করেন, ফলে গ্রাহাম সাহেবের আশাবাদে ইংরাজ ও আমেরিকা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন এবং তাঁহারা বিশেষ উৎসাহ সহকারে ডক্টর সাহেবকে পাক-ভারত উপমহাদেশের সৌন্দর্য ও আতিথ্য উপভোগ করার জন্য আরও ছয় সপ্তাহের মুহ্‌লৎ দান করিয়াছেন। রাষ্ট্র সংঘের প্রস্তাবের সমীচীনতা সম্বন্ধে আমাদের বৈদেশিক-মন্ত্রীর কোনরূপ সন্দেহ আছে কিনা, তাহা আমরা অবগত নই, অথচ উল্লিখিত প্রস্তাব যে কার্যকরী করা হইবে এবং উহার রিপোর্টের জন্য যে আরও ছয়মাস অতিবাহিত হইয়া যাইবে সে বিষয়ে সন্দেহ করা উচিত নয়। কাশমীর সম্বন্ধে রাষ্ট্র সংঘের গড়িমসি নীতি পাকিস্তানের যে ভয়াবহ ভবিষ্যতের দিকে ইংগিত করিতেছে সে সম্বন্ধে পাক সরকারের এবং পাকিস্তানের নাগরিকমণ্ডলীর ঔদাসীন্য আত্মবঞ্চনার নামান্তর মাত্র!

ইছলাম জগতে নবস্পন্দন,

পারস্য, মিছর ও মধ্যপ্রাচ্যের ইছলামী রাজ্যগুলি নামে স্বাধীন হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরাজ ও ফরাসী প্রভৃতি পুঁজিবাদী ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের—দাসত্বপাশে আবদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদীদের নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভ করার জন্য ইছলামী রাজ্যগুলি বহু দিন হইতে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু প্রধানতঃ দুইটী কারণে তাঁহাদের সংগ্রামের উদ্দেশ্য পূর্ণ রূপে সফল হয় নাই। প্রথমতঃ দুর্ভাগ্যবশতঃ ইছলামী রাজ্যগুলিতে গণতান্ত্রিক শাসনের পরিবর্তে রাজতন্ত্র প্রচলিত রহিয়াছে; এই রাজাগুলির অধিকাংশ — পুঁজিবাদী শক্তিসমূহের হাতের ক্রীড়নক সাজিয়া নড়া চড়া করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ ইছলামী রাজ্যগুলির মুক্তি আন্দোলন এযাবৎ কোন স্থানে গণআন্দোলনের রূপ ধারণ করিতে পারে নাই। উল্লিখিত দুইটী কারণে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের রাহুগ্রাস হইতে ইছলামী

www.ahlehadeethbd.org

রাজ্যসমূহের একটীর পক্ষেও মুক্ত হওয়া সম্ভবপর হয়নাই। সম্প্রতি কিছু দিন হইতে ইছলামী — রাজ্যসমূহে মুক্তি আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়া গিয়াছে, সাম্রাজ্যবাদীদের অবিশ্রান্ত শোষণ ও পীড়নে এই সকল রাষ্ট্রের জনগণ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন।— নিদারুণ অর্থসংকট এবং জাতীয় অপমানের ফলে জনগণের দৈনন্দিন জীবন দুর্বিষহ হইয়া পড়ায় ইছলামী রাজ্যগুলিতে গণআন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। রাজার দলও কতকটা অভাবের তাড়নায় এবং প্রধানতঃ গণআন্দোলনের চাপে জনমণ্ডলীর— দাবী আর উপেক্ষা করিতে পারিতেছেননা। ফলে ঈরানে তৈল জাতীয়করণের আন্দোলন দমন করা— সম্ভবপর হয়নাই। নানাবিধ ভ্রূকুটি ও হুমকি সত্ত্বেও ঈরানী তৈলের ইংরাজ দালাল ও ব্যবসায়ীদিগকে— পারস্য হইতে তাহাদের তল্পিতল্পা গুটাইতে হইয়াছে। ঈরানের সৎসাহস মিছরকেও অনুপ্রাণিত করিয়াছে, তাহারাও সুডান হইতে বৈদেশিক প্রভাবের উৎসাদন কল্পে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। মিছরের অবিচ্ছেদ্য অংগ হওয়া সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে সুডানকে মিছর হইতে বিচ্ছিন্ন রাখা হইয়াছিল, মিছর এই— ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে। ১৯৩৬ সালের চুক্তি অতলান্তিক ও ১৯৪৬ সালের চুক্তি দ্বারা ব্যর্থ হওয়ায় বর্তমানে সুয়েজের উপর ব্রিটেনের কর্তৃত্বও নূতন চুক্তি সূত্রে বাতিল হইয়াছে। তাই সুয়েজ হইতে ব্রিটিশ সৈন্যদল অপসারিত করার দাবীও মিছরে— বলিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যে আরাবী শক্তিপুঞ্জও সাম্রাজ্যবাদীদের কবল হইতে উদ্ধার লাভ— করার জন্য ক্ষমতাশালী লীগগঠন করিয়াছেন। তাঁহাদের মিলিত শক্তিকে পর্যুদস্ত করার জন্য ব্রিটিশ— আমেরিকান জারজ সন্তান ইছরাঈলকে পবিত্র ভূমি বয়তুল মকদ্ছে পরিপুষ্ট করা হইতেছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে চতুর্শক্তি আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও তুর্কী সম্মিলিত ভাবে মধ্যপ্রাচ্যে যে সকল ঘাঁটি নির্মাণ— করার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার রূপায়ণের জন্য আরব শক্তিপুঞ্জের সহযোগ আবশ্যক বিবেচিত হইলেও আরব রাজ্যগুলিকে উপেক্ষা করায় আরব লীগের সেক্রেটারী আবদুর রহমান আয্‌যাম পাশা চতুর্শক্তি বিরচিত পরিকল্পনার সহিত অসহযোগ— ঘোষণা করিয়াছেন। ঈরানের প্রধান মন্ত্রী ডক্টর— মুছাদ্দিক ঈরানী তৈলের খনিগুলিকে চালু করার জন্য এবং পারস্যের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি বিধানকল্পে আর্থিক ও নৈতিক সাহায্য লাভের আশায় আমেরিকা গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য বিফল হইয়াছে। তিনি হতাশ হইয়া মিছরের পথে পারস্যে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন, পক্ষান্তরে পারস্যে তাঁহার ব্যর্থতার জন্য জনমত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে।— সুয়েজে ব্রিটিশ রণতরী সুসজ্জিত হইতেছে, দলে দলে ব্রিটিশ সৈন্য বিমান যোগে তথায় সমবেত হইতেছে। ব্রিটিশ নারী, শিশু ও সাধারণ অধিবাসীর দলকে সুয়েজ হইতে স্থানান্তরিত করা হইতেছে। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে রক্ষণশীলদের বিজয়লাভ এবং— মিঃ চার্চিলের পুনঃকর্তৃত্বের ফলে ইছলাম-জগতের পরিস্থিতি জটিলতর পর্যায়ে উপস্থিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের রাজা জর্জ সম্প্রতি তাঁহার সরকারের নীতি— বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, সুয়েজ ও সুডানে ব্রিটিশ প্রভুত্ব অস্ত্র বলে অক্ষুণ্ণ রাখা হইবে। ফলকথা, মিছরের সীমান্তে হঠাৎ যে সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবেনা, একথা কে বলিতে পারে? কিন্তু সুখের বিষয় ইছলাম জগত আর ঘুমন্ত নাই, দীর্ঘকাল পর তাহারা তাহাদের লুপ্ত-চেতনা ফিরিয়া— পাইতেছে, তাহারা আবার পুনর্মিলিত হইতেছে এবং সর্বোপরি তাহাদের মধ্যে যে আত্মপ্রত্যয় এবং — সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রজাল ছিন্ন করার দৃঢ়সংকল্প জাগ্রত হইয়াছে, তাহার ফলে এরূপ ভবিষ্যৎবাণী অবশ্যই করা যাইতে পারে যে, ইছলামী রাজ্যগুলিকে সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে তাহাদের স্বার্থের দাবার— গুটিকা রূপে ব্যবহার করা আর বেশী দিন সম্ভবপর হইবেনা।

পাকরাষ্ট্রের গৃহশত্রু,

শুধু বহির্শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার ফলে কোন রাষ্ট্রের পতন ঘটেনা, রাষ্ট্র ক্ষুদ্র এবং অস্ত্রশস্ত্রে অপেক্ষাকৃত দুর্বল হইলেও প্রবল প্রতিপক্ষের সমকক্ষতায় সে

www.ahlehadeethbd.org

তাহার অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখিতে পারে, যদিনা তাহার গৃহশত্রুর দল রাষ্ট্রের সর্বনাশসাধনে কৃতসংকল্প হয়। পাকিস্তানকে বহির্শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করার বহুবিধ উপায় অবলম্বিত ও উদ্ভাবিত হইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, গৃহশত্রুদের ষড়যন্ত্রে পাকিস্তান—দৈনন্দিন যেভাবে দুর্বল হইয়া পড়িতেছে, তাহার প্রতিকারের কোনই চেষ্টা করা হইতেছেনা। ভারত-রাষ্ট্র "ডলার অঞ্চল" হইতে মালপত্রের আমদানী বন্ধ করিয়া দিয়াছে, কারণ উক্ত অঞ্চলের মালামাল পূর্বপাকিস্তানের ভিতর দিয়া ভারতকে আমদানী—করিতে হয়, কিন্তু পাকিস্তানের অবস্থা কি? ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে যেসকল পণ্যদ্রব্য চট্টগ্রাম বন্দরে নামে, সেগুলির বহুলাংশ পূর্বপাকিস্তানের পরিবর্তে পশ্চিম বাংলা ও আসামের বাজারগুলিতে বিক্রয় হইয়া থাকে। এই চোরাকারবারের ফলে শুধু যে—অভাবের অসুবিধাই পোহাইতে হয়, তাহা নয়, পাকিস্তান সরকারের প্রাপ্য ডলারের বিরাট লভ্যাংশ গৃহশত্রুদের মুনাফাখুরীর বদওলতে মাঠে মারাযায়! পূর্বপাকিস্তানের নিজস্ব সম্পদ ধান্য, চাউল ও পাটও এইভাবে দৈনন্দিন নিঃসংকোচে দিনেদুপুরে সীমান্ত অতিক্রম করিয়া উধাও হইতেছে। অথচ প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার উভয়েই এই অবৈধ রফতানীর ব্যাপার সম্যকরূপে অবগত আছেন। পূর্বপাকিস্তানের প্রদেশপাল মালিক ফিরোযখান নুনকেও এই লজ্জাকর পরিস্থিতির কথা স্বীকার করিতে হইয়াছে. তিনি বলিয়াছেন যে, প্রভাবশালী ও পদস্থ ব্যক্তিরাও রাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী উল্লিখিত অসৎ ব্যবসার সহিত জড়িত রহিয়াছে। কিন্তু এই লজ্জাকর স্বীকৃতি কি রোগের প্রতিকারের পক্ষে যথেষ্ট? শুল্ক বিভাগ ও পুলিশ বাহিনী কি শুধু দরিদ্রকে পীড়ন আর ধনী ও পদস্থদের নিকট হইতে মোটা ঘুষ আদায় করার—জন্যই কায়েম রাখা হইয়াছে? যদি সমস্ত রাষ্ট্র এইরূপ চোরা বেছাতী ও ঘুষের কারবারে ছরগরম হইয়া উঠে, তাহাহইলে এই রাষ্ট্রদ্রোহী ও ঘুষখোরের দল মোটা উৎকোচের বিনিময়ে শত্রুর হস্তে পাকিস্তান—রাষ্ট্র বিক্রয় করিয়া ফেলিতে কি দ্বিধা বোধ করিবে? পাকিস্তানকে রক্ষাকরিতে হইলে "চুরি আর ঘুষ" এই দুইটী জিনিষ যেমন করিয়াই হউক বন্ধ করা আবশ্যক। কিন্তু জাতির মনে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও তাহার অনিবার্যফল স্বরূপ আত্মমর্যাদাবোধ সৃষ্টি করিতে নাপারিলে ইহা বন্ধ হইবার আশা সুদূরপরাহত। শাসকগোষ্টির ইছলামী আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও ইছলামী শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন দ্বারাই—আমাদের নৈতিক মান উন্নত হওয়া সম্ভবপর, শুধু ওয়ায ও উপদেশ বিতরণ করিয়া ইহা কদাচ সম্ভবপর হইবেনা!

হক-ব-হকদার রছীদ—

আলী জনাব খওয়াজা নাযেমুদ্দীন ছাহেবকে পাকিস্তানের গর্ভণর-জেনারেলের আসন হইতে পরিবর্তিত করিয়া প্রধান মন্ত্রীর পদে নির্বাচিত করা হইয়াছে আমরা এই শুভ সংবাদে আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি। আনন্দের কারণ এই যে, রাষ্ট্রের—তরণী সঠিক ভাবে পরিচালনা করার জন্য খওয়াজা ছাহেবকে আমরা যোগ্যতম কর্ণধার বলিয়াই বিশ্বাস করি। তিনি ভদ্র সন্তান, উচ্চ শিক্ষিত, ইছলামের প্রতি বিশ্বাসী এবং রাষ্ট্রশাসনে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন,—সুতরাং যোগ্যতার দিক দিয়া প্রধান মন্ত্রীর আসনের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া—আমরা আনন্দিত। আর আশান্বিত হইয়াছি আমরা এই জন্য যে, গভর্ণর জেনারেল রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট স্বরূপ, এই বহু সম্মানিত আসনকে ত্যাগ করিতে বা করাইতে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই। মরহুম কায়েদে আযমের পরলোকগমনের পর তাঁহার পরিত্যক্ত আসনে জাতির মিলিত সম্মতিক্রমে জনাব—খাওয়াজা ছাহেব অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। প্রাদেশিকতার দুষিত আবহাওয়ার ফল যাহাই হউক না কেন, আমরা খওয়াজা নাযেমুদ্দীনকে কায়েদেআযমেরই স্থলাভিষিক্ত মনে করিয়া আসিতেছিলাম, তিনি আজ প্রয়োজনমুহূর্তে নিঃসংকোচে কায়েদেআযমের স্থান পরিত্যাগ করিয়া লিয়াকত আলী খান শহীদের শূন্যস্থান পূরণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ইহা পাকিস্তানের বিরাট ভবিষ্যতের এক শুভ সংকেত! আমরা

www.ahlehadeethbd.org

খওয়াজা ছাহেবকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইতেছি এবং প্রার্থনা করিতেছি যে, আল্লাহ্ তাঁহাকে পাকিস্তানে ইছলামকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলার তওফীক দান করুন।

কাদিয়ানী অভিযোগ,

কাদিয়ানী ছাহেবান আমাদের উপর চটিয়া—গিয়াছেন। তাঁহাদিগকে কাদিয়ানী বলিয়া অভিহিত করায় আমাদের মার্জিত রুচির অভাব নাকি ধরা—পড়িয়াছে! তর্জুমানের দীন সম্পাদককে 'পাবনা মিঞা' বলিয়া আখ্যাত করিলে কেমন লাগিবে তাঁহারা আমাদিগকে তাহা অনুধাবন করাইতে চাহিয়াছেন। "কাদিয়ানী" আর "পাবনা মিয়াঁ"র মধ্যে সৌসাদৃশ্যিক যোগ সম্বন্ধে যেসকল বিদ্বাদিগ্‌গজের ধারণা এত সুস্পষ্ট, তাহাদের সহিত আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার মত অবসর আমাদের নাই, এ কথা—কাদিয়ানী ছাহেবান জানিয়া রাখিলে ভাল হয়। পাবনার অধিবাসী না হইলেও ইদানীং পাবনায় অস্থায়ী ভাবে বসবাস করিতেছি বলিয়া কোন বন্ধু যদি তর্জুমানের দীন সম্পাদককে পাবনাভী বলিয়া—আখ্যাত করে, তাহাতে আমাদের যে কিছুমাত্র আপত্তির কারণ হইবেনা এবং আমরা যে তজ্জন্য বন্ধুবরের রুচিহীনতার দোষ ধরিবনা, কাদিয়ানী ছাহেবান সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।

আর একজন কাদীয়ানী ভদ্রলোক "কাফী সাহেবের প্রতিবাদ" রচনা করিয়াছেন এবং "তনাবুয বিল আল্‌কাবের" আয়ত আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। "তনাবুয বিল্‌আল্‌কাবের" তাৎপর্যের সংগে সংগে আমরা প্রতিবাদকারীকে 'আবদুল্লাহেল কাফী' বাক্যের 'তরকীব' অবগত হইবার পরামর্শ দিতেছি। মুছলমানদের নামগুলি যে শুধু Proper Names নয়, বরং অধিকন্তু ভাবে অর্থবোধক, ইছলামী আকায়েদ সম্বন্ধে যাঁরা কলমবাজী করিতে চান, তাঁদের পক্ষে ইহা—অবগত থাকা উচিত।

তনাবুয تنابز শব্দটী 'নবযুন' ধাতু হইতে ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ। নবযুন শব্দের অর্থ উপনাম, নিন্দাসূচক নাম, তনাবুযের তাৎপর্য হইল—নিন্দাসূচক নামে অভিহিত করা। কোর্‌আনের ছুরত আল হুজুরাতের একাদশ আয়তে কোন মুমিনকে নিন্দাসূচক নামে অভিহিত—করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু কোন ব্যক্তিকে তাহার পয়গম্বর, পীর বা জন্মস্থানের সহিত সম্পর্কিত করা কি নিন্দাসূচক? মক্কা, মদীনার সম্পর্কে মক্কী, মদনী, বুখারা, তির্‌মিযের সম্পর্কে বুখারী ও তির্‌মিযী, চিশ্‌ত ও ছুহ্‌রাওয়ার্দের সম্পর্কে চিশ্‌তী ও ছুহরাওয়াদী বলা কি তনাবুয বিল্ আল্‌কার? কাদিয়ানীদের নবী—মিরযা গোলাম আহমদ পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর — যিলার কাদিয়ান নামক গ্রামে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তিনি আজীবন নিজেকে কাদিয়ানী রূপে আখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। কাদিয়ানী উম্মত তথাকথিত—পবিত্র ভূমি কাদিয়ানের যশোগাথা গাহিয়াছেন,—

زمین قادیاں اب محترم ہے
ہجوم خلق سے ارض حرم ہے!
عرب نازاں ہے گر ارض حرم پر
ترا رفض قادیاں فخر عجم ہے!

কাদিয়ানের মৃত্তিকা এখন সম্মানিত,
জনতার প্রাদুর্ভাবে পবিত্র হরমের মাটিতে পরিণত।
মক্কা ভূমির জন্য যদি আরব গর্ব করে,
তাহা হইলে কাদিয়ান ভূমি আজমের গৌরব!

আল্‌ফয্‌ল, কাদিয়ান (২০) ৬৭ সংখ্যা ২৫। ১২। ৩২

কাদিয়ানী ধর্মের উক্ত মুখপত্রে "কদনী রছুলের" না'তিয়া গাওয়া হইয়াছে,—

اے مرے پیارے مری جاں رسول قدنی
ترے صدقے ترے قرباں رسول قدنی!
انت منی وانا منک خدا فرمائے
میں بتاؤں تری کیا شان رسول قدنی!
عرش اعظم پہ تری حمد خدا کرتا ہے
ہم ہیں ناچیز سے انساں رسول قدنی!
آسماں اور زمیں تو نے بنائے ہیں لئے
تیرے کشفوں پہ ہے ایمان رسول قدنی!
پہلی بعثت میں محمد ہے تراب احمد ہے
تجھ پہ پھر اترا ہے قرآں رسول قدنی!

www.ahlehadeethbd.org

হে আমার প্রিয়, হে আমার প্রাণ, কদনী রছুল,
তোমার জন্য উৎসর্গ হই, তোমার জন্য কোরবান,
হে কদনী রছুল!
খোদা বলেন, তুমি আমার মধ্য হইতে আর
আমি তোমার মধ্য হইতে,
কি বলিব তোমার মহিমা? হে কদনী রছুল!
মহত্তম আরশের উপর খোদা করেন তোমার
হাম্‌দ,
আমরা অতি নগণ্য মানুষ, হে কদনী রছুল!
তুমি নূতন আকাশ আর নূতন পৃথিবী করিয়াছ
সৃজন,
তোমার কশ্‌ফে আমার ঈমান আছে হে কদনী
রছুল!
প্রথম আবির্ভাবে তুমিই ছিলে মোহাম্মদ এখন
তুমি আহ্‌মদ,
তোমার উপর পুনরায় কোরআন অবতীর্ণ
হইয়াছে, হে কদনী রছুল।

—১০ম খণ্ড, ৩০ সংখ্যা। ১৬।১০।২২ *

এহেন মহিমান্বিত "কদনী রছুলে"র উম্মত-দিগকে কদনী বা কাদিয়ানী বলিয়া অভিহিত করিলে তাহা নিন্দাসূচক ও সুরুচির প্রতিকূল হয়, ইহা কি আশ্চর্যজনক নয়?

মির্‌যা গোলাম আহ্‌মদ ছাহেবের নবুওতের দাবী,

"কাদিয়ানীরা রছুলুল্লাহ (দঃ) কে শেষ নবী—মানেননা," তর্জুমান সম্পাদকের এই উক্তি সম্বন্ধে জনৈক কাদিয়ানী মন্তব্য করিয়াছেন যে, "উহা মিথ্যা বই আর কিছুই নয়।" যাহারা নিজেদের নবীদের উক্তি ও দাবী সম্বন্ধেই অনভিজ্ঞ, তাহাদের সহিত সত্য আর মিথ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া—সময়ের অপচয় মাত্র। যে কবিতাগুলি ইতোপূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে যে, কদনী রছুল মীর্যা গোলাম আহ্‌মদকে নবী মান্য করা কাদীয়ানী মতবাদের অপরিহার্য কলেমা কিনা? আমরা এসম্পর্কে মির্যা ছাহেবের নিজস্ব একটীমাত্র উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তিনি স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

اور میں اس خدا کی قسم کھاکر کہتا ہوں
جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے
مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی
رکھا ہے، اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے
نام سے پکارا ہے اور اس نے میری تصدیق
کیلئے بڑے بڑے نشان ظاہر کئے ہیں۔

যে খোদার হস্তে আমার প্রাণ আছে, আমি—তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তিনিই আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং তিনিই আমাকে নবী নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং তিনিই আমাকে 'প্রতি-শ্রুত মসীহ' বলিয়া ডাকিয়াছেন এবং তিনি আমার সত্যতার প্রমাণ-স্বরূপ বড় বড় লক্ষণ প্রকাশ করি-য়াছেন,— হাকিকাতুলওয়াহীর উপসংহার, কাদিয়ান ম্যাগাযীন প্রেসে মুদ্রিত (১৯০৭), ৬৮পৃঃ।

এখন কাদীয়ানীরা যে হযরত মোহাম্মদ মুছ্‌-তফা আলাইহিছ্‌ছালাতো ওয়াছ্‌ছালামকে শেষ নবী মান্য করেননা এবং মান্য করিতে পারেননা, তর্জুমান-সম্পাদকের এ উক্তি সত্য না মিথ্যা, তাহা সত্যবান ও ন্যায়নিষ্ঠরাই বিচার করিবেন।

আমরা কাদিয়ানীদিগকে পরিষ্কারভাবে—জানাইয়া দিতে চাই যে, মুছলমানগণ পুনর্জন্মবাদ ও অবতারবাদকে বিশ্বাস করেনা। এগুলি কুফ্‌রী—আকীদা, স্পষ্ট কোরআন এবং ছহীহ হাদীছের প্রতি-কূল। ইছ্‌লামকে বুঝিবার জন্য আমরা কোরআন ও ছুন্নত ছাড়া অন্য কাহারো মুখাপেক্ষী নই। রছু-লুল্লাহর (দঃ) পর কোন ব্যক্তিকে স্বাধীন বা অধীন নবুওত প্রদান করা হইবে এবং সেই নূতন নবীর পরিচয়লাভ এবং তাহার প্রতি বিশ্বাসস্থাপন নাকরা পর্যন্ত কেহ মুছ্‌লিম পদবাচ্য হইবেনা একথার প্রমাণ স্পষ্টাক্ষরে কোর্‌আন ও ছুন্নত হইতে প্রদর্শন নাকরা পর্যন্ত কাহারো কশ্‌ফ, ইলহাম বা দাবীকে আমরা দুঃস্বপ্ন ছাড়া অন্য কিছুই মনে করিবনা।

* কাদিয়ানী মযহব, ৪র্থ সংস্করণ, ২৭৪ পৃঃ; কাদি-য়ানী কওল, ১৬৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ইমামতকে রিছালতের ছায়া বলিলে কি ইমামত স্বয়ং রিছালত বুঝাইবে ? হাদীছে ছুলতানকে আল্লাহর ছায়া বলা হইয়াছে, তাহাহইলে কি ছুলতান বা শাসনকর্তাদিগকে আল্লাহ বলিতে হইবে ? কিংবা তাহাদেরও কি নিজদিগকে আল্লাহ বলিয়া দাবী করার অধিকার জন্মিবে ? যাহাদের বুদ্ধির দৌড় এত অধিক, যাহারা ছায়াকে কায়া মনে করে, তাহাদের বুদ্ধির বাহাদুরী স্বীকার করা যাইতে পারে কিন্তু তাহাদিগকে সম্বোধনের অধিকারী মনেকরা চলেনা।—মওলানা ইছ্‌মাইল শহীদ লিখিয়াছেন যে, "খলীফায় রাশিদ হুকমী-নবী," কিন্তু তার সংগেই কি লিখিয়াছেন, তাহা বেমালুম হজম করা নূতন নবুওতের টেক্‌নিক বা হিকমৎ হইতে পারে, কিন্তু ঈমানদারীর পরিচায়ক নয়। আল্লামা শহীদ যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহা উধৃত করিয়া দিতেছি, ইহা পাঠ করিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিরা বুঝিয়া লউন যে, কাদিয়ানীরা কি পরিমাণ বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী ? মুজাদ্দিদ শহীদ বলেন, খলীফায় রাশেদ আপেক্ষিক (Relative) নবী, যদিও প্রকৃতপ্রস্তাবে সে রিছালতের দরজায় পৌঁছেনাই কিন্তু খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার দরুণ আল্লাহর নবীগণের কতক আদেশ তাহার উপর বলবৎ হইয়াছে—মন্‌ছবে ইমামৎ, ৮১পৃঃ।

خلیفۂ راشد نبی حکمی است هرچند فی الحقیقت بپایۂ رسالت نرسیده' فاما منصب خلافت چندے از احکام انبیاء الله برو جاری گردیده –

আল্লামা ইছ্‌মাঈল শহীদ বলিতেছেন যে,—খলীফায় রাশিদ প্রকৃতপক্ষে রিছালতের দরজায় পৌঁছিতে পারেনা কিন্তু নবীগণের মত তাহার আনুগত্য জাতির জন্য ওয়াজিব হয় বলিয়া সে হুকমী নবী, কারণ সে নবীদের শিক্ষা ও আদর্শের পূর্ণ প্রতিষ্ঠাতা। আর কাদিয়ানীরা বলিতেছেন যে, মীর্যা ছাহেব নবুওতের দরজায় পৌঁছিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাকে নবীরূপে স্বীকার করিতেই হইবে! উভয়বিধ উক্তির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য আছে কি ? কিন্তু অসংলগ্নতা ও ফাঁকিবাযী কাদিয়ানী ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট! নবুওতের পরিসমাপ্তি সম্বন্ধে আল্লামা শহীদের বিস্তৃত উক্তি যথাসময়ে পাঠকগণ ইনশাআল্লাহ জানিতে—পারিবেন। হয্‌রত ঈছা বিনে মরঈয়মের অবতরণ সম্পর্কিত হাদীছ দ্বারা রছুলুল্লাহর (দঃ) সর্বশেষ নবী হইবার প্রমাণ যেমন ক্ষুণ্ণ হয়না, তেমনি 'নযুলে ঈছা'র সহিত মির্যা গোলাম আহমদ কাদীয়ানী ছাহেবের নবুওতেরও কোন দূর বা নিকট সম্পর্ক নাই। ইহা "হাঁটুর বেদনায় চোখে না দেখার" ন্যায়শাস্ত্রের মত, কিন্তু সেসকল কথা হাদীছের আলোচনা প্রসংগেই পরিদৃষ্ট হইবে এবং তজ্জন্য আল্‌মোহাম্মদী কর্তৃক—সংকলিত 'নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তি' শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহার পর্যন্ত ধৈর্যালবম্বন করা কর্তব্য।

কাদিয়ানীদের তৃতীয় অভিযোগ,

কাদিয়ানী ন্যায়শাস্ত্রের ধারা এমনি চমৎকার যে, তাহাদের গৃহপালিত নবুওতের শরণার্থীরা ছাড়া—সাধারণবিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন কোনব্যক্তি তাহাদের উক্তি সমূহের পারম্পর্য অনুধাবন করিতে পারেনা। আমরা বলিয়াছিলাম আর পুনরায় বলিতেছি যে, মুষ্টিমেয় কাদিয়ানীরা বিশ্বমুছ্‌লিমকে কাফের বিশ্বাস করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া থাকে। কাদিয়ানীরা এই ধৃষ্টতাকে "কাদিয়ানীগণের বিজয়ের (!) শুভ ইংগিত" নির্দেশ করার সংগে সংগে একই নিশ্বাসে ইহাও বলিতেছেন যে, কাদিয়ানীরা বিশ্বমুছ্‌লিমকে কখনও—কাফের বলেননাই।" তাঁহাদের নাকি সেরূপ অভ্যাস নাই, কাহাকেও তাঁহারা কাফের কাফের বলিয়া চিৎকার দেননা (!)। এই ব্যবসার জন্য তাঁহারা তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদীগণকে মুবারকবাদ জানাইয়াছেন। কাদিয়ানী সমাজ পৃথিবীর মুছলমানদিগকে কতখানি বে-ওকুফ ঠাওরাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই জানেন, কিন্তু যাহারা দুন্‌য়াকে নির্বোধ মনে করে তাহাদের বুদ্ধিমত্তা প্রশংসনীয় নয়। কাদিয়ানীরা যে উদারতার ভান দ্বারা মুছলমানদের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিতে চান, তাহার প্রকৃত স্বরূপ মুছলমানদের কাছে গোপন নাই, কাদিয়ানীদের জানিয়া রাখা উচিত যে, মুছলমানগণকে তাহারা আর ফাঁকি দিতে পারিবেননা, এই দুরাশা মিথ্যার ছলনা মাত্র! কাদিয়ানীদের—

www.ahlehadeethbd.org

পয়গম্বর মির্যা গোলামআহ্‌মদ ছাহেব স্বয়ং বলিয়াছেন,—

خدا تعالی نے میرے پر ظاهر کیا ہے کہ هر ایک وہ شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔

খোদাতাআলা আমার কাছে প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক এরূপ ব্যক্তি যাহার কাছে আমার আহ্বান পৌছিয়াছে, অথচ সে আমাকে গ্রহণ করেনাই সে মুছলমান নয়,— আলফযল, কাদীয়ান ১৫।১।১৯৩৫।

তিনি আরও বলিয়াছেন,—

مجھے الہام هوا جو شخص تیری پیروی نہیں کریگا اور تیری بیعت میں داخل نہیں هوگا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہے۔

আমার উপর প্রত্যাদেশ হইয়াছে,— যেব্যক্তি তোমার অনুসরণ করিবেনা এবং তোমার বয়অতে দাখেল হইবেনা সে আল্লাহ এবং রছুলের অবাধ্য জাহান্নামী—নারকী—তব্‌লীগে রিছালত (৯) ২৭পৃঃ।*

ছাহেবযাদা বশীরআহ্‌মদ কাদিয়ানী বলেন,—

هر ایک شخص جو موسی کو مانتا ہے مگر عیسی کو نہیں مانتا، یا عیسی کو تو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا، یا محمد کو تو مانتا ہے پر مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرۂ اسلام سے خارج ہے اور یہ فتوی ہماری طرف سے نہیں بلکہ اس کی طرف سے ہے جس نے اپنے کلام میں ایسے لوگوں کیلئے اولائک هم الکافرون حقا فرمایا ہے۔

প্রত্যেক ব্যক্তি যে মূছাকে মান্য করে, কিন্তু— ঈছাকে মান্য করেনা, অথবা ঈছাকে মান্য করে বটে কিন্তু মোহাম্মদকে (মূলের অনুলিখন) মানেনা,— কিংবা মোহাম্মদকে (মূলের অনুলিখন) মানে বটে কিন্তু প্রতিশ্রুত মছীহ অর্থাৎ মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী ছাহেবকে মান্য করেনা, সে শুধু কাফের নয়, বরং পাকা কাফের এবং ইছ্‌লাম হইতে খারিজ। এই ফত্‌ওয়া আমার তরফ হইতে নয়, যিনি স্বীয় বাক্যে এরূপ ব্যক্তিকে "তাহারা নিশ্চিত কাফের" বলিয়াছেন, ইহা তাঁহারই ফত্‌ওয়া— রিভিউ অফ্‌ রিলিজিয়ন্স (১৪) ৩য় সংখ্যা, ১১০পৃঃ।

কাযী মোহাম্মদ ইউছুফ কাদিয়ানী বলেন,—

جری اللہ فی حلل الانبیاء سے صاف ثابت هوتا ہے کہ حضرت احمد علیہ السلام یعنی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ایک عظیم الشان نبی اللہ ہیں اور ان کا انکار موجب غضب الہی اور کفر ہے۔

জরীউল্লাহ ফি হুলালিল আম্বিয়া (ইহা মির্যা ছাহেবের ইল্‌হাম।) দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়যে, হয্‌রত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী ছাহেব আল্লাহর একজন মহাগৌরবান্বিত নবী, তাঁহাকে— অস্বীকার করা আল্লাহর গযবের কারণ এবং উহা কুফ্‌র—নবুওত ফিল ইল্‌হাম, ১০পৃঃ। *

শুধুই কি ইহাই ? যাহারা কাদিয়ানী হইতে পারে নাই, তাহাদের আত্মার মুক্তির জন্য দোআ করা, মুছলমানের জানাযায় শরীক হওয়া এমন কি তাহাদের অপগণ্ড শিশুদের জানাযাতে যোগদান করাও কাদিয়ানী ধর্মে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। প্রয়োজন— হইলে আমরা আমাদের প্রত্যেকটী দাবীর পোষকতায় প্রমাণ উপস্থিত করিতে রাযী আছি। ইহাই হইতেছে কাদিয়ানী ধর্মের এবং বিশ্ব মুছলিমের — সহিত তাহাদের সম্পর্কের প্রকৃতস্বরূপ আর এই সম্পর্কের স্পর্ধাতেই তাহারা গর্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। আমরা তাহাদের এই দুরভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া — দিয়াছি বলিয়াই অপরাধী হইয়াছি কিন্তু আমরা যাহা বলিয়াছি তাহা সঠিক কিনা, তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তি-রাই বিচার করিয়া দেখিবেন এবং ইহাও চিন্তা— করিয়া দেখিবেন যে, মুছলমানদিগকে কাফের সাব্যস্ত

* কাদিয়ানী কওল, ১০ পৃঃ।

* কাদিয়ানী কওল, ১২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

করার প্রকৃত হেতুবাদ কি? ইহা পাল্টা কুফ্‌রের ফত্‌ওয়া না তাহাদের মতবাদ বিশ্ব মুছ্‌লিম কর্তৃক সমর্থিত নয় বলিয়াই কাদিয়ানীদের গৃহপালিত নবুওতের দরবার হইতে পৃথিবীর মুছলমানদিগকে—কাফের প্রতিপন্ন করা হইতেছে?

সংগে সংগে আমাদিগকে ইমামের বয়অতের সদুপদেশও বিতরণ করা হইয়াছে। এসম্পর্কে আমরা "পাকিস্তানের শাসন সংবিধান" গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। ইছ্‌লামী রাজত্বে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করার অধিকারী কেবল শাসনকর্তা 'উলুল আম্‌রে'র দল, এই আনুগত্যের যাহাদের কাছে মূল্য নাই এবং যাহারা রাষ্ট্রের ভিতর পৃথক ও স্বাধীন আনুগত্যের কেন্দ্র গঠন করিতে চায়, তাহারা বাগী ও রাষ্ট্রদ্রোহী! মুছলমানদিগকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য উস্‌কানী দান করাব অভ্যাস পরিত্যাগ করাই—কাদিয়ানী ছাহেবানের পক্ষে মংগলজনক।

আমরা কাদিয়ানীদিগকে কোন দিন বিড়াল বলি নাই। যাঁহারা সাহিত্য চর্চা করেন, তাঁহারা অলংকার শাস্ত্রে (Metaphor) সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, এরূপ ধারণা আমাদের ছিলনা। কাহারো নিদ্রাকে 'খওয়াবে খরগোশ,' কাহারো চলনকে 'কচ্ছপ গতি,'—কাহারো আশাকে 'বামনের চাঁদ ধরার আশা' বলিলেই যে সম্পর্কিত ব্যক্তিদিগকে খরগোশ, কচ্ছপ বা বামন বলা হইল, একথা কেহই স্বীকার করিবেনা, কিন্তু যে উপনবী সমগ্র মুছলিম জাহানের উলামায়ে কিরামকে "বেশ্যার সন্তান" (ذرية البغايا) বলিয়া অভিহিত করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, তাঁহার — উম্মত যদি তাহাদের কল্পনা বিলাসকে বিড়ালের—স্বপ্নের সহিত উপমিত করার জন্য আমাদিগকে গালাগালি করেন, তজ্জন্য আমরা আদৌ দুঃখিত নই। আমরা তাঁহাদিগকে জানাইতে চাই যে তর্জুমানুল—হাদীছে অসংলগ্ন ও বেহুদা তর্কবিতর্কের স্থান নাই। কাদিয়ানীদের সহিত আমাদের মতানৈক্য অছুলে দীনের আকিদা লইয়া, যে আকিদার উপর ঈমান ও কুফ্‌রের ভেদরেখা বিরচিত হইয়াছে। ইহা কাহারো মুখের কথা, কাব্য, স্বপ্ন, বা কশ্‌ফ ও ইল্‌হাম দ্বারা সাব্যস্ত হইবার নয়। আমরা ইজ্‌তিহাদের সচলতা স্বীকার করি কিন্তু ঈমানিয়াত সম্বন্ধে ইজ্‌তিহাদকে যথেষ্ট মনে করিনা। ইছ্‌লামের ঈমানিয়াত (Faiths) শুধু অকাট্য কোর্‌আন (মুহাক্কমাত) ও পৌনঃপুনিক—(মুতাওয়াতর) হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হইবে। যদি উল্লিখিত প্রমাণ পদ্ধতির সাহায্যে রছুলুল্লাহর (দঃ) পরও নবুওতের ছিল্‌ছিলা সচল থাকা কাদিয়ানী ছাহেবান সাব্যস্ত করিতে পারেন, আমরা অবশ্যই তাহা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিব এবং সে সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য পেশ করিতে চেষ্টা করিব।

والله المستعان و عليه التكلان —

মওলানা মোহাম্মদআলী লাহোরী,

জামাআতে আহ্‌মদীয়ার প্রেসিডেন্ট কোরআনের উর্দু ও ইংরাজী অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতা বহু গ্রন্থ প্রণেতা মওলানা মোহাম্মদআলী ছাহেব আশী বৎসরের পরিপক্ক বয়সে বিগত অক্টোবর মাসে—করাচীতে ইন্‌তিকাল করিয়াছেন— ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। মরহুমের সকল প্রকার অভিমত বিশেষতঃ তাঁহার কর্মজীবনের প্রাথমিক অংশের মতামতের প্রতি আস্থাবান নাথাকিলেও তাঁহার জ্ঞানগরিমা ও পাণ্ডিত্যে আমরা শ্রদ্ধাসম্পন্ন। বিশেষতঃ ইছ্‌লামের অপপ্রচারণার বিরুদ্ধে তিনি এবং তাঁহার সহযোগী মরহুম খওয়াজা কামালুদ্দীন যে সাহিত্যসম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা কোনক্রমেই উপেক্ষার বস্তু নয়। আমরা এহেন গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তির তিরোধানে আন্তরিক দুঃখিত। তাঁহার আত্মীয় পরিজন ও সহকর্মীদের নিকট আমরা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

www.ahlehadeethbd.org

الرسائل والمسائل -
জিজ্ঞাসা ও উত্তর

بسم الله الرحمن الرحيم -
نحمد الله العظيم ونصلى ونسلم على رسوله الكريم -

২৪। মোহাম্মদ আবতুল গণী বি, এ।

৩৭। আগা মছীহ লেন, ঢাকা

জানাযার নমাযের উদ্দেশ্য হইতেছে— মৃতজনের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা এবং দোআ করা। উল্লিখিত ক্ষমাপ্রার্থনা ও দোআর ত্রিবিধ পদ্ধতি— রছূলুল্লাহ (দঃ) উম্মতকে শিক্ষা দিয়াছেন। প্রথম, মৃতব্যক্তির দেহ প্রার্থনাকারীদের সম্মুখে বিদ্যমান— থাকা অবস্থায় জানাযার নমায আদা করা। মৃত-মুছলমানের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা ও দোআর ইহাই — মৌলিক ব্যবস্থা, ইহার সমকক্ষতায় অন্য কোন রীতি প্রতিপালনীয় নয়। যে মৃতদেহকে সম্মুখে রাখিয়া রছুলুল্লাহ (দঃ) একবার জানাযার নমায পড়িয়াছেন পুনরায় তাহার কবরে বা গায়েবানা তাহার জানাযার নমায কাস্মিনকালেও পড়েননাই। দ্বিতীয়, সহরে বা গ্রামে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও যে বা যাহারা উক্ত সহর বা গ্রামের কোন মৃত মুছলমানের জানাযার — নমাযে শরীক হইতে পারে নাই তাহাদের উক্ত মৃত ব্যক্তির কবরে গিয়া জানাযার নমায আদা করা। রছু-লুল্লাহ (দঃ) জনৈকা কৃষ্ণাংগী দুঃখিনী, উম্মেছঅদ, উম্মে আবি উমামা ও তল্হাবিন্নুল বরা প্রভৃতির— কবরে গিয়া এইরূপ জানাযা পড়িয়াছিলেন। এই হাদীছগুলি ইমাম আহমদ, বুখারী, মুছলিম, ইব্নে-মাজা, বয়হকী, হাকিম, ইবনেহিব্বান, ইবনেমন্দা, তয়ালছী, বয্যার, নছয়ী, তিরমিযী ও ইবনো আব্দিল-বর প্রভৃতি আবু হোরায়রা, আনছ বিনে মালিক,— ইয়াযীদ বিনে ছাবিত, আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছ— ছঈদ বিন্নুল মুছাইয়েব, হোমায়দ বিনে হিলাল, ছহল বিনে হানীফ, আবু উমামা বিনে ছঅলবার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

তৃতীয়, দূর বা নিকটবর্তী অন্য সহর হইতে — কোন মুছলমানের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাহার জন্য জানাযায় গায়েবের নমায পড়া। রছুলুল্লাহ (দঃ) আবিসিনিয়ার রাজা ছহমা নজ্জাশী, মুআবিয়া— বিনে মুআবিয়া লয়ছী, যয়েদ বিনে হারিছা ও জা'ফর বিনে আবিতালিবের জন্য এই রূপ জানাযার নমায পড়িয়াছিলেন।

উল্লিখিত ত্রিবিধ জানাযার মধ্যে প্রথম প্রকর-ণের জানাযার নমায ফর্য (কিফায়া), দ্বিতীয় ও— তৃতীয় প্রকরণ মুছ্তহব মাত্র।

তৃতীয় প্রকরণের অন্তরভুক্ত নজ্জাশীর জানাযা সম্পর্কিত হাদীছগুলি ইমাম আহমদ, বুখারী, মুছ্-লিম, আবু দাউদ, নাছায়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজা— বয়হকী, তয়ালছী, যিয়া মক্দছী, ইবনে কানেঅ,— তাবারানী ও বয্যার প্রভৃতি আবু হোরায়রা, জাবির বিনে আবতুল্লাহ, হুযয়ফা বিনে আছিদ, ইম্রান বিনে হেছীন, জরীর বিনে আবতুল্লাহ, আবতুল্লাহ বিনে— আব্বাছ, আবতুল্লাহ বিনে উমর, আবুছঈদ খুদ্রী,— আনছ বিনে মালিক ও ইব্নেখারিজার প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন।

মুআবিয়া বিনে মুআবীয়ার জানাজায়গায়েব— সম্পর্কিত হাদীছগুলি মুছ্নদ ও মুর্ছল উভয় রীতি-তেই বর্ণিত আছে। তাবারানী, মোহাম্মদ বিনে-আইয়ূব, ইব্নেমন্দা, বয়হকী, ইব্নেছঅদ, ইব্নুল-আ'রাবী, ইব্নো আবদিলবর হয্রত আনছের বাচনিক এবং তাবারানী ও আবুআহমদ হাকিম আবুউমামার প্রমুখাৎ ইহা রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

যয়েদ বিনেহারিছা ও জাফর বিনেআবিতালিবের জানাযায়গায়েব পড়ার ঘটনা ওয়াকেদী তাঁহার মগা-যীতে আবতুল্লাহবিনে আবিবক্রের প্রমুখাৎ মুর্ছল-ভাবে রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং ওয়াকেদী যে তুর্বল, সেসম্বন্ধে আহ্লেহাদীছ বিদ্বানগণ একমত! প্রকৃত-পক্ষে যয়েদবিনে হারিছা ও জা'ফর বিনে আবিতালি-

www.ahlehadeethbd.org

বের ঘটনা মৌলিক প্রমাণরূপে উপস্থাপিত হইবার যোগ্য নয়. এই হাদীছ দুইটী ছহীহ হাদীছসমূহের পোষকতায় শুধু আনুসংগিক প্রমাণরূপে উপস্থিত—করাযাইতে পারে

(বিদ্বানগণের মতভেদ)

হানাফী বিদ্বানগণ এবং মালেকীগণের মধ্যে ইবনুল আ'রাবী ছাড়া অন্য সকলেই যে মুছলমানের মৃতদেহ সম্মুখে উপস্থিত নাই, তাহার কবরে বা গায়েবানা জানাযার নমায অসিদ্ধ বলিয়াছেন। ইমাম আবু-হানীফার বক্তব্য এইযে, যদি মৃত মুছলমানের—জানাযার নমায কেহ নাপড়িয়া থাকে, তবে তিন দিবসের মধ্যে তাহার কবরে পড়া যাইতে পারে, নতুবা নয়। ইব্‌রাহীম নখয়ী ও ইমাম মালিক এ অনুমতিও প্রদান করেননাই। নজ্‌জাশীর জানাযা সম্বন্ধে হানাফী ও মালেকী বিদ্বানগণ বলেন, উহা একটী নির্দিষ্ট ঘটনা এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) জন্য সীমাবদ্ধ। তাঁহারা ইহাও বলেন যে. জানাযার—সময়ে নজ্‌জাশীর রূহ বা মৃতদেহ রছুলুল্লাহর (দঃ) সম্মুখে উপস্থিত ছিল বলিয়াই রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার জানাযার নমায পড়িয়াছিলেন।

ইমাম খাত্তাবী. শয়খুলইছ্‌লাম ইবনেতয়মিয়হ, ইব্‌নুলকাইয়েম ও আল্লামা মক্‌বলী প্রভৃতি বিদ্বানগণের একটী দল বলেন যে, এমন স্থানে যদি কোন—মুছলমানের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, যে স্থানে তাহার—জানাযা পড়ার কেহ নাই, কেবল সেইরূপ মৃত মুছলমানের জানাযায়গায়েব পড়া হইবে, অন্য কাহারো নয়।

ইব্‌নেহিব্বান বলেন যে, মৃতব্যক্তির কবর যদি কিব্‌লার দিকে হয়, তবেই তাহার জানাযায়গায়েবের নমায পড়া চলিবে।

ইবনো আব্দিলবর কতিপয় বিদ্বানের অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, যে দিবস মৃত ব্যক্তির বিয়োগ ঘটিয়াছে, সেই দিবস অথবা উহার কাছাকাছি দিবসে জানাযায়-গায়েব পড়া চলিবে।

ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, হাফিয ইবনে-হয্‌ম এবং মালেকী বিদ্বানগণের মধ্যে ইবনুল—আ'রাবী এবং সমুদয় শাফেয়ী, হাম্বলী ও আহলে-হাদীছ ফকীহগণ সকল অবস্থায় জানাযায়গায়েবের নামাযকে মুছ্‌তহব বলিয়াছেন।

শেষোক্ত অভিমত অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ বিনে হাম্বল প্রভৃতির মত সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ এবং স্পষ্ট নছ্‌ছের সহিত সুসমঞ্জস। কবরকে সম্মুখে রাখিয়া এবং গায়েব জানাযার নামায পড়া স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ হাদীছের সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে।

কবরকে সম্মুখে রাখিয়া রছুলুল্লাহ (দঃ) একক-ভাবে জানাযার নামায পড়েন নাই। আবদুল্লাহ বিনে-আব্বাছের হাদীছ, যাহা ইমাম আহমদ, বুখারী,—মুছ্‌লিম, তিরমিযী ও বয়হকী প্রভৃতি রেওয়ায়ত করিয়াছেন; তাহাতে ইবনেআব্বাছ স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) তল্‌হা فاصم و صفوا خلفه — বিনে বরার কবরকে সম্মুখে রাখিয়া ইমাম হইলেন এবং ছাহাবাগণ তাঁহার পিছনে সারি বাঁধিয়া—দাঁড়াইলেন। (ছুননে বয়হকী ৪র্থ খণ্ড, ৪৫ পৃঃ;—বলুগোল আমানী ৭ম খণ্ড, ২২৭ পৃঃ)। ইয়াযিদ বিনে ছাবিতের হাদীছ যাহা নছয়ী ও বয়হকী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতেও ছাহাবাগণের জানাযায় শরীক হওয়া প্রমাণিত আছে। (বয়হকী, চতুর্থ খণ্ড ৪৮পৃঃ)।

নজ্‌জাশীর জানাযায়-গায়েব পড়ার জন্য রছুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবাগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। জাবির বিনে আবদুল্লাহর রেওয়ায়ত অনুসারে রছুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবাগণকে আদেশ করিয়াছিলেন, সকলেই দাঁড়াও এবং নজ্‌জাশীর জন্য জানাযার فقوموا فصلوا عليه নমায পড়। অন্য রেওয়ায়তের ভাষা এই যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবাগণকে هلموا فصلوا عليه বলিলেন—এস এবং নজ্‌জাশীর জন্য জানাযার—নমায পড়। জাবির বলেন, আমি স্বয়ং দ্বিতীয়—অথবা তৃতীয় সারিতে দাঁড়াইয়াছিলাম। আহমদ, বুখারী ও মুছ্‌লিম, (নয়লুলআওতার—৪র্থ খণ্ড, ৪২ পৃঃ; বলুগোল আমানী, ৭ম খণ্ড ২১৯ পৃঃ, মুহাল্লা—৫ম খণ্ড, ১৩৯ পৃঃ)। ইম্‌রান বিনে হেছীনের রেওয়ায়ত যাহা আহমদ, নাছায়ী ও তিরমিযি প্রভৃতি—রেওয়ায়ত করিয়াছেন তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রছুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবাগণকে বলিলেন, তোমাদের ভ্রাতা নজ্জাশী পরলোক গমন করিয়াছেন, অতএব দাঁড়াও এবং তাঁহার জানাযা পড়।

ان اخاكم النجاشي قدمات فقوموا فصلوا عليه - قال : فقمنا فصففنا عليه -

ইম্রান বলেন, অতঃপর আমরা দণ্ডায়মান হইলাম এবং জানাযার জন্য সারি বাঁধিলাম,—নয়লুল-আওতার ও বলুগোল আমানী। জরীর বিনে আব্দুল্লাহর হাদীছেও কথিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবাগণকে বলিলেন, তোমাদের ভ্রাতা নজ্জাশী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, তাঁহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর (আহ্মদ ও তাবারানী)—বলুগোল আমানী।

ان اخاكم النجاشي قد مات فاستغفروا له -

ফলকথা, নজ্জাশীর জানাযাকে রছুলুল্লাহর (দঃ) জন্য নির্দিষ্ট বলা চলেনা। রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং এই জানাযায়-গায়েবের নমায পড়িয়াছেন, ছাহাবাগণকে পড়িতে আদেশ করিয়াছেন এবং সমুদয় ছাহাবা এই জানাযায়-গায়েব পড়িয়াছেন। ইহাপেক্ষা বিশুদ্ধ—ইজ্মা আর কি হইবে? হাফিয ইবনেহযম সত্য কথাই বলিয়াছেন,—ইহা রছুলুল্লাহর (দঃ) আদেশ ও আচরণ— এবং তাঁহার সমুদয়— ছাহাবার আচরণ। ইহা অপেক্ষা বিশুদ্ধতর ইজ্মা আর হইতে পারেনা—মুহাল্লা (৫) ১৩৯ পৃঃ।

فهذا امر رسول الله صلى الله عليه و سلم و عمله و عمل جميع اصحابه - فلا اجماع اصح من هذا -

তারপর নজ্জাশীর ঘটনা জানাযায়গায়েবের একক ঘটনা নয়। যয়েদ বিনে হারিছা ও জা'ফর—তৈয়ারের ঘটনাগুলি যদি অস্বীকার করা হয়, তথাপি মুআবীয়া বিনে মুআবীয়ার হাদীছ সম্পূর্ণ ভাবে উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। মুআবীয়ার হাদীছ হযরত আনছের বাচনিক ত্রিবিধ তরীকায় বর্ণিত, একটী আবূ মোহাম্মদ আল্ উলা ছকফীর মধ্যস্থতায়, ইহা অতিশয় দুর্বল, কোন ক্রমেই গ্রহণ করার যোগ্য নয়। দ্বিতীয়টী মহবূব বিনে হিলালের মধ্যস্থতায় বর্ণিত, এ তরীকাতে এমন কোন দোষ নাই, যার জন্য এই হাদীছ হাছান-লি-গায়রিহি রূপে স্বীকৃত না হইতে পারে। যহবী তাঁহাকে না চিনিলেও ইবনেহিব্বান তাঁহাকে বিশ্বস্ত বলিয়াছেন আর আবুহাতিম তাঁহাকে অপ্রসিদ্ধ বলিয়াছেন। আবূ উমামার ছনদও বিশেষ দোষনীয় নয়। তাবারানীর উছ্তায আলী বিনে ছঈদ রাযী হাদীছের হাফিয এবং হাদীছের জন্য ভ্রমণকারী। ইবনে ইউনুছ তাঁহার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তিনি হাদীছ বুঝিতেন এবং স্মরণ রাখিতেন। দারকুতনী বলেন, তিনি এমন কিছু ছিলেননা, কতকগুলি রেওয়াতে তিনি একক। এরূপ মন্তব্য দ্বারা তিনি—বর্জনীয় হইতে পারেননা। এই ছনদের অন্যতম রাবী নওহ বিনে আমরের বিরুদ্ধেও কোন অভিযোগ—প্রমাণিত হয় নাই। নওহের নিকট হইতে দুই ব্যক্তি এই হাদীছ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, যথা আলী বিনে ছঈদ ও আবুল হাছান আহমদ।

হাফিয ইব্নেহজর ফত্হুলবারীতে বলিয়াছেন, সকল তরীকা মিলাইয়া দেখিলে মুআবীয়ার হাদীছ শক্তিশালী পরিলক্ষিত হইবে।

وخبر معاوية قوى بالنظر الى مجموع طرقه -

আর মুআবীয়ার হাদীছ অস্বীকার করিলেও নজ্জাশীর একক হাদীছ দ্বারা শরীঅতের মুছ্তহব আদেশ প্রমাণিত হইবেনা কেন? রছুলুল্লাহ (দঃ) যদি আজীবন সমুদয় অনুপস্থিত মৃতব্যক্তির জানাযা পড়িতে থাকিতেন তাহা হইলে এই কার্য ওয়াজিব অথবা ছুন্নতে মুওয়াক্কদায় পরিণত হইত। আর যে কার্য তিনি জীবনে একবারও সম্পাদন করিয়াছেন, সমুদয় ছাহাবাকে করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন সেই কার্যকে নাজায়েয—বলার অধিকার কাহারো নাই। কেহ কেহ বলেন, ছাহাবাগণের কেহই জানাযায়গায়েব পড়েননাই,—কিন্তু নজ্জাশীর জানাযা পড়া সমুদয় ছাহাবা কর্তৃক প্রমাণিত হইয়াছে। ইবনেহযম বলেন, একজন—ছাহাবীর বাচনিকও জানাযায়গায়েবের নিষিদ্ধতা প্রমাণিত নাই। আর নজ্জাশীর রূহ বা জানাযা—রছুলুল্লাহর (দঃ) পক্ষে প্রত্যক্ষ করাকে আমরা অসম্ভব মনে করিনা কিন্তু সত্য কথা এই যে, কোন ছহীহ হাদীছে ইহার উল্লেখ নাই। ইবনে আ'রবী—মালেকী ও কিরমানী প্রভৃতি এসকল কথা সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করিয়াছেন। ইবনে মাজার হাদীছের জনৈক রাবী ইবনেজারীয়াহ বলেন, আমরা নজ্জাশীর জানাযায় কিছুই দেখি নাই।

নজ্জাশীর জানাযা তাঁহার দেশের লোক কেহ পড়েননাই বলিয়াই রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার জানাযা পড়িতে ছাহাবাদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন, ইহাও কোন হাদীছে প্রমাণিত নাই, ইহা নিছক অনুমান মাত্র। বরং তয়ালছী, আহ্মদ ও ইবনেমাজা প্রভৃতি হুযয়ফ বিনে আছিদের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়া-

www.ahlehadeethbd.org

ছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন,— তোমাদের যে ভ্রাতা তোমাদের— ভূমি ছাড়া অন্যস্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হই- য়াছে, তাহার জানাযার নমায পড়।

صلوا على اخ لكم مات بغير ارضكم ! قالوا من هو ? قال النجاشي —

ছাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কে? রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন— নজ্জাশী।

এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুছলমানদের দেশে নজ্জাশীর মৃত্যু ঘটিলে যেহেতু তাঁহার জানাযার নমায ছাহাবাগণ পড়িতেন, সুতরাং অন্যদেশে মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া রছুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবাগণকে তাঁহার জানাযা পড়িবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন, অন্যদেশে কেহ তাঁহার জানাযা পড়েনাই বলিয়া নয়। কারণ নজ্জাশী যে ইছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সংবাদ গোপন ছিলনা এবং বিভিন্ন বারে মুছলমানগণ— একক ও দলবদ্ধভাবে তাঁহার নিকট গমন করিতেন, সুতরাং নজ্জাশীর মৃত্যুর পর কেহই তাঁহার জানাযা পড়েননাই একথা কেমন করিয়া ধারণা করা যাইতে পারে?

আর মৃতের কবর কিবলার দিকে থাকিলেই যে শুধু জানাযায় গায়েব পড়া চলিবে একথাও ভিত্তিহীন। আবিসিনিয়া মদীনা হইতে কিবলার দিকে অবস্থিত ছিলনা। মৃতব্যক্তির মৃত্যুদিবস বা কাছাকাছি দিবস ছাড়া জানাযায়গায়েব পড়া চলিবেনা, ইহাও অপ্রমাণিত উক্তি।

মোটকথা, মুছলমান কবরস্থ হইবার পর তাহার কবরকে সম্মুখে রাখিয়া অথবা ভিন্নস্থানে তাহার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া জানাযায়গায়েবের নমায আদাকরা শরীঅতের দলীলের সাহায্যে প্রমাণিত, উহা ছুন্নতে-গয়ের মুওয়াক্কদা—মুছ্‌তহব। ইহার— বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তসমূহের সমর্থনে কোন ছহীহ হাদীছ বিদ্যমান নাই এবং প্রকৃত সঠিক যাহা, তাহা আল্লাহ অবগত আছেন।

বর্ষ বিদায়!

তর্জুমানের গ্রাহকবর্গের খিদ্‌মতে আরয!

বর্তমান সংখ্যায় "তর্জুমানুল হাদীছে"র দ্বাদশ সংখ্যা সমাপ্ত হইল। আমাদের আশা ও— আকাংখা, আমাদের লক্ষ ও উদ্দেশ্য যে কি আর কতটা, বিগত দুই বৎসরের ভিতর তাহার আভাস যে তর্জুমানের পাঠকগণ লাভ করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। ইছ্‌লামী জীবনের অর্থাৎ কোরআন ও ছুন্নতে "বিশ্বাস" ও "আচরণে"র যে সর্বাংগীন সংযোগ ও সমষ্টি 'আল্‌ ইছ্‌লাম' নামে কথিত হইয়াছে, তাহার কোন অংগকে বাদ না দিয়া আল্লাহ ও রছুলের (দঃ) নির্দেশ মত পূর্ণ ও অবিভাজ্য ইছ্‌লামকে যথাযথরূপে বাংলাভাষী মুছলমানদের সম্মুখে তুলিয়া ধরাই তর্জুমানুল হাদীছের উদ্দেশ্য এবং ইহার দীনসেবকদের ইহাই প্রাণের আশা ও অন্তরের আকাংখা। এ উদ্দেশ্য যে অতিশয় মহৎ এবং আধুনিক জগতের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাহার বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ইহা অনস্বীকার্য যে, ইছ্‌লামজগতের সকলস্থানে নবজাগরণের প্রভাত উদিত হইয়াছে, কিন্তু এই পুলকচঞ্চল প্রভাত স্বয়ং ইছ্‌লামের পক্ষে প্রলয়ের উদ্বায় পরিণত হইবেকিনা, তাহা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। রেনেসাঁর কোলাহল মুখর প্রভাতে আজ যদি কোরআন ও ছুন্নাহ— নির্দেশিত নীতি ও জীবনাদর্শ হতবাক হইয়া থাকে, প্রত্যেকটী মতবাদ ও জীবনপদ্ধতিকে বিনাবিচারে বিনা পরীক্ষায়, বিনা প্রমাণে অবলীলাক্রমে ইছ্‌লামী আদর্শের মঞ্চে যদি 'স্বাগতম' জ্ঞাপন করা হয়, আর সর্বোপরি, ইছ্‌লামী নীতি, মতবাদ ও জীবনপদ্ধতির স্বরূপ ও মূল্যমান সম্পর্কে স্বয়ং মুছলমানদের দৃষ্টিভংগী যদি নিদারুণভাবে অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহাহইলে এরূপ অবস্থাতেও কি ইছ্‌লাম— এবং মুছলমান জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শংকান্বিত হওয়া অস্বাভাবিক বিবেচিত হইবে?

ইছ্‌লাম যে তাহার প্রভুর ন্যায় চিরঞ্জীবী— তাহাতেও সন্দেহ নাই, কিন্তু উহার রূপায়ণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য যদি কঠোর সাধনা ও অপরিসীম ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন না হয়, তাহাহইলে ইছ্‌লামের— ধারক ও উহার আদর্শের রূপায়ক (দঃ) কে সর্বত্যাগী হইতে হইল কেন? তাঁহার সহচরবৃন্দের অনেককেই জান ও মালের অফুরন্ত কোরবানী প্রদান করিতে হইল কেন? আদর্শ ও নীতি যতই সত্য, যতই শক্তিশালী হউক নাকেন, উহাকে জয়যুক্ত করার জন্য ততোধিক সাধনা ও আত্মত্যাগের আবশ্যক।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানের খাদেমগণ দ্বিবিধ সংকটের সম্মুখীন, যে বেছাতি লইয়া তাহারা বাজারে বাহির হইয়াছে, তাহা যতই মূল্যবান হউক, উহার চাহিদা এখনও অতিসামান্য, আর চাহিদা বৃদ্ধিকরার জন্য যেসকল উপকরণের আবশ্যক, সেগুলির যেমন—অভাব, মালের কোয়ালিটিকে উন্নত ও উৎকৃষ্টতর করার জন্য যে যোগ্যতার আবশ্যক তাহার অভাব অধিকতর। ইছলামী আদর্শ ও শিক্ষাকে বলিষ্ঠ ও উজ্জ্বলরূপে পৃথিবীর পৃষ্ঠে তুলিয়া ধরার মত—যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের একদম অভাব হয়তো নাই, কিন্তু আমরা দুরদৃষ্ট বশতঃ বিগত দুইবৎসর কালের মধ্যে এরূপ মুষ্টিমেয় লোকের মধ্য হইতে কাহারো সহানুভূতি ও সহযোগলাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করিতে পারিনাই!

তর্জুমানের দীনসম্পাদককে এই দুরূহ পথের অধিকাংশ এযাবৎ এককভাবেই অতিক্রম করিতে হইতেছে, কিন্তু তাহার শারীরিক অবস্থার যেভাবে দ্রুত অবনতি ঘটিতেছে, তাহার দুরন্তব্যাধি তাহাকে ক্রমশঃ যেভাবে অক্ষম ও শক্তিহীন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাতে এ গুরুভার যে তাহার রোগজীর্ণ ও দুর্বল মন, মস্তিষ্ক ও বাহু আর কয়দিন বহন করিতে পারিবে তাহা আল্লামুলগয়ুব ছাড়া অন্য কাহারো—বলার উপায় নাই।

তর্জুমানের আর্থিক দৈন্যের কথা আমরা কোন দিন বলিনাই। যে কাগজে তর্জুমান মুদ্রিত হয়,—তাহার দর প্রতিরীম গোড়ায় ছিল ১৯৲ টাকা। বর্তমানে ঢাকা ও চট্টগ্রামে দৌড়াদৌড়ি করিয়া ৩২৲ টাকা হইতে ৪০৲ টাকা মূল্যে সেই কাগজ কিনিয়া তর্জুমানের মান ঠিক রাখা হইতেছে। গত বৎসরে ইহার জন্য প্রায় দেড় হাজার টাকা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে, দ্বিতীয় বৎসরে ক্ষতির পরিমাণ যে আরো বাড়িয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শারীরিক অসহনীয় ক্লেশ ও আর্থিক ভয়াবহ ক্ষতি সত্ত্বেও তর্জুমানুল হাদীছের মান আশানুরূপ উন্নততর করার পরিবর্তে উল্লিখিত কারণ পরম্পরায় উহা অনিয়মিত ও অত্যন্ত বিলম্বিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। যে সকল আশা বুকে লইয়া তর্জুমানুল হাদীছ বাহির করা হইয়াছিল, সমুদয় ত্রুটি বিচ্যুতি, অভাব, অভিযোগ দুঃখ ও যন্ত্রণা এবং অক্ষমতা সত্ত্বেও উহাকে বন্ধ করিয়া দেওয়া তর্জুমানের সেবকদলের পক্ষে মৃত্যুদণ্ডের সমতুল্য, তথাপি অবস্থাগতিকে আমরা এই দণ্ডই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম এবং দ্বিতীয় বর্ষের দ্বাদশ সংখ্যার পর হইতে তর্জুমানের প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিবার কথা চিন্তা করিতেছিলাম। কিন্তু আমাদের গ্রাহকমণ্ডলীর একটী বিরাট দল আমাদের এই সংকল্পে কঠোরভাবে বাধা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা কোনমতেই তর্জুমানুলহাদীছ বন্ধ করার প্রস্তাবে কর্ণপাত করিতে চাননা। তাঁহাদের পত্রগুলি আমাদিগকে আশা ও উৎসাহের এক নূতন আলোকের সন্ধান দিয়াছে। আমাদের ক্ষুদ্র সাধনা যে একেবারেই ব্যর্থ হয়নাই, অন্ততঃ আমাদের সেবিষয়ে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে এবং তর্জুমানের—পাঠকবৃন্দের সনির্বন্ধ অনুরোধের ভিতর আমরা ইচ্ছাময় প্রভুর ইংগীত লাভ করিয়াছি।

অগতির গতি রব্বুলআলামীনের কৃপা ও দয়াকে সম্বল করিয়া আগামী সংখ্যা হইতে আমরা আমাদের তৃতীয় বার্ষিক ছফর শুরু করিব। আল্লাহ আমাদের প্রতি সহায় হউন! তাঁহার মনোনীত—কার্যকে তাঁহারই অভিপ্রায়মত চালাইয়া যাইবার মত শক্তি ও তওফীক তিনি আমাদিগকে দান করুন!!

সহৃদয় গ্রাহকবৃন্দের কাছে আমাদের আরয এই যে, তাঁহারা আমাদের সকল কষ্ট ও অসুবিধা দূর করিতে নাপারিলেও ইচ্ছা করিলে তর্জুমানের অর্থসংকট অনেকাংশে দূর করিতে পারেন। তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা বাহির হওয়ার পূর্বে যাঁহাদের নূতন বর্ষের চাঁদা দফ্‌তরে না পৌছিবে তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা ভিঃ পিঃ যোগে প্রেরিত হইবে। কাগজখানা বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে যাহাতে কোন ভিঃ পিঃ ফেরত না আসে, তজ্জন্য আপনাদিগকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে, আর যদি কোন কারণে কেহ একান্তই তর্জুমানের গ্রাহক থাকা পছন্দ নাকরেন, মেহেরবানী করিয়া একটী পোস্টকার্ডে তাহা ম্যানেজারকে লিখিয়া জানাইলে ভি, পির ক্ষতি দফ্‌তরকে সহ্য করিতে হইবেনা। স্মরণ রাখিবেন যে, ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিলে তবলীগে দীনের প্রতিষ্ঠানকেই কার্যতঃ ক্ষতিগ্রস্ত করা হইবে।

পুরাতন গ্রাহকবৃন্দের খিদমতে আর একটী—আরয যে, আপনারা অনুগ্রহপূর্বক প্রত্যেকেই শুধু একজন করিয়া তর্জুমানুলহাদীছের নূতন গ্রাহক যদি সংগ্রহ করিয়া দেন, তাহাহইলে পূর্বপাকিস্তানের এই একমাত্র কোরআন ও ছুন্নাহর প্রচারপত্র—খানার অর্থসংকট বিদূরিত হইতে পারে। যাঁহারা তর্জুমানের অস্তিত্বের প্রয়োজন স্বীকার করেন, তাঁহাদের কাছে আমাদের আবেদন কি ব্যর্থ হইবে?

فستذكرون ما اقول لكم وافوض امرى الى الله
ان الله بصير بالعباد —

www.ahlehadeethbd.org